পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 49 Saturday, 18 January, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা ✻ ৪ মাঘ ১৪৩১, শনিবার, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

রাজনৈতিক দলগুলিকে কড়া নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে 'প্রযুক্তি বিড়ম্বনা'র মোকাবিলা করতে সক্রিয় হল নির্বাচন কমিশন। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি যাতে প্রতিপক্ষকে নিশানা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপপ্রয়োগ না করে, তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে কমিশনের তরফে। ওই নির্দেশিকায় রাজনৈতিক দলগুলিকে 'দ্বায়িত্বশীল ভাবে' এবং 'স্বচ্ছতার সঙ্গে' নির্বাচনী প্রচারে এআই ব্যবহার করার 'পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি ভিডিও প্রচারচিত্র সম্পর্কে কড়াকড়ি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। জানানো হয়েছে, এ জাতীয় ভিডিয়োর সূচনাতেই 'কন্ঠস্বরের মাধ্যমে এবং লিখিত ভাবে' ঘোষণা করতে হবে সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সম্প্রতি ভোটের প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। জনমত প্রভাবিত করার জন্য ভুয়ো তথ্যে নির্মিত আপাতসত্যের ভিডিও নির্মাণকে 'অপরাধ বলেও চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'আইটি সেল'কে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় কমিশন সমাজমাধ্যমগুলিকে দাযিত্বশীল এবং নৈতিকভাবে এআইব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে। এ বারও 'নিশানা হল এআই। এদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রবেশ বর্মার বিরুদ্ধে ভোটারদের মধ্যে জুতো বিলি করার অভিযোগ তুলেছিল আপ। এ বার তার ভিত্তিতে নয়াদিল্লি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার বিকেলে নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় থানায় ওসিকে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রজনীশ ভাস্কর নামে এক আইনজীবী ভিডিও পেশ করে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, মহিলা ভোটারদের জুতো বিলি করছেন প্রবেশ। তারই প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ।

তন্তুজ এর পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান হলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জনুয়ারি ঃ রাজ্য তাঁতশিল্পী সমবায় সমিতি তন্তুজ এর পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে ফের নিযুক্ত হলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আগামী পাঁচ বছর তিনি ওই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। প্রসঙ্গত ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে তিনিই তন্তুজের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। একসময়ে লোকসানে চলা এই সংস্থা বর্তমানে লাভজনক হয়ে উঠেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংস্থার লাভের অঙ্ক ছিল প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে লাভের পরিমাণ আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অসুস্থ জেলবন্দি পার্থ, আচমকা শুরু বুকে ব্যথা ভর্তি এসএসকেএমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ আচমকা অসুস্থ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার রাতে হঠাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএমে জানানো হয়েছে। দ্রুত সেখানকার চিকিসকদের জেলে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হয়েছে। ২০২২ সালের ২২ জুলাই পার্থের বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশির পর গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তিনি জড়িয়ে পড়েন বলেই অভিযোগ ওঠে। গ্রেপ্তার হওয়ার ১৩ মাস পর কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেন পার্থ। কিন্তু লাভ হয়নি। পরবর্তীতে গত অক্টোবরে জামিনের জন্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। ইডির মামলায় ইতিমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন পার্থ। কিন্তু শর্তপূরণ না হওয়ায় জামিনের নির্দেশ বলব হয়নি। এদিকে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ওই তালিকায় থাকা প্রথম সাক্ষী বয়ান দেন আদালতে। রুদ্ধদ্বার এজলাসে বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়। বৃহস্পতিবার ছিল দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ। পার্থ ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল। আদালতে উপস্থিত ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ এবং তাঁর 'অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। আদালত কক্ষ থেকে বেরনোর সময় মামলা সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে দাঁড়ান। প্রায় মিনিট দশেক কথা হয়। সেই সময় অর্পিতাও চলে আসেন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেন দুজনে। আদালত ছেড়ে বেরনোর সময় পার্থ অর্পিতাকে বলেন, আসি, ভালো থেকো। এরপর রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন পার্থ। বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় এসএসকেএমে। প্রসঙ্গত, প্রতিমাসেই নিয়ম মেনে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়।

জোট ভেঙে দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী ঘোষণা অজিতের দলের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ রাজনীতির ঘোলাজল কখন কোন দিকে মোড় নেবে ধরতে পারবেন না। গত বছর লোকসভা ও কয়েক মাস আগের বিধানসভা নির্বাচনে গলাগলি করে যে বিজেপি ও এনসিপি (অজিত) লড়াইয়ে নেমেছিল। তারাই এবার একে অপরের খ।হস্ত! দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে জোটের অঙ্কে কাঁটা বিছিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করল অজিতের এনসিপি। শুক্রবার দিল্লির ৩০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে অজিতের দল। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তবে কী বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে ফের একত্রিত হবেন কাকা-ভাইপো। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষে শুক্রবার এনসিপির তরফে ৩০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে মহারাষ্ট্রে এনডিএ শরিক দল এবার বিজেপির বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে। এর আগেও ১১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল এনসিপি। ফলে দিল্লিতে ৪১টি আসনে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল তারা। একদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী আপ ও কংগ্রেস, অন্যদিকে নিজেরই শরিক দলের বিরুদ্ধে এই ল।ই বিজেপির জন্য যথেষ্ট কঠিন হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার দুই শরিকের সঙ্গে আসনরফা করে ল।ইয়ে নেমেছে বিজেপি। সেই দুই শরিক হল জেডিইউ এবং এলজেপি। বাকি কাউকে দলে নেয়নি তারা। তাও আবার জেডিইউ ও এলজেপিকে মাত্র একটি করে আসন ছেড়ে নিজেরা ৬৮ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বিজেপির এহেন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ অজিতের দল এনসিপি। যার জেরেই ৪১টি আসনে সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে নামল তারা। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলের দাবি, দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা আসলে এনডিএ-তে ভাঙনের ইঙ্গিত। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপির সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেছিল অজিত পওয়ারের। দলের একজনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদ দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন তিনি। যা মানেনি মোদি-শাহরা। এরপর জল্পনা শুরু হয়, হয়ত বিজেপি জোড় ভেঙে ফের এক হতে চলেছে শরদ পওয়ার ও অজিত পওয়ারের ভাঙা দুই দল। যদিও রাজনৈতিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানসভাতেও জোট জারি থাকে এনডিএতে। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে কাকা ও ভাইপো ফের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছেন। জাতীয় রাজনীতিতেও তা নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝে শরিকের বিরুদ্ধে অজিতের এই রাজনৈতিক বিদ্রোহ কাকা-ভাইপোর এক হওয়ার সম্ভাবনা আরও উস্কে দিচ্ছে। তবে শুধু এনসিপি নয়, দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রার্থী দিয়েছে মহারাষ্ট্রে আর এক এনডিএ শরিক 'রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া'। যার প্রধান রামদাস আঠাওয়ালে মোদি মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। দিল্লিতে ১৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে তারা।

তিলোত্তমার তদন্তে সিবিআই কিচ্ছু করেনি, অকপট হতভাগ্য মা-বাবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণ মামলায় রায় ঘোষণার আগের দিন ফের বিস্ফোরক নির্যাতিতার বাবা-মা। সিবিআই ও রাজ্য সরকারকে একযোগে নিশানা। 'রাজ্য চায়নি বলেই মেয়েটা বিচার পায়নি', দাবি তিলোত্তমার মা-বাবার। তিলোত্তমার বাবা তো স্পষ্ট বললেন, সিবিআই কোনও কাজই করেনি। সিএফএসএল বলছে ঘটনা সেমিনার রুমে ঘটেনি। সিবিআই ধৃত সিভিক একাই দোষী বলে দেখাচ্ছে। সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা কতটা সফল হবে সেটা আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে। তিলোত্তমার মা আবার বলছেন এক 'অদৃশ্য আদেশের' কথা। তাঁর কথায়, আমার মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে দেখতে পাবেন একটা অদৃশ্য আদেশ কাজ করছে নেপথ্যে। এটা আমাদের মনে হচ্ছে। বাবা বলছেন, একটা অদৃশ্য হাত কাজ করছে। কিন্তু সে হাত কার? এখানেই রীতিমতো ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গেল তাঁদের। ইঙ্গিত একেবারে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের দিকে। তাঁদের দাবি, সম্ভবত সেই অদৃশ্য হাতের অদৃশ্য নির্দেশেই সব তথ্য-প্রমাণ লোপাট হয়েছে। সে কারণেই চালান ছাড়াই রাতে ময়নাতদন্ত হয়েছে। তিলোত্তমার মা -র বক্তব্য, উপর

থেকে নির্দেশ ছাড়া তো আমরা আমাদের মেয়ের মুখটুকুও দেখতে পাইনি। সিপি আমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন। উপরের নির্দেশ আসার পর আমাদের দেখতে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল। বাবার সাফ কথা, রাজ্য চায়নি তাই বিচার পায়নি মেয়েটা। ৯ অগস্ট থেকে ১৮ জানুয়ারি, পাঁচ মাস পর তিলোত্তমা কাণ্ডে রায় দিতে চলেছে শিয়ালদহ আদালত। কাল দুপুর আড়াইটের সময় রায় শোনানোর কথা বিচারকের। তবে এরইমধ্যে আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, সব সময় তাড়াতাড়ি বিচারে ন্যায় বিচার হয় না। এটা কোনও সাধারণ খুন বা ধর্ষণের ঘটনা নয়। সে ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা মানে আসলে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা।

১৩ দিনে চার্জশিট ৫৪ দিনে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা চুঁচুড়া পকসো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জানুয়ারি ঃ ১৩ দিনে চার্জশিট ৫৪ দিনে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা চুঁচুড়া পকসো কোর্টে।গুড়াপে শিশুকে নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় কম সময়ে সাজা ঘোষণায় দৃষ্টান্ত হল বিএনএস আইন চালু হওয়ার পর। হুগলি গ্রামীন পুলিশের সদর সিঙ্গুরের কামারকুন্ডুতে সাংবাদিক বৈঠক করেন পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন। পুলিশ সুপার বলেন,শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জিং ছিল মামলাটা। ঘটনার পর দিন সিট গঠন করা হয়। খুব দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত হয়েছে। প্রসিকিশান যে ভাবে কাজ করেছে যার ফলে খুব দ্রুত এই মামলার বিচার দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিশুর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন,শিশুকে ফিরিয়ে দিতে পারব না কিন্তু সঠিক বিচারে তারা মানসিক শান্তি পাবেন। মামলার সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গাঙ্গুলী বলেন,দিন রাত এক করে তদন্ত করেছে পুলিশ।আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই মামলা কতটা

কঠিন ছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে এফএসএল এর সাক্ষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে সোয়াব নেওয়া হয়েছিল সেখানে ক্রমোজম পাওয়া যায় অভিযুক্তের।এটা এই মামলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।যে ভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল শিশুকে তার তথ্য প্রমান যা দাখিল করা হয়েছে তাতে সর্বচ্চ শাস্তিই প্রাপ্য ছিলো। লিগাল সার্ভিসের পক্ষ থেকে প্রশান্ত কুন্ডু ছিলেন আইনজীবী। তার কিছু করার ছিল না। মেয়েটার জন্ম হয়েছিল ১৭ জানুয়ারী ২০১৯ বেঁচে থাকলে আজ তার ছয় বছরের জন্মদিন পালন হত।তাই এক দিকে খারাপ লাগা এবং ভালো লাগা দুটোই আছে। মামলা আদালতে আসার পর মোটে ৩৩ দিন সময় পেয়েছিলাম। বিএনএস আইন চালু হওয়ার পর সব থেকে কম সময়ে বিচার হল দেশের মধ্যে বলেন পিপি। এই রায় মানুষের পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফেরাবে।

দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় ২১ ঘণ্টা বন্ধ জল সরবরাহ, চূড়ান্ত ভোগান্তির আশঙ্কায় বাসিন্দারা

১৭ জানুয়ারি ঃ প্তাহান্তে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জল বন্ধ থাকছে। আগামিকাল শনিবার এই জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প এলাকায় মেরামতির কাজ চলবে। সেই কারণেই এই পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর। পরিষেবা প্রায় একদিন বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত ভোগান্তিতে প।বেন। সেই কথাও অনুমান করা হচ্ছে।
কলকাতার বিশাল এলাকাজুড়ে আগামিকাল জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় জল দেওয়া হবে। তারপর দিনভর আর জল পরিষেবা পাওয়া যাবে না। পরদিন রবিবার সকালে নির্দিষ্ট সময় ছটায় ফের জল স্বাভাবিকভাবেই আসবে। সাধারণত কলকাতায় সকাল ও সন্ধ্যা, দুই সময়ে জল দেওয়া হয়। অর্থা এক্ষেত্রে ২১ ঘণ্টা দক্ষিণ কলকাতায় জল বন্ধ থাকবে।

কলকাতা পুরসভার ৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার পিটিএস থেকে গড়িয়াহাট, কালীঘাট, হাজরা, চেতলা, নিউআলিপুর, গার্ডেনরিচ, তপসিয়া, তিলজলা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আগামিকাল জল পাওয়া যাবে না। শীতকালে মানুষের জলের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এদিকে সামনেই গরমকাল আসছে। গরমে পানীয় জলের চাহিদা এক লহমায় অনেকটাই বেড়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় জলের চাপও কমে যায়। গরমকালে জলের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্যই গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে আগামী কাল কিছু কাজ হবে। পাইপ লাইন মেরামতির কাজ হবে বলে খবর। সেজন্যই এই পরিষেবা ব্যাহত হবে বলে পুরসভার থেকে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্প থেকে বজবজ ও মহেশতলা পুরসভা এলাকা থেকেও জল সরবরাহ হয়। ফলে সেখানেও পরিষেবা ব্যাহত হবে বলে খবর।

মমতার অনুকরণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে 'মহিলা সমৃদ্ধি' ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, সরকার গঠনের পর বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মাসিক ভাতা পাবেন দিল্লির মহিলারা। আপ, কংগ্রেসের পর এবার বিজেপির ইস্তেহারেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোঁয়া। শুক্রবার বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ঘোষণা করলেন, দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তাঁরা বিনামূল্যে পাবেন এলপিজি সিলিন্ডার।
শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির ইস্তেহারপত্র প্রকাশ করেন সভাপতি জেপি নাড্ডা। যেখানে একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলাদের জন্য এই 'মহিলা সমৃদ্ধি' যোজনা। যেখানে বলা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ক্ষমতায় আসার পর দিল্লিতে চালু করা হবে এই প্রকল্প। যেখানে দিল্লির মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে পাশ করা হবে প্রকল্পটি। শুধু তাই নয়, গরিব পরিবারকে ৫০০ টাকায় দেওয়া হবে গ্যাস সিলিন্ডার এবং হোলি ও দিপাবলীতে দুটি সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে বিধানসভার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে লক্ষীর ভাণ্ডারের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাসিক ৫০০ টাকা দেওয়া হত প্রত্যেক মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তফসিলিদের জন্য সেই অঙ্কটা ছিল ১০০০ টাকা। গত বছরে সেই অঙ্ক বাড়িয়ে করা হয় ১০০০টাকা এবং তফসিলিদের জন্য ১২০০ টাকা। মমতার দেখানো পথ ধরে মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক রাজ্যে মহিলাদের জন্য ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। তাতে সাফল্যও মিলেছে।
সেই পথে হেঁটে গত মাসেই দিল্লিতে ১৮ বছরের উর্ধ্বে সমস্ত মহিলাকে মাসে এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করে আপ সরকার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'মহিলা সম্মান যোজনা'। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে আপ জিতলে মহিলাদের মাসিক ভাতা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন কেজরি। আপ সুপ্রিমো ঘোষণা করেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরে তাঁরা সরকার গ।লে মহিলাদের মাসিক ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। নির্বাচনী ল।ইয়ে মহিলাদের মন পেতে আপকে টক্কর দিয়ে নয়া প্রকল্পের ঘোষণা করে কংগ্রেসও। যেখানে মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। নয়া এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় ' দিদি' যোজনা। রেউরি দৌড়ে পিছিয়ে প।ার আশঙ্কায় আবার 'পেয়ারি সমৃদ্ধি' যোজনার ঘোষণা বিজেপিরও। এছাড়া, গর্ভবতী মহিলাদের ৩০ হাজার টাকা সাহায্য, ৬০ থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধদের ২০০০ টাকার পরিবর্তী ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এবং বৃদ্ধাদের ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অটল ক্যান্টিনের মাধ্যমে ঝোপড়িবাসীদের জন্য ৫ টাকায় দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা। এবং কেজরিওয়াল সরকার যে প্রকল্প চালু করেছেন, যেমন বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল ও মহিলাদের ফ্রি বাস পরিষেবা তা চালু থাকবে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলেও।

মেট্রো সফরে ছাড় দেওয়া হোক পড়ুয়াদের', 'মোদিকে চিঠি' কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ পড়ুয়াদের ছাড় দেওয়া হোক মেট্রো সফরে। এমনই আবেদন জানিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন আপ প্রধান অরবিঃদ কেজরিওয়াল। শুধু তাই নয়, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পু।য়াদের জন্য বাস সফর বিনামূল্যে করা হবে বলেও ঘোষণা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মাসে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন তার আগে মোদির উদ্দেশে কেজরির এই আর্জি বিজেপিকে চাপে ফেলার কৌশল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রবল যানজট রাজধানী দিল্লির নিত্যদিনের সমস্যা। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে মেট্রোই একমাত্র নিশ্চিন্তের সফর। বাস যাত্রায় পু।য়াদের সমস্যার কথা উল্লেখ করে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন কেজরিওয়াল। যেখানে তিনি জানান, ' ও কলেজের পড়ুয়াদের জন্য মেট্রো ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড় দিক কেন্দ্র সরকার।' এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে সেই চিঠির প্রসঙ্গ তুলে কেজরি জানান, মেট্রো দিল্লির লাইফ লাইন। সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে বেশিরভাগ পু।য়ারা মেট্রো ব্যবহার করেন। তবে বর্তমান সময়ে মেট্রোর ভাড়া ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যাতে পড়ুয়াদের সমস্যা সমস্যা হচ্ছে। দিল্লি মেট্রোতে রাজ্য ও কেন্দ্রের ৫০ শতাংশ করে অংশীদারিত্ব রয়েছে। এর পরই কেজরিওয়াল বলেন, পু।য়াদের উপর থেকে আর্থিক চাপ কিছুটা কমাতে আমি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। যেখানে জানিয়েছি, দিল্লি মেট্রোতে পু।য়াদের জন্য ভাড়ার উপর ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার। এর জন্য যে চাপ প।বে তা কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বহন করবে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পড়ুয়াদের জন্য বাস যাত্রা বিনামূল্যে করব আমরা। একইসঙ্গে জানান, এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। গোটাটাই জনস্বার্থে ও পড়ুয়াদের স্বার্থে। উল্লেখ্য, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে কেজরিওয়ালের এই ঘোষণা বড় চমক বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে মহিলাদের জন্য বাসযাত্রার যাত্রার মতো বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কেজরি। এবার পু।য়াদের জন্য এই পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতির সুফল ভোটের বাক্সে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নির্বাচনের ঠিক আগে কেণ্দ্রের কাছে মেট্রো ছা।রে আর্জি জানিয়ে আপ যে বিজেপিকে চাপের মুখে ফেলল তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত কত ভারতীয়, রাশিয়ার হয়ে লড়াইয়ে নিখোঁজ কজন? জানাল কেন্দ্র

১৭ জানুয়ারিঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ১২ জন ভারতীয়। নিখোঁজ ১৬। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। আগেই জানা গিয়েছিল, বহু ভারতীয় যুবক রুশ সেনাবাহিনীর হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ করছেন। নানা ভাবে চাকরির ' দিয়ে কিংবা প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভারত থেকে যুবকদের রাশিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের পদাতিক বাহিনীর সামনের সারিতে রাখায় মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেশি। এদিন কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দেওয়ার সময় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, আমরা রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি। এই মুহূর্তে রাশিয়ায় অবরুদ্ধ এবং বাধ্যত যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমস্ত ভারতীয়কে অবিলম্বে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত রাশিয়ায় যুদ্ধ করতে যাওয়া ১২৬ জন ভারতীয়র মধ্যে ৯৬ জনই দেশে ফিরে এসেছেন। বাকি ৩০ জনের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। রুশ কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট ১৬ জনকে ' বলে ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি সামনে এসেছিল কেরলের ৩১ বছরের বিনিল বাবুর ঘটনা। তিনি ২০২৪ সালের এপ্রিলে আরেক ভারতীয় জেইন কুরিয়েনের সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর এজেন্ট তাঁকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখানে নিয়ে যান বলেই দাবি। কিন্তু ড্রোন হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেপ্রসঙ্গে এদিন জয়সওয়াল বলেছেন, বিনিল বাবুর মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি। যত দ্রুত বিনিলের দেহ এদেশে আনা যায়, তা নিশ্চিত করতে রুশ প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমরা। সেই সঙ্গে তিনি জানান, মস্কোয় চিকিসারত আরেক ভারতীয়কেও দ্রুতই দেশে ফেরানো হবে। কয়েক মাসেই ধরা পড়েছিল ভারতীয়দের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করার পিছনে কোনও চক্র কাজ করেছে। সোশাল মিডিয়ায় ফেসবুক ও ইউটিউবে মোটা বেতনে বিদেশে চাকরির লোভ দেখিয়ে চালানো হয় প্রচার।

২০ হাজার কোটি টাকার জমি দুর্নীতিতে দোষী সাব্যস্ত ইমরান, ১৪ বছরের কারাদণ্ড

১৭ জানুয়ারি ঃ বিশাল টাকার জমি দুর্নীতিতে নতুন করে দোষী সাব্যস্ত হলেন ইমরান খান। শুক্রবার প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। সাজা হিসাবে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবিও এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তবে তাঁকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ইতিমধ্যেই জেলবন্দি রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান অধিনায়ক। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইমরানের বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির মামলা দায়ের করে ন্যাব। অভিযোগ আনা হয়, আল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নাম করে ১৯০ পাউন্ডের দুর্নীতি করেছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। শুক্রবার সেই মামলাতেই সস্ত্রীক ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করে পাকিস্তানের আদালত। ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে। তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট তোষাখানা মামলায় গ্রেপ্তার

হয়েছিলেন ইমরান। প্রথমে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল পাঞ্জাব প্রদেশের অটোক জেলে। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে। একাধিকবার কারাগারে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা করেছেন ইমরানের পরিবার ও সমর্থকরা। এদিকে ইমরান অভিযোগ করেছিলেন, জেলে তাঁর সঙ্গে ' মতো আচরণ করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের যে সেলে রাখা হয় সেরকমই এক কুঠুরিতে রাখা হয়েছে তাঁকে। একই অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমাকেও। জেমাইমার আরও অভিযোগ, কেবল ইমরান নয়, তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও হেনস্তা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে ২০০র বেশি মামলা ঝুলছে ইমরানের বিরুদ্ধে। যদিও তেহরিক-ই-ইনসাফ নেতার দাবি, রাজনৈতিক ষ।যন্ত্র করে তাঁকে গারদের ওপারে আটকে রাখা হয়েছে। যদিও দিনকয়েক আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি। এদিন মামলার শুনানিতে আদালত চত্বরেও হাজির ছিলেন তিনি। তবে জমি দুর্নীতিতে ফের জেলেই ঠাঁই হবে তাঁর। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আউশগ্রমে রাজ্যপাল আদিবাসী পরিবারের দুধ পিঠে চিকেন পিঠে খেয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃপিঠে খেযদুধ পিঠে আর চিকেন পিঠেতে মজেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনঃদ বোস। তিনি টেবিলে বাঙালির প্রিয় আলুপোস্তা সরিয়ে রেখেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারলেন। তবে সময় পেলে আবার তিনি আসবেন পূর্ব বর্ধমান জঙ্গল মহলে পিঠে খেতে।বুধবার পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের সুকাডাঙ্গা আদিবাসী গ্রামে যান রাজ্যপাল সি বি আনঃদ বোস।আমার গ্রাম শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রাজ্যপাল। সেখানে তিনি উপজাতি মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন।তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস। তারপর তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী আদিবাসীদের উন্নয়নে সচেষ্ট। আমি এই সফরে তাদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যাগুলি শুনছি, যাতে সেগুলোর সমাধান করা যায়। ন্ডঅনুষ্ঠান শেষে সি ভি আনন্দ বোসের জন্য গ্রামের বাসিন্দা মদন সোরেনের বা।তি দুপুরে খাবারের আয়োজন করা হয়। খাবারের টেবিল ছিল ভাত, সবজী ডাল,আলু পোস্ত,চাটনী,পাপ। আর শেষে মিষ্টি। তার সঙ্গে ছিল পিঠে।দু'রকমের পিঠে দেওয়া হয়।ভাত ডাল তার না পসঃদ। এমনকি বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাবার আলু পোস্তও ব্রাত্য সি ভি আনন্দ বোসের কাছে।তবে চিকেন পিঠে ও দুধ পিঠেতে কার্যত তিনি মজে যান।টেবিলের অন্য রকমারি খাবার সরিয়ে রেখে পিঠে খান চেটেপুটে। রাজ্যপালকে খাবারের টেবিলে বারে বারে একজন আধিকারিককে বলতে শোনা যায় পোস্ত খান।স্যার বাঙালির ফেমাস খাবার।কিন্তু তাতেও চিড়ে ভেজে নি।এতবার বলা স্বত্বেও তিনি আলুপোস্তা ভরা বাটি সরিয়ে রেখেই পিঠে স্বাদ নিয়ে দুপুরের খাবার খান।পিঠের পাশাপাশি সি ভি আনন্দ বোস খান আপেল,কলা, আঙুল ও ড্রাগন ফল।মদন সোরেন বলেন, রাজ্যপাল পিঠে খেয়ে খুশী হয়েছেন।তিনি দুধ ও চিকেন দু'ধরনের পিঠেই খান।শেষে তিনি মদন সোরেনকে বলে যান সুযোগ ও সময় পেলে আবার আসবেন পিঠে খেতে।

শীতে কাঁপছে কাশ্মীর, খুব শীঘ্রই ফের তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ১৭ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, ভূস্বর্গের নানা প্রান্ত এখন বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ! শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, পহেলগাম থেকে কার্গিল - সর্বত্রই হাড়কাঁপানো ঠান্ডার দাপট রয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২০-২১ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ২২-২৩ জানুয়ারিও তুষারপাত হতে পারে। ফলে আপাতত ঠান্ডা থেকে রেহাই পাবে না জম্মু ও কাশ্মীর, উল্টে শীত আরও বাড়তে পারে।

দিল্লিতে কুয়াশার দাপট অব্যাহত, বিঘ্নিত ট্রেন ও উড়ান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটও দিন দিন বা।ছে। শুক্রবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।ঘন কুয়াশার কারণে

উপরাষ্ট্রপতি - কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরি, কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকা যায় না

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ১৭ জানুয়ারীঃউপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, কৃষকদের বিষয়গুলির সময়মতো সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশ কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ধারওয়াড়ে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং অমৃত মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষকদের দুর্দশা দেশের দ্রুত নজর দাবি করে, কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই দেশে, যে দেশের উত্থান হচ্ছে এবং যে উত্থান অদম্য, যে উত্থান আগে কখনও হয়নি, সেখানে আমরা কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরদ্বেগ থাকতে পারি না। সব বিষয়ের সমাধানে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি বলব, কৃষকদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে সময় আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কাজ করছে। আমরা চাই সকলে একযোগে সমন্বয় রেখে ইতিবাচক মন নিয়ে সমাধান খুঁজুক।ন্ডদেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক বড় গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র, খাদ্য, ভোজ্য তেল এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং লাভজনক হয়ে উঠছে। সেই লাভের সমান ভাগ পাওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের। এইসব সংস্থাগুলির উচিত তাদের সিএসআর তহবিলগুলিকে কৃষকদের কল্যাণে, কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণায় ব্যবহার করা। এই বিষয়ে তাদের খোলা মনে ভাবা উচিত। কারণ কৃষিপণ্য তাদের জীবনরেখা এবং সেই হৃদস্প ঃদন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা। আমাদের ৩টি জিনিস করতে হবেঃ এক, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে। দুই, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতেই হবে। এবং তিন, যেকোনও মূল্যে আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যখন কৃষকরা আর্থিকভাবে ভালো থাকেন, অর্থনীতি প্রাণবন্ত থাকে কারণ কৃষকদের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ে। যখন কৃষক ব্যয় করেন, তখন অর্থনীতি নিজে নিজেই চালিত হয়। এবং সেই জন্য আমাদের আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব ঘটে। যদি কৃষিক্ষেত্র প্রাণবন্ত হয়, সুষ্ঠুভাবে চলে, তার যত্ন নেওয়া হয়, নজর দেওয়া হয়, তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপাদক সম্পদ বলে কিছু থাকতে পারে না। আইসিইউ - তে থাকা রোগীর দিকে আমরা যেভাবে নজর দিই, কৃষকদের প্রতিও আমাদের সেভাবে নজর দিতে হবে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো মৌলিক চাপ থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, সময় এসে গেছে বিশ্লেষণ করার এবং কৃষিক্ষেত্রকে মৌলিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার। সরকার অনেক কিছু করছে কিন্তু কৃষক এখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। ঘাটতি থাকলেও তাকে ভুগতে হয়, প্রাচুর্য থাকলেও তাকে ভুগতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের এমন পদ্ধতি বের করতে হবে, যাতে আমাদের কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।কৃষি ক্ষেত্রের সকল রকম ভর্তুকির সরাসরি হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী ধনখড় বলেন, আমি চাই এবং আমি জোর দিয়ে সুপারিশ করছি, কৃষিক্ষেত্রে সার অথবা অন্য কিছু বাবদ দেওয়া যেকোনও ভর্তুকি যেন সরাসরি পৌঁছয় কৃষকের কাছে। কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন, এমন কী সার যাতে ভর্তুকির পরিমাণ বিপুল..... কৃষিক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদদের ভাবতে হবে যদি এই সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছয় তাহলে সে রাসায়নিক সারের বিকল্প খুঁজতে পারে। কৃষকরা এই টাকা ব্যবহার করতে পারে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য।টারমেরিক বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি এত খুশি হয়েছিলাম, যখন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ঘোষণাটি কানে আসে। টারমেরিক বোর্ড, ন্যাশনাল টারমেরিক বোর্ড, হলুদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ। ৫ বছরে উপাদন দ্বিগুণ হবে। রপ্তানির জন্য বাজার তৈরি করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাতেও মূল্য যুক্ত করতে পারবেন কৃষকরা...... ভারত সরকার টারমেরিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে হলুদে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি দারুণ সাফল্য। আমি জোরালো ভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের জন্য এমন ধরনের বোর্ড গঠনের আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে, যাতে সেগুলিতে মূল্য যুক্ত হয় এবং বিশেষ নজর পায়। ন্ডকৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ধনখড় বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন। নিরন্তর রূপান্তর হোক। যুক্ত হোক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির দ্রুত বদল ঘটছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও পুরনো ট্রাক্টরকে আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রাক্টর এমন একটি বিষয় যাতে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ। কৃষকদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে। তাদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর বোঝাতে হবে। এবং সেই জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বড় ভূমিকা আছে। সাধারণত, ৫০ হাজার কৃষক প্রতি একটি করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। একবার ভেবে দেখুন যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই ৫০ হাজার কৃষক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত হয়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে।ন্ডতিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছি। ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মতো সংস্থাগুলি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকে কৃষককেন্দ্রিক হতে হবে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাস্তবের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে হাতে কলমে প্রমাণ পাওয়া যায়...... ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ অনেক দূর পৌঁছে গেছে। এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কানে যেন সেই রেশ পৌঁছে যায়।সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দেশের বেড়ে চলা প্রত্যাশার বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত হারে। এত দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি মধ্যে আমরাই বৃহত্তম। এক মাইল ফলক থেকে আমরা আরেক মাইল ফলকে পৌঁচচ্ছি। আমরা পঞ্চম বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ২ বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি। পরিকাঠামোয় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল অর্থনীতি দেশকে পরিবর্তিত করেছে প্রত্যাশী দেশে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশী দেশ। কারণ রাস্তার পরে, রেলের পরে, বিমানের পরে, ডিজিটাল সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। শৌচাগারের পরে, নলবাহিত জলের পরে, গ্যাস সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। সুলভে বাড়ির পরে আপনারা আরও চাইছেন। বিপুল ব্যাঙ্কিং অন্তর্ভুক্তির পরে আপনারা আরো চাইছেন কারণ এগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। আমরা কখনও ভাবিনি সাধারণ মানুষ গ্রামে গ্রামে এই সুবিধা পাবে। শৌচাগার, নলবাহিত জল, গ্যাস সংযোগ, সুলভে আবাসন, সড়ক সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ। আমরা কখনও এটা ভাবতে পারিনি। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীজি দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, ' দিল মাঙ্গে মোর'।

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ১৭ জানুয়াঃ রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মূর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি শ্রী থরমন শান্মুগরত্নমকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি তাঁর সম্মানে এক ভোজসভারও আয়োজন করেন। রাষ্ট্রপতি শান্মুগরত্নম ও তাঁর প্রতিনিধি দলকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং ঐতিহাসিক সম্বন্ধ সূত্রে উভয় দেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দেশের বিস্তৃত সহযোগিতার সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত-সিঙ্গাপুর সহযোগিতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি খুশি উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে সর্বাত্মক কৌশলগত সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে এবং উদীয়মান নির্মাণ ক্ষেত্র, সংযোগ, ডিজিটাল ক্ষেত্র, ঔষধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুস্থায়িত্বের মতো নানাবিধ ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন মন্ত্রী পর্যায়ের গোল টেবিল আলোচনার পথ গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সিঙ্গাপুর ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মূলস্তম্ভ এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় দেশের অভিন্ন মনোভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস উভয় দেশের মানুষকে সম্পর্কসূত্রে বেঁধেছে। উভয় নেতাই চান, ভারত দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতি হয়ে ওঠুক। ভারত-সিঙ্গাপুর ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা উভয় দেশের মানুষের প্রভূত উপকারে লাগছে। ভারত-সিঙ্গাপুর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ৬০-তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে উভয় নেতা একত্রে একটি লোগোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

ফিলিস্তিনিদের ইরানের অভিন্দন, 'অপরাধী নেতাদের শাস্তির জন্য বিশ্বকে প্রস্তুতি নিতে হবে'

ইরান,১৭ জানুয়ারিঃইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃঢ়তা সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। পার্সটুডে অনুসারে এই বিবৃতি নীচে দেয়া হলঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধীকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধক এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃ।তা, সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে সম্মানজনক ও অবিচল প্রতিরোধকে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে দখলদার ও গণহত্যাকারী ইসরাইলি সরকার মৌলিক আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম,মানবাধিকার এবং মানবিক আইন পরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আসছে। তারা সেখানে সবচেয়ে. গুরুতর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে এবং এখনো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আট দশক আগে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনি জনগণকে 'ঔপনিবেশিকভাবে ধ্বংসের' পরিকল্পনা যেটি ঔপনিবেশিক শক্তির সমর্থন বা তাদের নীরবতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এখনো তা নজিরবিহীন বর্বরতার সাথে অব্যাহত রয়েছে সমস্ত আইনি ও নৈতিক রেড লাইন অতিক্রম করে তা ইতিহাসে বর্বরতার এক নতুন স্তর লিপিবদ্ধ করেছে। মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা, ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস, শরণার্থী শিবির ও তাঁবুতে আক্রমণ এবং সাংবাদিক, ডাক্তার এবং নার্সদের লক্ষ্যবস্তু করা ছিল ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞের পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড। গত ১৫ মাস ধরে সংঘটিত এই ঘটনার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলা এবং প্রতিরোধের চেতনা ভেঙে ফেলা।এই ১৫ মাসে ফিলিস্তিনি গণহত্যা পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে ইহুদিবাদী সরকারকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ সামরিক,আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা। এছাড়া যারা ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের জন্য দায়মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করছে, দখলদার সরকারের অপরাধ বন্ধে জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধের অংশীদার হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।আশা করা হচ্ছে যে নতুন উন্নয়নের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক অভি নেতাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে আমরা গাজায় গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন সম্পূর্ণ অবসানসহ সম্মত ব্যবস্থাগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করব। দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার,গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক ত্রাণ এবং এই অঞ্চলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা এবং গাজার স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল জনগণের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে বলে আমরা জোর আশাবাদ ব্যক্ত করছি।গাজায় গণহত্যা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক আইন এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আল-আকসার বিরুদ্ধে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারাধীন সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসরাইলি শাসনের অপরাধী নেতাদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং শাস্তির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার প্রতিও তেহরান জোর দিচ্ছে।ইহুদিবাদী সরকারের নিপীড়ন,আগ্রাসন,দখলদারিত্ব এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গর্বিত শহীদদের প্রতি বিশেষ করে ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার, সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফিউদ্দিন এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি, লেবানিজ, ইরাকি শহীদদের প্রতি, ইয়েমেনি এবং ইরানি মুজাহিদরা যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য এবং ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদ, আইনহীনতা এবং অপরাধ থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমরা প্রতিরোধের এসব মহান পরিবারকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং জোর দিচ্ছি যে তাদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

মহাকুম্ভের পঞ্চম দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৭ কোটিরও বেশি ভক্তের অমৃতস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৭ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের পঞ্চম দিনেও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। শুক্রবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ৭ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। দেশ-বিদেশের ভক্তদের পাশাপাশি সাধু-সন্তরাও পুণ্যস্নান করেছেন।গত সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। শুক্রবার পঞ্চম দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে আসছেন ভক্তরা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র মকর সংক্রান্তির দিন ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান কেছিলেন ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে, মহ।। পরিদর্শনে আরপিএফ-এর ডিজি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ রাজধানী দিল্লিতে চলছে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই প্রতিদিন সকালে দিল্লির কর্তব্যপথে অনুশীলন ও মহড়া চলছে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের। শুক্রবার সকালে আরপিএফ-এর মহাপরিচালক মনোজ যাদব কার্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া পরিদর্শন করেছেন।পরে তিনি বলেছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে কর্তব্যপথে কুচকাওয়াজ করবে এমন আরপিএফ ইউনিটকে দেখতে আমি আজ সকালে এসেছি। তাঁদের উৎসাহ দিতে এখানে এসেছি। আরপিএফ প্যারেডে এই প্রথমবার, কমান্ডাররা হলেন মহিলা এবং সমগ্র পুরুষ ইউনিট তাঁদের অনুসরণ করবে।

ঘন কুয়াশার সঙ্গে শীতের দাপট, গোয়ালিয়রে জনজীবন বিপর্যস্ত

গোয়ালিয়র, ১৭ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঠান্ডা, একইসঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট। এই দুইয়ের প্রভাবে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। অত্যধিক ঠান্ডার জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি হৃদরোগ ও হাঁপানির রোগী বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ একটি সতর্কতা জারি করেছে। গোয়ালিয়রে ঘন কুয়াশা ও প্রবল ঠান্ডা অব্যাহত রয়েছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় চরম সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন গাড়ির চালকরা।একই রকম অবস্থা মধ্যপ্রদেশের বেতুলেও। সেখানে তাপমাত্রা ৭-৮ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে, ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৫০-৬০ মিটার কমে গিয়েছে এবং ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুয়াশা এতটাই বেশি যে গাড়ি চালানোর সময় গাড়ির চালকরা ব্যবহার করছেন ফগ ল্যাম্প।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন কেজরিওয়াল, পড়ুয়াদের জন্য মেট্রোর ভাড়ায় ভর্তুকির আর্জি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। স্কুল ও কলেজ পুয়াদের জন্য মেট্রোর ভা।য় ৫০ শতাংশ ভর্তুকির আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখেছেন কেজরিওয়াল।একইসঙ্গে কেজরিওয়াল এই প্রস্তাব রেখেছেন যে, এই ভর্তুকির বোঝা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ৃ৫০ অনুপাতে বহন করবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই প্রস্তাবে সহমত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন কেজরিওয়াল।

কালনা-শান্তিপুর ফেরিঘাটে পারাপার বন্ধ, দুর্ভোগে অসংখ্য যাত্রীরা

কালনা, ১৭ জানুয়ারি ঃঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ভোগান্তি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায়। অতি ঘন কুয়াশার কারণে শুক্রবার সকালে কালনায় ভাগীরথী নদীর ওপর কালনা-শান্তিপুর ফেরিঘাটে বন্ধ করা হয়েছে ফেরি পরিষেবা। ঘন কুয়াশার কারণে এদিন সকাল ছ'টা থেকে পারাপার বন্ধ ছিল। ফলে নদীর উভয় দিকেই বহু যাত্রী আটকে পড়েন।নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে অনেকেই দুর্ভোগে পড়েছেন। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যায়। স্বাভাবিক হয় ফেরি পরিষেবা। উল্লেখ্য, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আগামী কয়েকদিন ঘন কুয়াশা থাকতে পারে।

একদিন অতিক্রান্ত, এখনও অধরা সইফের ওপর হামলার প্রধান অভিযুক্ত

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারিঃদেখতে দেখতে একদিন অতিক্রান্ত, অভিনেতা সইফ আলি খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রধান অভিযুক্ত এখনও অধরাই। অভিযুক্তকে শেষবার দেখা গিয়েছিল, বান্দ্রা রেল স্টেশনের কাছে, এমনটাই জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ।পুলিশের পক্ষ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, অভিযুক্তকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বান্দ্রা রেল স্টেশনের কাছে। পুলিশের ধারণা, ঘটনার পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি সকালের প্রথম লোকাল ট্রেন ধরে ভাসাই-ভিরার দিকে চলে গিয়েছে। মুম্বই পুলিশের দল ভাসাই, নাল্লাসোপারা এবং ভিরার এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এদিকে, শুক্রবারই এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বান্দ্রা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে ফের কটাক্ষ তথাগত, রাধারমনের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে ক্রমাগত চলা সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এবং ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মুখপাত্র রাধারমন দাস।শুক্রবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই ভবিষ্য কি অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য? রাধারমনবাবু এর আগে এক্সবার্তায় লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে. গতকাল এক বৃদ্ধ মেয়েকে নির্মমভাবে পিটিয়েছে মুসলিম ছাত্ররা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা হামলার শিকার। SaveBangladeshiHindus SaveBangladeshiMinorities। এই

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এক মাস আগে টাইগারদের দায়িত্ব ছাড়লেন সহকারী কোচ পোথাস

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ঃ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাকি আর মাত্র এক মাস। টাইগারদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলও ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিবি। আর ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশের সহকারী কোচ নিক পোথাস দলের দায়িত্ব ছো। দিলেন। তাঁর মেয়াদ ছিল ২০২৬ এর মার্চ পর্যন্ত। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছাড়লেন এই প্রোটিয়া কোচ।দায়িত্ব ছাড়ার পেছনে পোথাস বিসিবিকে পারিবারিক সমস্যার কথা বলেন। অবশ্য কিছুদিন আগে পোথাস আবেগঘন এক স্ট্যাটাসে বাংলাদেশ অধ্যায় শেষ করার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'বিসিবিতে থাকা কালে কিছু দারুণ মানুষের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। অসামান্য স্মৃতি তৈরি করেছি, সেই সঙ্গে আমরা দারুণ কিছু ইতিহাসও রচনা করেছি।'

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঁঞ্জিকা

৪মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩০ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

মহানগরীতে ওঠানামা করছে পারদ, শীতের মধ্যেই কুয়াশার সতর্কতা জারি

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ কনকনে শীতের আমেজ এখনও উপভোগ করতে পারল না শহর ও শহরতলি। পর পর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে যাচ্ছে! আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, শীতের আমেজ বজায় থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। মহানগরী কলকাতায় শীতের আমেজ কম থাকলেও, গ্রাম বাংলা মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা রয়েছে। রাতে ও ভোরের দিকে ঠান্ডা ভালোই অনুভূত হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। কুয়াশার সম্ভাবনা দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ঘন কুয়াশার হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।

ব্যাঙ্কোয়েটে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক, দলের বৈভব নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার থেকে নিউটাউনে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসছে এলাকার এক ব্যাঙ্কোয়েটে, যা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। 'সর্বহারার পার্টি'-র শীর্ষ নেতাদের ব্যাঙ্কোয়েটে বৈঠকে বসা নিয়ে পার্টিতেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। বৈঠক চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। শীতকালে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক দিল্লির পরিবর্তে একাধিকবার হয়েছে কেরলে অথবা কলকাতায়। কলকাতায় হলে কখনও আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পার্টির রাজ্য দফতরে, কখনও বা সিপিএমের কলকাতা জেলা অফিস প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে হয়েছে। কিন্তু এবার ট্র্যাডিশন ভেঙে নিউটাউনে ব্যাঙ্কোয়েটে হলে বৈঠকের আয়োজন হওয়ায় বৈভব প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে করছে অনেক বামপন্থীই। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, কলকাতায় বৈঠক হচ্ছে না। আর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক করার মতো বড় জায়গা বারাসতে পার্টি অফিসে নেই। তাছাড়া, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। তাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পার্টির তরফে নিউটাউনের ব্যাঙ্কোয়েটে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

হাওড়ায় বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য

হাওড়া, ১৭ জানুয়ারিঃ শুক্রবার দুপুরে মধ্য হাওড়ার চারুচন্দ্র সিংহ লেনের একটি বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ওই এলাকার ওই বহুতলের মিটার বক্সে এদিন হঠাৎই আগুন লাগে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে মিটার বক্সের কেবল। এর জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ধোঁয়ায় চারদিক ভরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর আগুন আয়ত্বে আসে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ দুবে বলেন, খবর পাই বহুতলের মিটার বক্সে আগুন ধরে গেছে। প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছিল। সিইএসসিকে ফোন করা হয়। ফোন করা হয় স্থানীয় থানায়। খবর পেয়েই থানার থেকে লোক আসে। তারপর সিইএসসি কর্মীরা আসে। দমকলের কর্মীরাও খবর পেয়ে ছুটে আসে। মিটার বক্স পুরো জ্বলে গিয়েছে। এটা চারতলা আবাসন। এখানে দ্বিতীয় কোনও বেরবার রাস্তা নেই। মিটার বক্সে আগুন লাগায় উপরের বাসিন্দারা আটকে পড়েছিলেন। সকলকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

সপ্তসিন্ধু পাড় করে জাতীয় পুরস্কার পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সাঁতারু সায়নী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ জানুয়ারিঃ রাজ কুমার ঘোষ কালনা,সপ্তসিন্ধু পাড় করে জাতীয় পুরস্কার পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সাঁতারু সায়নী দাস । শুক্রবার নয়াদিল্লিতে তেনজিং নরগে অ্যাডভেনচার পুরস্কার এবং ১৫ লক্ষ টাকা রিওয়ার্ড মানি তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই পুরস্কার পেয়ে সায়নী দাস ও তার পরিবার সহ গোটা কালনাবাসী খুবই আনন্দিত বা খুশি। সায়নী দাস সপ্তসিন্ধু পার করার লক্ষ্য নিয়ে ২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল এবং নর্থ চ্যানেল পার হন। সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। এই সমস্ত চ্যানেলগুলি জয়ের পর ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল জয় করেন। পরের লক্ষ্য জিব্রালটার চ্যানেল। এই জিব্রাল্টার প্রণালি পূর্বে ভূমধ্যসাগরকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযোগকারী সমুদ্র প্রণালি। এইটি উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। এই প্রণালির উত্তর দিকে স্পেন এবং ব্রিটিশ শাসিত জিব্রাল্টার। আর দক্ষিণাংশে রয়েছে আফ্রিকার মরক্কো এবং সেউটা নামক স্প্যানিশ অঞ্চল। প্রণালিটি ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এর প্রস্থ অবস্থানভেদে ১৩ থেকে ৩৯ কিলোমিটার হতেও পারে। প্রণালির মধ্য দিয়ে একটি ৮ কিলোমিটার প্রশস্ত ও ৩০০ মিটার গভীর চ্যানেল চলে গেছে বলে জানাযায়।

ভারত সামরিক শক্তিধর দেশ হিসেবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ঃ শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ ''আমাদের দেশ ফাঁপা বুলি ও হাস্যকর আস্ফালনের বদলে ক্রমাগত গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সামরিক শক্তিধর দেশ হিসেবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশীদের ব্যঙ্গ ও ভারতের সংশ্লিষ্ট ভিডিও যুক্ত করে তিনি লিখেছেন, ''শক্তি বাড়িয়ে নিল ভারতীয় নৌবাহিনী। দেশের নৌশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হল- আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি ও আইএনএস ভগশীর। সম্প্রতি মুম্বইয়ের ডকইয়ার্ডে অন্তর্ভুক্তি কাজের উদ্বোধন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জির হাত ধরে। এই প্রথমবার একইসঙ্গে ডেস্ট্রয়ার (একটি ছোট, দ্রুতগতির যুদ্ধজাহাজ, বিশেষ করে সাবমেরিন এবং বিমানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকার জন্য সজ্জিত), একটি ফ্রিগেট (মিশ্র অস্ত্রের যুদ্ধজাহাজ, সাধারণত একটি ধ্বংসকারীর চেয়ে হালকা) এবং একটি সাবমেরিনের অন্তর্ভুক্তি হল। এই তিন যুদ্ধজাহাজের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার দিকে নিশ্চিত রুপে এক বড় পদক্ষেপ। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠল ভারত। অন্য দিকে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে মহাকাশে ইতিহাস রচনা করলো ভারত। মহাকাশে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ডকিং হল ইসরোর দুটি স্যাটেলাইট। রাশিয়া, আমেরিকা, চিনের পর বিশ্বের চতুর্থ দেশে হিসাবে এই সাফল্য অর্জন করল ভারত। মহাকাশ স্টেশনের তৈরির পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলো ভারত। আমাদের দেশ ফাঁপা বুলি ও হাস্যকর আস্ফালনের বদলে ক্রমাগত গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সামরিক শক্তিধর দেশ হিসেবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। ভারত সামরিক ক্ষমতার সূচকে অন্যান্য অনেক দেশকে পিছনে ফেলে আজ প্রথম শ্রেণীর দেশের তালিকায় নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। জল, স্থল, আকাশ, এমন কি স্পেস ডিফেন্স সেক্টর অর্থাত মহাকাশ ক্ষেত্রেও সামরিক প্রতিরক্ষামূলক অভিযানে ভারতীয় সামরিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আসে পাশে কে কি বলে বাজার গরম করলো সেই বিষয়ে খোঁজ রাখার এক মাত্র কারণ হল একটু নির্ভেজাল হাস্যকৌতুকের মজা নেওয়া।

কুলতলিতে লোকারয়ে আবার বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৭ জানুয়ারিঃ বাঘ পিছু ছাড়ছে না সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপীঠের মানুষের। আবার কুলতলির মৈপীঠে দেখা মিললো বাঘের পায়ের ছাপ। শুক্রবার সকাল থেকে নতুন করে বাঘের আতঙ্কে মৈপীঠ নগেনাবাদ এলাকার পাইকপাড়া সংলগ্ন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মানুষ। শুধু পায়ের ছাপই নয়, গর্জনও শুনেছেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে, একটি নয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে ২টি বাঘ। ৬ই জানুয়ারি প্রথমবার বাঘের পায়ের ছাপ মিলেছিল সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠ এলাকায়। বাঘকে বন্দী করতে ময়দানে নেমেছিলো বনদপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। দিনদুয়েক পর নদীর পাড়ে মেলে বাঘের পায়ের ছাপ। এর পরই স্বস্তি পেয়েছিলেন মৈপীঠ বাসীরা। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাত পেরতে না পেরতে ফের লোকালয় সংলগ্ন ম্যানগ্রোভে মেলে আবার বাঘের পায়ের ছাপ। সেবারও ফিরে গিয়েছিল হলুদ ডোরাকাটা। পরবর্তীতে গত সোমবার রাতে ফের লোকালয়ের পাশের জঙ্গলে ফিরে আসে দক্ষিণরায়। স্থানীয়রা বাঘটির উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে দাবি করেন। গ্রামের একটি মৃত গরুকে জঙ্গলে ফেলা হয়েছিল। সেটি নাকি টেনে নিয়ে যায় বাঘ। রাতেই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করেন কর্মীরা। মঙ্গলবার গভীররাতে মাকড়ি নদীর পাড়ে মেলে পায়ের ছাপ। ফলে মনে করা হয়, আজমলমারি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে দক্ষিণরায়। তবে আশঙ্কা ছিলই বাঘের ফিরে আসার। সেই আশঙ্কাই কার্যত সত্যি হল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে স্টিলের জাল দিয়ে প্রায় ৩০০ মিটার লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গল ও নদীর পাড়ের একদিক ঘেরার কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে সেই স্টিলের জালের পাশে মিলেছে একটি বাঘের পায়ের ছাপ। বনদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ''বাঘের পায়ের ছাপ জঙ্গলে মিলেছে। জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। নদীর ধারের এক দিকে জাল দেওয়া হয়েছে যাতে

বাঘ বেরিয়ে অন্য জায়গায় উঠতে পারে। আতঙ্কের কারণ নেই। রাতে নজরদারি চলবে। প্রসঙ্গত, গত দু'সপ্তাহে এই নিয়ে ছ'বার মৈপীঠে ফিরে এসেছে দক্ষিণরায়। ফলে আতঙ্কে সিঁটিয়ে স্থানীয়রা। বারবার কেন বাঘ ঢুকছে লোকালয়ে তা নিয়ে আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষ।

ভস্মীভূত হলো কার্টুনের গোডা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১৭ জানুয়ারিঃ শুক্রবার দুপুরে একটি কার্টুনের গোডাউনে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল পুরো গোডাউনটি। এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর ১টার সময় হাওড়া জেলার বাগনান আমতা রাজ্য সড়কের পাশে আমতায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গগন মোড়ের অদূরে আমতা বাগনান রাজ্য সড়কের ধারে একটি কার্টুনের গোডাউনের ভিতর থেকে হঠাৎ কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয় লোকজন। এবং মুহূর্তের মধ্যে পুরো গোডাউনটিতে আগুন ধরে যায়। আশে পাশে আরো বেশ কিছু দোকান থাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এলাকায়। স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে তবে শেষ রক্ষা করতে পারা যায় নি। গোডাউনের পাশে তিনটি দোকান পুড়ে গেছে, আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই ছিল যে পুরো গোডাউনটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার জেরে আমতা বাগনান রুটে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়।

নিখোঁজ তিন স্কুল ছাত্রী সহ এক নাবালিকা উদ্ধার

প্রকাশ মণ্ডল, হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ তারকেশ্বর থেকে নিখোঁজ তিন স্কুল ছাত্রী সহ এক নাবালিকাকে চলন্ত ট্রেন থেকে উদ্ধার পুলিশি তৎপরতায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত কাল অর্থ্যাৎ বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে একটি স্কুলের তিন নাবালিকা ছাত্রী যাদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছর এবং তাদের এক বান্ধবী যার বয়স ১৩ বছর তারা স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। স্কুল ছুটি হলেও বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে তারকেশ্বর থানা সমস্ত থানায় নিখোঁজের বিষয়টি জানায়। এর পরই এক যুবকের সন্ধান পায় পুলিশ যার সাথে ওই নাবালিকা ছাত্রী দের মধ্যে পরিচয় গড়ে উঠেছিল সামাজিক মাধ্যমে। পুলিশ জানিয়েছে ওই যুবকের বাড়ি বর্ধমান জেলার বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকায়। ওই যুবকের ফোন নম্বর ট্র্যাক করে বেহুলা স্টেশন থেকে চার নাবালিকা কে উদ্ধার করে বলাগর থানার পুলিশ। পুলিশ আরো জানায় গত কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত সারে নটা নাগাদ আপ হাওড়া- কাটোয়া গ্যালপিন চলন্ত লোকাল ট্রেনে বলাগর স্টেশন থেকে প্রতিটি কামরায় তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং তাদের খোঁজ পায়। এর পর বেহুলা স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে চার নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। রাতেই চার নাবালিকাকে তারকেশ্বর থানার হাতে তুলে দেয় বলাগর থানার পুলিশ। কি কারনে ওই চার নাবালিকা ট্রেনে করে চলে যাচ্ছিল বা তাদের কেউ ফাঁদে ফেলে ভীন রাজ্যে পাচারের উদ্যেশ্যে নিয়ে চলে যাচ্ছিল কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একটি ফোনের সূত্র ধরে পুলিশের অনুমান এই নিখোঁজের পিছনে পাচার চক্র থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের শুক্রবার চন্দন নগর কোর্টে তোলার পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করে প্রতারিতকে ফেরালো শিবপুর থানার পুলিশ

হাওড়া, ১৭ জানুয়ারিঃ ফের সাফল্য হাওড়া সিটি পুলিশের। প্রতারিত ব্যক্তির লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ। ভুয়ো ইনস্টাগ্রাম ট্রেডিং গ্রুপের মাধ্যমে হাওড়ার শিবপুরে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। সেই লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করে ফেরালো শিবপুর থানার পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ স্কিমগুলোতে প্রলুব্ধ করতে স্ক্যামাররা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে থাকে। বিভিন্ন রকম ট্রেডিং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক টাকা উর্পাজন, প্রতারকদের এই প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে সর্বশ্রান্ত হন বহু সাধারণ মানুষ। হাওড়ার শিবপুর নিবাসী বিনোদ কুমার ভার্মা নামের জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি তেমনই ইনস্টাগ্রামের এক ভুয়ো ট্রেডিং গ্রুপে টাকা বিনিয়োগ করে প্রতারিত হন। শিবপুর থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট কাজে লাগিয়ে উদ্ধার করা হয় মোট ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬৭ টাকা। সেই টাকা উদ্ধারের পর বিনোদ বাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

বলাগড়ের বিধায়ককে সেভাবে এলাকায় দেখা যায় না দাবি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ বিধায়ককে সেভাবে এলাকায় দেখা যায় না। এমনটাই দাবি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রকাশ্যে বলে দিলেন, ''আমি তো ওঁকে দেখতে পাইনি। এর আগে আমি নিজে ওঁকে বলেছি, আমাদের অনুষ্ঠান হলে আপনি আসবেন, কিন্তু উনি আসেন না। কী বলব বলুন? উনি এলে আমরা খুশি হতাম। বলাগড়ে গিয়েও যখন বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর দেখা মেলেনি, তখন কিছুটা অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন রচনা। তারপর মিটল সব। এলেন বিধায়কও। রচনা বললেন 'উনি বেবি হয়ে গিয়েছেন।' 'গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল' কমিশনের সদস্যদের নিয়ে বলাগড়ে গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শনে যান রচনা। কিন্তু তাঁর কর্মসূচিতে এলাকার অন্যান্য প্রতিনিধিদের দেখা গেলেও বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে দেখা যায়নি। কেন এলাকার বিধায়ককে দেখা গেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রচনা বলেন, ''উনি তো কোথাও আসেন না। আমরা সবাইকে জানিয়েই এসেছিলাম। কী বলব বলুন? উনি এলে আমরা খুশি হতাম।

ফোনে সেভাবে যোগাযোগ নেই, তাই বিধায়ক কেন আসেননি সেটাও জানতেন না রচনা। এরপর বলাগড় থেকে ফিরে সুগন্ধায় তাঁর অফিসে বিধায়ককে ডেকে পাঠান রচনা। ফোন পেয়ে পৌঁছে যান বিধায়ক। সাংসদের অফিস থেকে বেরনোর সময়ে বিধায়ক মনোরঞ্জন বলেন, ''উনি সাংসদ হিসেবে আমার কাজের হিসেব চাইতেই পারেন। আমি যা যা কাজ করেছি তার হিসেব দিয়ে দেব। তিনি দাবি করেন, তাঁকে ডাকা হয় না, তাই তিনি যাননি। পরে রচনা বলেন, আসলে উনি শিশুদের মতোই। মনোরঞ্জন চান তাঁকে একটু ফোন করে ডাকা হোক। রচনা বলেন, ''একেকজন মানুষ একেকরকম হয়। বাচ্চারা যেমন হয় আর কি। উনিও বেবি হয়ে গিয়েছেন। বেবিসুলভ আচরণ করছেন। ফোন করে বললে যদি উনি আসেন তাহলে আসুন। রচনার আশা আগামিদিনে সঙ্গে থাকবেন মনোরঞ্জন।

তিনদিন ব্যাপী ২১ তম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫ হলদিয়া

হলদিয়া, ১৭ জানুয়ারিঃ ইতিহাস বিজরিত হলদিয়া শিল্প নগরী নির্মাণের পুরোধা প্রাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, শিক্ষাবিদ বর্ষীয়ান ড. লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ হলদিয়ায় গড়ে তুলেছেন বিশাল শিক্ষা তীর্থ। তাঁর প্রয়াত স্ত্রী , কবি, রাজনীতিবিদ, পত্রিকা সম্পাদক তমালিকা পণ্ডাশেঠ সহযোগিতায় গড়ে ওঠা শিক্ষাতীর্থ হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ সাইন্সেস ক্যাম্পাস, কলেজ সিটি আই কেয়ার কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২১ তম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫। গাছের চারায় জল সিঞ্চন করে নতুন প্রাণে সাড়া জাগিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শিক্ষাতীর্থের প্রাণপুরুষ ড. লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, সমাজ গঠনে বৈপ্লবিক ভূমিকা থাকে জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে। যেসব শিল্পী, সাহিত্য সাধক তাঁদের লেখনী ও তুলির টানে এক সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রাখছেন তাঁদের কয়েকজনকে আমরা সম্মানিত করে নিজেরা গৌরবান্বিত হচ্ছি। উদ্বোধনী অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, লেখক সাংবাদিক রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, সাঁতারু বুলা চৌধুরী, কবি চিত্রা লাহিড়ী, শ্যামলকান্তি দাশ, সাহিত্যিক অমর মিত্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আপনজন পত্রিকার প্রকাশক সায়ন্তন শেঠ, আই কেয়ার কালচারাল একাডেমির চেয়ার পার্সন স্পর্শিতা পণ্ডা শেঠ পোস্ট মাস্টার জেনারেল ঋজু গাঙ্গুলি , তমলুক পোস্ট অফিস সুপারিন্টেন্ট অসীম কুমার মোহন্তি, আই কেয়ার ভাইস চেয়ারম্যান মানসী দে শেঠ, আই কেয়ার সম্পাদক আশীষ লাহিড়ী, আই কেয়ার বোর্ড মেম্বার সুস্মিতা সাহু শেঠ কবি নলিনী বেরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচনা পর্বে ছিল কবি তমালিকা পণ্ডা শেঠ স্মারক বক্তৃতা। ছিল আই কেয়ার পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদান, ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষণ নীতি। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বললেন, আমি লক্ষ্মণ শেঠকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ছেলেবেলায় ইচ্ছে ছিল লেখক হওয়ার। এমনকি পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেত্রী হতেও চেয়েছিলাম। বাড়িতে ভাষণ দেওয়ার প্র্যাকটিসও করতাম। কিন্তু বাবা যেভাবে উৎসাহিত করেন কোনো ইচ্ছেই পূরণ হয়নি। শেষপর্যন্ত নেত্রী থেকে অভিনেত্রী হয়ে গেলাম। অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকজন গুণী ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে তিনদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে ডিঙ্গা, প্রাদেশিক অসমীয়া নৃত্য, ক্যাকটাস, পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লোকশিল্পী স্বপন বসু।

বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে সরকারি ব্যর্থতার অভিযোগ তুললো এপিডিআর নামে মানবাধিকার সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৭ জানুয়ারিঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলো কুলতলির কাঁটামারির আদিবাসী মৎস্যজীবি অজয় সরদার বয়স-৫১। জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্যে সুন্দরবনে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মারা গেলেন অজয়। গত ১২ ই জানুয়ারি বনদপ্তরের এবং পাস নিয়ে দুইজন সঙ্গী কাত্তিক সরদার ও কালাচাঁদ সরদার (মাঝি)কে নিয়ে জঙ্গলে যায় মাছ কাঁকড়া ধরতে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার সময় পীরখালি ধুপনিখাড়ি দিয়ে ফেরার পথে নৌকায় মাথার দিকে পিছন করে বসে থাকা অজয় সরদারের উপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকা দুই সঙ্গীর চিৎকার চেঁচামেচি এবং বৈঠা নিয়ে তাড়া করলে বাঘ জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। তারপর সঙ্গীরা রক্তাক্ত অজয় সরদারকে নিয়ে ফেরার পথে মারা যায়। শুক্রবার সকালে তাঁরা কাঁটামারির ঘাটে এসে পৌছায়, পরবর্তী কালে জয়নগর কুলতলির গ্রামীন হাসপাতালে ও পরে কুলতলি থানা হয়ে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। দীর্ঘ দিন সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সেই সংগঠনের দঃ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,গত বছর ১৯ জন মৎস্যজীবি বাঘে ও কুমিরের আক্রমণে আক্রান্ত হয় তাঁর মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু ঘটে। আর এ বছরে এখনো পর্যন্ত দুই জন মৃত এক জন আহত। বৃহস্পতিবার গোসাবার ছোট মোল্লাখালীর ঝন্টু মন্ডল বয়স ৪৫ বাঘের আক্রমণে আহত হলেন,আর ঐ একই দিনে অজয় সরদার নিহত হলেন। কুলতলির মৈপিঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদ গ্রামে দুটি বাঘের আগমন ও পেটকুলচাঁদ হালদার ঘেড়ির গ্রামে বাঘ চলে আসে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই নিয়ে শুধু মৈপিঠে এই শীতের মরশুমে দশ বারের বেশি বাঘ চলে এল। দেবীপুর গ্রামে ঘোষের চকে স্কুল পড়ুয়া রাহুল হালদার বাড়ির সামনের রাস্তায় আক্রান্ত হয়ে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল। গত বুধবার কুলতলির কৈখালির হাজীর হাটের হরিপদ দাস ছয় মাস পি জি হাসপাতালে চিকিৎসায় থাকার পর বাড়ি ফিরলেন। মৈপিঠের নগেনাবাদের বাসিন্দা শুকদেব সাঁপুই বর্তমানে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি। সারা সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু আতঙ্ক বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি করে চলেছে। অথচ বনদপ্তরের মুখে কোন রা ও নেই গত বছর এক জনকে ক্ষতি পূরনের টাকা দেওয়া হলো। কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতন চাকরি দেওয়া হলো না। বনমন্ত্রী সুন্দরবনের বিষয় নিয়ে চুপ একটাও বাক্য উচ্চারন করলো না। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন ঝাড়খণ্ড সরকার বাঘ ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে আমরা বলবো কি এই সরকার পরিকল্পিত পথে হাটছেন। অথচ বছরে প্রচুর টাকার জাল ঘেরার উপর খরচ দেখানো হচ্ছে। জঙ্গলের জাল, খুটি অপক্ত কেন। বনদপ্তরের কোন হেলদোল নেই। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের রাস্তায় কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। এযেন মহাযুদ্ধ ঘোষণা মৎস্যজীবিদের উৎখাত করার,বাফার এলাকা গুলো কোর এরিয়া করে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে দেওয়া দীর্ঘ দিন বন্ধ। গত ইং ১১,০৭,২০২৪ তারিখে কুলতলির মৎস্যজীবি আবুর আলি মোল্লাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘ তুলে নিয়ে যায়। অদ্ভুত উদাসীন চিতুড়ি বনদপ্তর এক সপ্তাহ পর তথ্যানুসন্ধানে যায় এবং জঙ্গলে না নেমে পিকনিক স্টাইলে তদন্ত করে ফিরে আসেন। মৃত আবুর আলি মোল্লার স্ত্রী এখনও কোন তদন্ত রিপোর্ট বা শংশাপত্র পাইনি। বিধবার স্বীকৃতি পায়নি তাই এপিডিআরের উদ্যোগে মহিমা মোল্লা গত ইং ১৫ ই জানুয়ারী কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয় মৃতদেহ খুঁজে দেওয়া বা মৃত শংসাপত্র দেওয়ার দাবি নিয়ে। গোটা সুন্দরবনে এখন মৎস্যজীবিদের উৎখাত করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠন তাদের পাশে আছে ও অজয় সরদারের পরিবারের পাশে আছে। আমাদের দাবি গুলো হলো-১) মৃত অসহায় অজয় সরদার এর কলকাতায় ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর গাড়ি ভাড়া কুলতলি থানাকে বিনামূল্যে বহন করতে হবে। ২) পরিবারের হাতে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ক্ষতিপূরনের ৫ লক্ষ টাকা তুলে দিতে হবে।৩)পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দিতে হবে। ৪) মেয়ের পড়াশোনা ও আপাতত সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হবে বিডিওকে। ৫)মৃত শংসাপত্র ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য হয়রানি করা চলবে না। ৬)বাঘের হাতে থেকে মৎস্যজীবিদের বাঁচানোর জন্য দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে নাহলে মৎস্যজীবিদের সাথে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামছি।

সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ শুক্রবার সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি এবং বাৎসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিঙ্গুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্প স্তবক প্রদানের মাধ্যমে সম্মানীয় অতিথি বর্গকে সম্মানিত করা হয়।ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজ নিজ পারদর্শিতা তুলে ধরে। বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শিতা মূলক স্থান অধিকার কে কেন্দ্র করে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ মূলক বক্তৃতা রাখেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক শ্রী শিশির কুমার মাঝি সহ অন্যান্য শিক্ষক- শিক্ষিকারা বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে।

কোন্নগরে মহিলার বিতর্কিত ছবি তুলে গ্রেফতার সিপিএম নেতার ছেলে

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ মহিলার নিতম্বের ছবি তুলে গ্রেফতার সিপিএম নেতার ছেলে। তিনি আবার পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। দীর্ঘদিন থেকেই কোন্নগরে ঝালমুড়ি বিক্রি করছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ঝালমুড়ি বিক্রির পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকেই এই ধরনের অশালীন কাজ করে আসছেন তিনি। মদ্যপ অবস্থাতেও থাকেন দীর্ঘ সময়। একাধিকবার নিষেধ করলেও শোনেনি। এলাকার ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ ধরনের কাজ করতে একাধিকবার নিষেধ করা হলেও কোনও কথাই কানে তোলেনি রানা। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর দোকানে দুই বোন ঝালমুড়ি কিনতে আসে। অভিযোগ, সেই সময় লুকিয়ে একজনের নিতম্বের ছবি তোলেন রানা ইন্দ্র নামে ওই যুবক। হাতেনাতে ধরা পড়াতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আটকে করে নিয়ে যায় কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ। প্রসঙ্গত, এই রানা ইন্দ্র আবার কোন্নগরের সিপিআইএম নেতা বাসুদেব ইন্দ্রের ছেলে। তাই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খোঁচা দিয়েছেন কোন্নগর পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান স্বপন দাস। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, ''মহিলাদের অসম্মান করে সিপিএম। আবার মহিলাদের সম্মানের জন্য রাত জাগে মিছিল করে।

পশু চিকিৎসার অন্যতম দ্য সিয়াটেল ভেটেরিনারির উদ্বোধন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রগণ্য নাম দ্য সিয়াটেল ভেটেরিনারি হাসপাতাল আজ কলকাতায় তাদের প্রথম অত্যাধুনিক মাল্টিস্পেশালিটি সেন্টারের উদ্বোধন করল। তানিয়া দত্ত প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি এক ছাদের নিচে পোষ্যদের জন্য সর্বাঙ্গীন পরিষেবা প্রদান করে শহরের পশু চিকিৎসায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। প্রায় ৩,০০০ স্কোয়ার ফিট এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই হাসপাতালে কুকুর, বিড়াল, পাখি, খরগোশ, কাছিম এবং অন্যান্য ছোট স্তন্যপায়ীদের চিকিৎসার জন্য উন্নত পরিষেবা থাকবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৯ সংখ্যা, শনিবার ৪ মাঘ, ১৪৩১

কিংবদন্তি রাধাকান্ত নন্দী

নির্মলা মিশ্র ছুটছেন, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললেন ও মান্নাদা আপনারা আমায় ফেলে সবাই চলে যাচ্ছেন কেন? আমাকেও এই গাড়িতে নিন। অগত্যা চাপাচাপি করে নির্মলা মিশ্র উঠলেন ফিয়েট ট্যাক্সিতে। ঠিক তখনই বেঁকে বসলেন ট্যাক্সি চালক। এত লোক নিয়ে তিনি রাতে হাওড়া থেকে বারাসত যাবেন না। তাহলে কি হবে এবার! গাড়িতে বসেছিলেন কিংবদন্তি তবলা- বাদক রাধাকান্ত নন্দী হঠাৎ করে বলে উঠলেন এই যে ওঁর প্রসব বেদনা উঠেছে, শিগগির করুন আর একটি সেকেন্ডও নষ্ট করবেন না। ওই কথায় নিশ্চিত টনিকের মত কাজ হল,চালক আর কথা বাড়ালেন না,একঝাঁক শিল্পী মানুষকে কে নিয়ে রাতের অন্ধকার চিরে ফিয়েট ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করল হাওড়া থেকে বারাসতের উদ্দেশ্য। তবলা - বাদক রাধাকান্ত নন্দী কিংবদন্তি কিন্তু মানুষ রাধাকান্ত আরও বড় মাপের। ভালবাসা, আন্তরিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখানোয় তিনি ছিলেন অসাধারণ। একটা ভাল গান সব ধরনের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেমন সংগীত শিল্পীর অবদান, সুরকার, গীতিকারের সাথে বাদ্যযন্ত্রীদের বিরাট অবদান থাকে। নেপথ্যের বাজনায় গান হৃদয়গ্রাহী হয়। আজকে তেমন কথা বলতে ইচ্ছে করছে প্রবাদপ্রতিম তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দীর কথা, আশ্চর্য প্রতিভা। সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোনওদিন তবলা বাজানো শেখেননি। তবে ঝোঁক ছিল তবলার উপর। ছোটবেলা থেকে যাত্রা, নাটকের দলে তবলা বাজাতে- বাজাতে শিখে ফেলেছিলেন এই শিল্পকর্ম। আক্ষরিক অর্থেই আশ্চর্য প্রতিভার নাম রাধাকান্ত নন্দী যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না শিখেও কিভাবে প্রবাদপ্রতিম হয়ে ওঠা যায় তার খুব বড় উদাহরণ হয়ে আছেন। গানের বক্তব্যের সঙ্গে মানানসই তবলার বোলে অলংকার ফোটাতে পারতেন রাধাকান্ত। আশ্চর্য রকমের সেন্স ছিল তবলার ছন্দে। ঠিক কোন গানে ঠিক কোন ঠেকাটা বাজানো উচিৎ তাঁর থেকে বোধহয় কেউ ভাল বুঝতেন না। মান্না দে গান- বাজনার ব্যাপারে যথেষ্ট খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ, সেই তিনিও যতদিন রাধাকান্ত নন্দী বেঁচে ছিলেন অন্য কোনও তবলিয়ার সঙ্গে কোনও অনুষ্ঠানেও গাননি। মান্না দে বলেছেন তাঁর জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ তবলা বাদকের নাম রাধাকান্ত নন্দী। যে গানে তবলার বেশ বড় ভূমিকা থাকত সেই গান মান্না দে শুধুমাত্র কলকাতায় করতেন কারণ রাধাকান্ত নন্দী কলকাতায় থাকেন। বাংলা ছবি ‘ একই অঙ্গে এত রূপ’ -এ প্রথম বার রাধাকান্ত তবলা বাজিয়েছেন। এরপরে নিজের প্রতিভার জোরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি। স্বল্পায়ু, কিন্তু সেই জীবনেও তাঁর সুদক্ষ হাত যেন কথা বলত। মানুষ রাধাকান্ত কেমন ছিলেন! এই বিষয়ে কথা বলতে পারেন মান্না দে। দুজনে দীর্ঘদিন একসঙ্গে শুধু সৃজনশীলতার চর্চা করেন নি, হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরের সুহৃদ। একবার মান্না দে, রাধাকান্ত নন্দী,নির্মলা মিশ্র হাওড়ায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন। সাধারণত এই সব ফাংশনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি মৌলিক প্রবণতা কাজ করে স্টার শিল্পীকে একটু পরের দিকে স্টেজ দেন, কারণ তাঁর টানেই দর্শকরা এসেছেন। স্টার শিল্পীর গান শেষ হলে দর্শকদের রাখা যায় না।

গ্রাম বাংলার লোক ছড়া

‘ইকড়ি মিকড়ি চাম-চিকড়ি, চামের কাঁটা মজুমদার, ধেয়ে এল দামোদর। দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি, দাওয়ায় বসে চাল কাঁড়ি। চাল কাঁড়তে হল বেলা, ভাত খাওগে দুপুরবেলা। ভাতে পড়ল মাছি, কোদাল দিয়ে চাঁছি। কোদাল হল ভোঁতা, খাও কামারের মাথা।’ ছোটবেলায় অনেকেই এই ছড়াটি পড়েছি। কিন্তু কখনো কি ভেবেছি নান্দনিক ছন্দের এই ছড়াটির অর্থ কি? এই ছড়া কোন ইতিহাস বয়ে বেড়ায় কিনা? এই প্রশ্ন করলে হয়তো এই উত্তরই আসবে যে শিশুদের নির্ভেজাল আনন্দের জন্য এই ছড়ার রচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যটা বেশ করুণ। আদতে আনন্দের ছিঁটেফোঁটাও নেই এই ছড়ায়, শিশুদের জন্য তো না বটেই। মূলত এই ছড়ায় ছড়াকার অসাধারণ দক্ষতার সাথে চিরন্তন বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। চলুন এবার ছড়াটির প্রতিটি শব্দ ও পংক্তি ধরে বিশ্লেষণ করে দেখি। ‘ইকড়ি’ অর্থ সংসার পরিপালনের জন্য সারাদিন খেটেখুটে কঠোর পরিশ্রম করা। কিন্তু তাতেও যখন সংসার চলে না, তখন প্রয়োজন হয় ‘মিকড়ি’, অর্থাৎ আরও কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের চেষ্টা করা। ‘চাম’ অর্থ রুজি-রোজগারের এলাকা। আর ‘চিকড়ি’ অর্থ সেই রোজগারের এলাকায় ঘুরে ঘুরে কিছু (অর্থ বা ফসল) উপার্জন করে তা ঘরে নিয়ে আসা। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই চামের কাঁটা মজুমদার ‘মজুমদার’ মূলত এক প্রকার রাজকর্মচারীর পদবী যার কাজ ছিল খাজনা বা রাজস্ব আদায় ও হিসেব রাখা। আর তাই অনেক সময় খাজনা আদায়ের নামে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেত বলে তাকে পথের কাঁটা বলা হয়েছে। আর অতঃপর ধেয়ে এল দামোদর। এই ‘দামোদর’ হলো মূলত ফড়ে-পাইকারের দল, যারা সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত ফসল অথবা কুমারের বানানো তৈজসপত্র স্বল্প দামে কিনে নিয়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতো। কিন্তু এই দামোদর ধেয়ে এল মানে কি? এখানে বলা হয়েছে দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি। এর অর্থ হলো, তারা যখন আসে তখন সাথে করে হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়ে আসে। অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষের উৎপাদিত সব দ্রব্য সাথে করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আসে। এরপর বলা হয়েছে দাওয়ায় বসে চাল কাঁড়ি, অর্থাৎ মজুমদার আর ফড়ে পাইকারের থেকে লুকিয়ে যেটুকু চাল বাঁচানো গিয়েছে, এবার সেটা দিয়েই ঘরের দরজায় বসে ভাত রাঁধার প্রস্তুতি শুরু। কিন্তু চাল কাঁড়তে হল বেলা, অর্থাৎ এতসব ঝামেলা ঝক্কি সামলাতে সামলাতে ভাত রাঁধায় দেরী হয়ে যায়। তাই ভাত খাওগে দুপুরবেলা, অর্থাৎ প্রথম প্রহরে বা সকালে খাওয়া আর সম্ভব হয় না। একেবারে দ্বিপ্রহরে বা দুপুরে খেতে হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

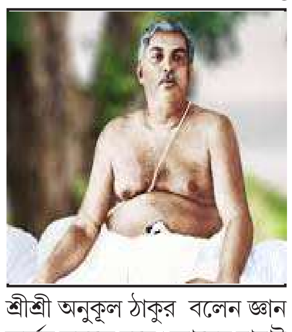

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানের দ্বারাই তাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। নাহলে কিন্তু অন্যকে আকর্ষন করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। দেশকে সঠিক পথে গঠন করতে গেলে শিক্ষা দরকার। শিক্ষা থেকে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। বিশ্ব সম্পর্কে জানার খুবই প্রয়োজন। বিশ্বের রীতিনীতি সম্পর্কে ভালো করে ওয়াকিবহাল হওয়া খুবই প্রয়োজন। শিক্ষা দিয়ে মনের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে। সংস্কৃতি দিয়ে মনের সম্পদকে আরও উজ্জ্বল করতে হবে। তবেই সার্থক জীবন লাভ করা সম্ভব এবং অপরকে উজ্জীবিত করা খুবই প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত হোক। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তির আধার।

বাংলার নবজাগরণকালে ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, দেশভক্তি সব মিলেমিশে এক হয়ে গিয়ে একটি সমনান্তরাল বলশালী শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন যে, তিনি সাধারণের মধ্যে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করতেন। যদিও বাস্তব জীবনে তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন কিনা, এবিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া নিজের প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাসীও হয়ে গিয়েছিলেন। তখন বন্ধু রাজেন মজুমদারের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়াই হয়ত তাঁর মনে থাকা ঘরের শিকড়কে সমূলে টান দিয়েছিল। আর এই সন্ন্যাসজীবন ত্যাগের পরেও নিজের মধ্যে বৈরাগীর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিকে অনুভব করে শরৎচন্দ্র একবার প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন; ‘আমি সন্ন্যাসী; আমার নামের ওপর, টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশি লোভ নেই।’ এমনকি এরপরেও তিনি কখনো কখনো নিজেকে সন্ন্যাসী বলে ভেবে বলেছিলেন;‘আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে।’

শুধু সেটাই নয়, নিজের প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাসী হওয়াকে প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন;‘আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি।’ আর নিজের বাল্যবন্ধু ও ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বৈরাগী জীবন সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন; ‘এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন ব্রাহ্মণত্বের অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে একজন সন্ন্যাসীর নির্বিকার চিত্তেই তিনি অনেক হাড়ি বাগদির বাড়িতে আহার করেছিলেন। সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম পরিচয়ের সকৌতুক বিবরণ দিতে গিয়ে অতীতে নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন; ‘একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা (প্রমথনাথ প্রমুখ) ক্লাবে জমায়েত হয়ে খেলা ও গল্প-গুজব করেছিলেন, এমন সময় একটি তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় সবিনয়ে লেখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত-কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে একখানি পোস্টকার্ড বার ক’রে ঘরের এক কোণে বসে নিবিষ্ট মনে পত্র লিখতে শুরু করলেন। ছেলেরা স্বভাবতই কৌতূহলী। ওবই মধ্যে একজন উকিঝুঁকি মেরে দেখে নিলে সন্ন্যাসী চমৎকার বাংলা হরফে পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে একটা কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল, সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় নেবার জন্য। প্রমথনাথ ... পুরোবর্তী হয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু করলেন একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষায়। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যেক কথার উত্তর হিন্দিতেই দিচ্ছে দেখে প্রমথবাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন; ‘ছাতুখোরের ভাষা ছাড় না বাবাজী, নিজের জাতভাষা ধরো না, আমরা অনেকক্ষণ জানতে পেরেছি তুমি বাঙালি।’ শরৎচন্দ্র এবার হেসে ফেললেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীকান্তের জবানীতে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের সন্ন্যাসজীবনের যে ছবি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেটা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, সন্ন্যাসী হওয়ার মূলে কখনোই তাঁর বিশেষ ঈশ্বর-ব্যাকুলতা ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এখানে উপন্যাস থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ- প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা এক সুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট বড় রুদ্রাক্ষমালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়; সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে; তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একটো। তবে লুকিয়ে আনো না একবার! মিনিট দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। ... চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন। ... গম্ভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। ... চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। ... আমার শুকনো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল;একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।’

সুতরাং এহেন শরৎচন্দ্র রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে কি অভিমত পোষণ করতেন, সেটা অবশ্যই একটা কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। যদিও নিজের কোনো চিঠিতে তিনি কখনো এবিষয়ে কারো সাথে আলোচনা করেন নি, অথবা তাঁর কোনো গল্প-উপন্যাসে এপ্রসঙ্গে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু সমকালীন অন্যান্যদের স্মৃতিচারণ থেকে এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারা যায়। যদিও রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন, এমন কোন কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু তবুও শিকাগো ধর্মমহা সভায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা

এবং তারপরে ভারতে তাঁর আগমন, বিপুল অভ্যর্থনা ও ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু;এসব সংবাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও অবগত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবিষয়ে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের ভক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও বিবেকানন্দ অনুগত স্বামী শর্বানন্দের সঙ্গে নানা ধর্মপ্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি-কর্মপদ্ধতি নিয়ে শরৎচন্দ্রকে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছিল। গিরীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে, ১৯০০ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি -রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের উপস্থিতিতে তিনি ও আরো কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ‘রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি’র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন সেখানে প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের আয়োজন করা হত। কয়েক বছর পরে সেই উৎসব বড় আকার নেওয়ার পরে গিরীন্দ্রনাথ প্রমুখের অনুরোধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশমত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ থেকে রেঙ্গুনে পৌঁছে ছিলেন, এবং সেবারে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়েছিল। তখন এই উৎসবের দিন সকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-গিরীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে কয়েক মাইল পথ হেঁটে শরৎচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ফুল ‘নাগেশ্বর চাঁপা’ সংগ্রহ করে এনেছিলেন ও আবেগমথিত কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন। এমনকি এরপরে তিনি মহোল্লাসে কোমর বেঁধে এই উৎসবে সমাগত ভিখারীদের পরিবেশন করে আহারও খাইয়েছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের মানসিক অবস্থা যে ঠিক কি ছিল, গিরীন্দ্রনাথ সেটা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। সংসারের দুঃখদারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের কশাঘাতে বিপর্যন্ত শরৎচন্দ্র তখন একজন সংশয়ী মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সগর্জনে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার কোনো সংকল্প তাঁহার মনে উদয় হয় নাই বা তাঁহার ভাগ্যে কোনোদিন কোনো আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয় নাই। এক্ষণে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর ও কামকাঞ্চন ত্যাগের জীবন্ত মূর্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটায় তত্ত্বকথা শুনিবার আগ্রহ বাড়িয়াছিল। রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনার একটি দীর্ঘ বিবরণ গিরীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে দিয়েছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এবিষয়ে তাঁর মনে হয়েছিল; তস্বামীজীর মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা ও উপদেশগুলি তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) তাপিত প্রাণে মৃত-সঞ্জীবনী ঢালিয়া দিল ও এক বিস্ময়কর বৈরাগ্যের ভাব আনিয়া দিয়াছিল।

এমনকি শরৎচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হওয়ার পদ্ধতি নিয়েও সাগ্রহে রামকৃষ্ণানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁদের কথোপকথন নিম্নরূপ হয়েছিল;

শরৎচন্দ্র;আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হবার নিয়ম কি? স্বামীজী; মঠের সন্ন্যাসী হতে গেলে প্রথম তিন বৎসর শিক্ষানবীশ থাকতে হয়, তারপর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত। এই ছয় বৎসর মঠাধ্যক্ষ তোমায় সন্ন্যাসগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করলে তবে সন্ন্যাস দেবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হতে হবে। শরৎচন্দ্র;ঐ ছয় বৎসর কি শিক্ষা করতে হবে? স্বামীজী;মিশনের মূল মন্ত্র; সংসারাসক্তি ত্যাগ, সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা।

শরৎচন্দ্র;সেবা কাজটি ঘরের মেয়েদের কাছেই ভালো শিক্ষা হয়, হিন্দুর মেয়ে আপন স্বামী-পুত্রের যেভাবে সেবা করে, তার চেয়ে বড় আদর্শ কিছু হতে পারে কি?

স্বামীজী;সতীর পতিসেবার মধ্যেও একটু স্বার্থগন্ধ থাকে, কিন্তু মঠের ছেলেরা বিপন্ন রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ‘পীড়িত নারায়ণ’ ভেবে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে। শরৎচন্দ্র;মঠের বড় বেয়াড়া নিয়ম, ছয় বৎসর এপ্রেনটিস। ছ’ বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়। স্বামীজী;ডাক্তার হলে অপরের রোগের চিকিৎসা হবে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পারলে ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসের অপরিচিত পথে পা বাড়ানো শরৎচন্দ্রের বিধিলিপিতে ছিল না বলেই এরপরেও তিনি গৃহাঙ্গনেই থেকে গিয়েছিলেন। তবে ‘নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত সৌম্য মূর্তি’ রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি আকৃষ্ট শরৎচন্দ্র তখন;প্রতিদিন সময় বুঝিয়া তাঁহার (রামকৃষ্ণানন্দের) নিকটে আসিয়া নির্জনে আত্ম কাহিনী জ্ঞাপনদ;করে তত্ত্বকথা শুনেছিলেন, রামকৃষ্ণানন্দকে প্রাণমাতানো রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণানন্দের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিকদের উত্থিত নানা কূট প্রশ্নের সমাধান শুনে শ্রদ্ধাবিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকেছিলেন, এবং রামকৃষ্ণানন্দ যখন রেঙ্গুন ত্যাগ করছিলেন তখন শরৎচন্দ্রের ‘চক্ষু জলভারনত’ ছিল। শুধু এসবই নয়, রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গ তখন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে এতটাই উদার করে দিয়েছিল যে, রেঙ্গুনে থাকবার সময়ে তিনি সশ্রদ্ধ কণ্ঠে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন; পরমহংসদেবের শিষ্যবর্গ, একবার ভাবো তো দেখি তাঁদের অসামান্য কার্য কলাপের কথা;একবার সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে চিন্তা কবো তো ভায়া (যোগেন্দ্রনাথ সরকার), জগৎময় স্বামী বিবেকানন্দের মহামানবতার কথা। সমস্ত আমেরিকা কি শুধু শুধু এই লোকটির এক চিকাগো বক্তৃতাতেই মেতে উঠেছিল? তা তো নয়। তারা দেখতে পেয়েছিল যে, এই অতি মানুষটি এমন একটি জ্ঞানের জ্যোতি ভারত থেকে সঙ্গে করে এনেছেন, যার আলোকে অচিরেই প্রশান্ত মহাসাগরের এপার, এমন কি আটলান্টিকেরও পরপার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপরে রামকৃষ্ণানন্দের এই প্রভাব এরপরে ঠিক কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বরং রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে রেঙ্গুনে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম’ স্থাপনের সূচনাপর্বে শরৎচন্দ্রের দ্বিমুখী ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বেলুড় মঠ থেকে আগত স্বামী শর্বানন্দ তখন সেখানে এই সেবাশ্রম নির্মাণকাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর আগ্রহেই রেঙ্গুনে তখন এই মন্দিরটি তৈরির জন্য অর্থসংগ্রহ করবার কাজ শুরু হয়েছিল, এবং এই কাজের মধ্যে একটি ‘সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান’ করে ‘সঙ্গীতাভিনয়ের’ ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ওই সময়ে গিরীন্দ্রনাথের; বিশেষ অনুরোধে তাহার (সঙ্গীত-অভিনয় অনুষ্ঠানের) দৃশ্যপট পরিকল্পনা, সাজসজ্জা নির্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার (শরৎচন্দ্র) লইয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্টেজের ভিতর উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকা সদর্থক ছিল। কিন্তু একইসাথে অন্যদিকে;

শরৎচন্দ্রের পেটে কোনো কথা হজম হইত না। তাহা ছাড়া তিনি দুই পক্ষে গণ্ডগোল বাধাইয়া তামাসা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন।

তৎকালীন রেঙ্গুনবাসী বাঙালি ধনী ব্যবসায়ী শশিভূষণ নিয়োগী তখন স্বামী শর্বানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর কেনা জমিতে একটি কালীমন্দির নির্মাণের পরিবর্তে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মন্দির তৈরি করে দেওয়ার জন্য স্বামী শর্বানন্দের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ তখন শশিভূষণের এই প্রতিশ্রুতির কথা অবিলম্বে বাইরে প্রকাশ না করবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত শরৎচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরেও নিজের স্বভাবগুণে অথবা দোষে শরৎচন্দ্র এসব কথা বলতেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলাদেশের জুলাই অভুত্থানে ঘোষণাপত্র খসড়া প্রকাশ লাভ করল যা নয়া বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে সাওয়াল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বাংলাদেশে জুলাই গণ,অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন জুলাই গণ,অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের যা আছে খসড়ায় জুলাই ঘোষণাপত্রের খসড়ায় এই ভূখণ্ডের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগের পর যুগ সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৪৭সালে স্বাধীনতা অর্জন,

ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৯৭২সালের সংবিধান সংশোধন বা প্রয়োজনে বাতিল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে আলোচিত জুলাই গণ,অভ্যুত্থান ঘোষণাপত্রের খসড়ায়। এই ঘোষণাপত্র গত বছরের ৫আগস্ট থেকে কার্যকর হবে বলে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনওজাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারাও বৈঠকে অংশ নেন।

১৯৭১সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়।

এর পরের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে কীভাবে ছাত্র-জনতার উত্তাল গণবিক্ষোভ গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান, সে প্রসঙ্গও রয়েছে জুলাই ঘোষণাপত্রের খসড়ায়।

খসড়ায় বলা হয়, ‘আমরা, ছাত্র-জনতা সেই অভিপ্রায়বলে আত্মমর্যাদা,সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যে আদর্শে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সার্বভৌম জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের সংগঠিত করিলাম। আমরা, প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ ভেঙে দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি এবং ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতাও অখণ্ডতা রক্ষার্থে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান জানালাম। আমরা সুশাসনওসুষ্ঠু নির্বাচন এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধ নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করবে,এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম।’

খসড়ায় আরও বলা হয় আমরা ফ্যাসিবাদও স্বৈরাচারকে লালন করার দলিল১৯৭২ সালের সংবিধান সংশোধন বা প্রয়োজনে বাতিল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। আমরা জুলাই গণ, অভ্যুত্থানকালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যাও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুটপাটের অপরাধগুলোর উপযুক্ত বিচার করা হবে,এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম।’

এতে আরও বলা হয়,‘আমরা এই ঘোষণা প্রদান করলাম যে ১৯৭২ এবং১/১১কালের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমাদের একটি নতুন জনতন্ত্র (রিপাবলিক) প্রয়োজন,যা রাষ্ট্রে সকল ধরনের নিপীড়ন, শোষণও বৈষম্যর অবসান ঘটাবে এবংএ দেশের তরুণ সমাজের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারবে। আমরা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম যে এই ঘোষণাপত্রকে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয়ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি গত ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে চেয়েছিল। এ ঘোষণাপত্র নিয়ে তখন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা তৈরি হয়। হঠাৎ ঘোষণাপত্রের বিষয়টি কেন সামনে আনা হলো, এর প্রভাব কী হতে পারে,তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস উইং তখনএ উদ্যোগের সঙ্গে সরকার সম্পৃক্ত নয় বলে উল্লেখ করেছিল। অবশ্য পরে ৩০ ডিসেম্বর রাতে জরুরি প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি ঘোষণাপত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওই রাতে বৈঠক করে ৩১ ডিসেম্বর শহীদ মিনারে ‘মার্চ ফর ইউনিটি’(ঐক্যের জন্য যাত্রা) কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।ওই কর্মসূচি থেকে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ১৫জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

ওই সময়সীমা শেষ হওয়ার পরদিন আজ বৃহস্পতিবার জুলাই গণ, অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও অংশীজনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে এ বৈঠক হলো। সংযোজনঃ নয়া বাংলাদেশ গড়ার পিছন কোন কৌশল কাজ করছে তা এখন স্পষ্ট নয়। তবে বহু কথা উঠে আসতে শুরু করেছে যা অতীত বাংলাদেশের ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করা হচ্ছে। ইতিহাসকে অস্বীকার করে কোনও দেশ বড় হতে পারে না। ইতিহাস হচ্ছে যে কোনও দেসের একটি বিশেষ অলঙ্কার যা দিয়ে সে নিজেকে সজ্জিত করতে পারে। ইতিহাস যদি না থাকে তাহলে সেই দেসের কোনও মূল্য থাকে। রুশ বিপ্লব হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া তাদের ইতিহাসকে একেবারে মুছে ফেলেনি। জারের আমলের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছিল বিপ্লব রাশিয়া। শ্রীলঙ্কায় গণ অভ্যুত্থান হল। সেখানেও ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়নি। ইতিহাসকে স্বীকার করে বাংলাদেশকে এগোতে হবে।

কমিক অভিনেতা আড্ডা প্রিয় চিন্ময় রায়

শঙ্করলাল কর্মকার

ব্যক্তিজীবনে কেমন ছিলেন চিন্ময়? চিন্ময় রায়ের স্মৃতিচারণায় তাঁর সমসাময়িকেরা। সেই ‘চারমূর্তি’ ছবিতে হাঁড়ি আঁকড়ে বসে তাঁর রসগোল্লা খাওয়ার দৃশ্যটা আজও আইকনিক!

ব্যক্তিজীবনেও চিন্ময় রায় খাদ্য রসিক ছিলেন। এক বার সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন চিন্ময়। উদ্যোক্তারা অতিথিদের মিষ্টি খাওয়ানোর পরে সন্ধ্যা রায়ের জন্য আলাদা করে এক হাঁড়ি মিষ্টি গাড়িতে তুলে দেন। সন্ধ্যা বাড়ি ফিরে দেখলেন, হাঁড়ি উধাও! ঘটনার দিন চারেক পরে অভিনেত্রীর বাড়িতে ফোন আসে। ‘‘মিষ্টি খেলাম অনেক। ছানার জিলিপি... আরও কত কী! হাঁড়িতে অবশ্য নাম লেখা ছিল ‘সন্ধ্যা রায়’। কিন্তু আমি খেয়ে নিলাম। ভাবলাম সন্ধ্যা তো খায় না। আমি ভালবাসি, আমিই খাই। খেয়ে নিয়ে ফোন করব!’’ বক্তা চিন্ময় রায়। অভিনেতার স্মৃতিচারণায় কথাগুলো বলছিলেন সন্ধ্যা। হাঁড়িটি আসলে ভুল করে চিন্ময়ের গাড়িতে রাখা হয়েছিল! চিন্ময় রায় রেখে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে অনেক গল্পকথা আর কিছু ভাল ছবি। ‘বসন্ত বিলাপ’, ‘চারমূর্তি’, ‘ননীগোপালের বিয়ে’...

বরানগরে ছোটবেলা কেটেছিল তাঁর। আদতে অবশ্য তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ। হইচই করে আড্ডা দিতে ভালবাসতেন। যে কারণে শুটিংয়ের কলটাইমের আগেই হাজির হয়ে যেতেন সেটে। ‘‘চিন্ময় ভীষণ টিমম্যান ছিলেন। দশটায় কলটাইম হলে চলে আসতেন ন’টার সময়। মেকআপ রুমে সকলের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবেন বলে। এই কালচার আর আছে কি না আমার জানা নেই,’’ বলছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। যাঁর ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’, ‘ঠগিনী’, ‘ফুলেশ্বরী’তে অভিনয় করেন চিন্ময়।

জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষের পরে কৌতুক চরিত্রে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে চিন্ময়ের নাম উচ্চারিত হতো। কমিক চরিত্রে বেশি অভিনয় করলেও সব ধরনের কাজেই সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। গ্রুপ থিয়েটারও করতেন নিয়মিত। তবে আক্ষেপ ছিল, সিনেমার ক্ষেত্রে শুধু কমিক চরিত্রেই তাঁকে ভাবা হতো বলে। ‘‘অন্য ধরনের তেমন কোনও চরিত্র না পাওয়ার দুঃখ ছিল ওঁর,’’ বলছিলেন সন্ধ্যা।

চিন্ময় বিয়ে করেছিলেন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ‘বালিকা বধূ’তে প্রথম দেখেছিলেন তাঁকে। সরাসরি গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘‘প্রেমে পড়লে বেশি দিন ফেলে রাখতে নেই। লজ্জা না করে প্রোপোজ করতে হয়।’’ ব্যক্তি জীবনেও মানুষটা এতটাই আমুদে ছিলেন। খাদ্যরসিক মানুষটি নিজে রাঁধতেও ভালবাসতেন। ছুটির দিন মানেই খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা! ইন্ডাস্ট্রির চিন্ময় রায় কিন্তু বাড়িতে একেবারে বাবারা যেমন হন, ঠিক তেমন ছিলেন। শঙ্খ রায় আর পরমা মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলের কথায়, ‘‘কাজে ব্যস্ত থাকলেও আমরা কী করছি, সে সব দিকে নজর রাখতেন। ছোটবেলায় আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও জেগে থাকতাম, বাবা এলে গল্প করবে বলে।’’ দুষ্টুমি করার জন্য অবশ্য বাবার কাছে বকুনিও খেয়েছেন।

মন্দারমণিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রশাসন ও হোটেল মালিকদের জরুরি বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মন্দারমণি, ১৭ জানুয়ারি ঃ পর্যটকদের কাছে দিঘার পাশাপাশি মন্দারমণি একটি অন্যতম ভ্রমণ-ডেস্টিনেশন। দেখতে গেলে দারুণ জনপ্রিয়ও এই জায়গাটি। তবে সম্প্রতি সেখানে হোটেল ভেঙে ফেলা নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে পর্যটকদের মধ্যেও রয়েছে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তবে এবার মিলছে এক সুখবর। মন্দারমণির অধিকাংশ হোটেল-নির্মাণ ইত্যাদি ভেঙে ফেলা নয়, বরং মন্দারমণিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে জায়গাটিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার! মন্দারমণিপ্রেমী ট্যুরিস্টদের কাছে নিঃসন্দেহে যে খবর বয়ে এনেছে একরাশ আনন্দ। জানা গেছে, তৈরি হবে রাস্তাঘাট, বসবে পানীয় জলের নয়া ব্যবস্থা, হবে উদ্যান, মনোরম জায়গা। এই সব গড়ে তুলে আগামী দিনে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে মন্দারমণিকে। এই মর্মে মন্দারমণিতে হোটেল মালিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে একটি জরুরি বৈঠকও হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্দারমণিতে উন্নয়ন ঘটানো যায়, তারই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বৈঠক বলে জানা গেছে। স্টার ক্যাটেগরির সমতুল্য হোটেল-সহ মন্দারমণিতে ছোটবড় নানা ধরনের মিলিয়ে প্রায় ২০০ টি হোটেল রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৪০ টি বেআইনি বলে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রের গ্রিন ট্রাইবুনাল। তবে ঠিক কী কারণে এই সব হোটেল বেআইনি, তা এখনও স্পষ্ট নয় হোটেল মালিকদের কাছে, অন্তত তেমনই জানাচ্ছেন তাঁরা। এই নিয়ে তাঁরা মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন। চলছে মামলা। চলতি মাসে দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি। গ্রিন ট্রাইবুনাল যেসব হোটেলকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে, সেইসব হোটেলে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দফতর নেপাল -ভুটান-সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করছে, হচ্ছে এ সংক্রান্ত কনফারেন্স। যদি বেআইনিই হয়, তাহলে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দফতর বিভিন্ন দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসব জায়গায় বৈঠকই-বা কেন করবেন! এ প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। একেবারে সমুদ্রের কাছে হোটেল হওয়ায় পর্যটকদের কাছে মন্দারমণি আরও বেশি করে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এমন পর্যটনকেন্দ্রে কোনওরূপ সমস্যা তৈরি করা নয়, বরং সেটিকে আরও ভালো করে সাজিয়ে তোলাই মূল লক্ষ্য রাজ্য সরকারের। সেজন্য সব রকম সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার, এমনই জানা গেছে। বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি, রাজ্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি রশ্মি সেন, কাঁথির মহকুমা শাসক সৌভিক ভট্টাচার্য্য, ভূমি দফতরের অতিরিক্ত জেলাশাসক, রামনগর ২ ব্লকের বিডিও বিএলআরও-সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং মন্দারমণি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মীর মমরেজ আলি, সম্পাদক গৌতম দাস, মোস্তাক আলি খান ও অশোক আদক-সহ একাধিক হোটেল মালিকগণ।

আধার কার্ড না থাকায় পড়ুয়াকে বাংলাদেশী নাগরিক বলে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি ঃ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে গিয়ে বাংলাদেশী নাগরিক তকমা পেতে হলো এক পড়ুয়া ও তার পরিবারকে, আর এই তকমা নাকি দিয়েছেন বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগকে ঘিরে দিনভর চাঞ্চল্য ছড়ায় নদীয়ার কল্যানীর পান্নালাল ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়ে। আর এই ঘটনা চাউর হতেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ঘরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় এস এফ আই কর্মী সমর্থকেরা। আর বিদ্যালয় চত্বরে এহেন ঘটনায় কার্যত এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় গোটা বিদ্যালয় চত্বরে। ভর্তি হতে সমস্যায় পরা পড়ুয়ার পরিবার ও এসএফআই কর্মীদের অভিযোগ সঠিক সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও ওই পড়ুয়াকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি নেয়নি প্রধান শিক্ষক। উপরন্তু আধার কার্ডের সমস্যা দেখিয়ে পড়ুয়াকে বাংলাদেশী বলে বিদ্যালয়ে ভর্তি না নিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর এই সকল অভিযোগের তীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ভর্তি হতে আসা পড়ুয়া এবং তার অভিভাবকেরা জানায় এর আগে ভর্তি হতে আসলে আধার কার্ডের সমস্যা দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক ভর্তি নিতে চান না। উপরন্তু তাদেরকে বাংলাদেশী নাগরিক বলে অপমান করে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেন, এবং বলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কে জানালেও তিনি ভর্তি নেবেন না। ঘটনা জানাজানি হতেই শুক্রবার পড়ুয়া এবং তার অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে আটকে রেখে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান এসএফআই কর্মী সমর্থকেরা। যদিও সামগ্রিক ঘটনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দাবি তিনি বারবার জানিয়েছেন ভর্তি নেওয়া হবে। তবে যে সমস্ত বৈধ কাগজ এদিন দেখানো হচ্ছে আগে সেই সমস্ত কাগজ দেখানো হয়নি। সে কারণেই ভর্তি প্রক্রিয়াতে বিলম্ব ঘটে। তবে যেভাবে একটি বিদ্যালয় চলাকালীন কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের তরফে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকে টেবিল চাপড়ে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হলো তাতে করে পড়ুয়ারা যথেষ্ট আতঙ্কিত এবং আগামী দিনে তাদের শিক্ষারও অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। কারণ এই সমস্ত জিনিস প্রতিষ্ঠানে করা একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। অপরদিকে এসএফআই- এর তরফে স্কুলে ঠিকমত পঠন পাঠন না করানো, আর্থিক দুর্নীতি, সহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মারধরের অভিযোগও তোলা হয়েছে। তারা জানাচ্ছেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সমস্তটাই জানিয়েছে তাদেরকে, তারপরেই আজ তারা অবস্থান- বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বাচ্চাকে ভর্তি নেওয়া হবে, তারা তাদের অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন।

পাথরবোঝাই গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ বাইকের! মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৭ জানুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের চামুর্চিতে বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারল না দুই বন্ধু। বাইকে করে চামুর্চি থেকে বানারহাট ফেরার সময়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথর বোঝাই গাড়ির সঙ্গে তাদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুই বন্ধুরই মৃত্যু হয়। একজন কিশোর সাহিল ওঁরাও (১৭), অন্যজন তরুণ কৃষ মুন্ডা (১৯)। দুজনেরই বাড়ি নগরকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা- বাগানের পাইপলাইনে। জানা গেছে, গতকাল রাতে বানারহাট এলাকার পলাশবাড়ি চা-বাগানে ঘটনাটি ঘটে। রাতে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস আহতদের বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিসক কৃষ মুন্ডাকে মৃত ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়জনের আঘাত গুরুতর। চিকিৎসক তাকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় গুরুতর আহত সাহিল ওঁরাও। প্রতিবেশী দুই যুবকের মৃত্যুতে ধরণীপুর চা-বাগানে শোকের ছায়া। কৃষের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, কৃষ মুন্ডা কেরালায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন, ছ'মাস আগে তিনি একটি বাইক কিনেছিলেন। কৃষ বরাবরই ভ্রমণ পছন্দ করতেন। হাতে বাইকে এসে যাওয়ার পরে সেটা বেড়েছিল। গতকাল তিনি প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে বানারহাটে এসেছিলেন। বৃহস্পতির রাতে কৃষের পরিবারের কাছে বানারহাট পুলিসের তরফে ফোন আসে এবং বলা হয় কৃষ এবং তাঁর বন্ধু সাহিল একটি দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত বানারহাট থানায় ডাকা হয়। ঘটনার পর দুজনের বাড়িতেই শোকের ছায়া।

আমমোক্তারনামা

মেজাউল করিম, পিতা- মৃত বাসেদ আলি, সাং- পানানগর, পোঃ- রামদেবপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২১।০২।২০২৪ তারিখে Book-I, 2959 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) শান্তি ঘোষ, ২) বাসন্তী ঘোষ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত এল. আর. ২৩৭ নং দাগের এল. আর. ৫৮০ নং খতিয়ানের মোট ৪৯.৩৩ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে **B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I** অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

ফসির উদ্দিন মন্ডল, পিতা- ময়েজুদ্দিন মন্ডল, সাং- ও পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০০৪ সালে Book-IV 11,D.S.R HAWRAH- Book-IV 86, নং ভিন্ন ভিন্ন দুই খন্ড আমমোক্তার দলিল মূলে ১) বাবর মন্ডল, ২) ফারিউদ্দিন মন্ডল, ৩) ফসিরুদ্দিন মন্ডল, ৪) মাসুদা বেওয়া, ৫) নাসিমা বিবি, ৬) রাইসুদ্দিন মন্ডল, ৭) সাদির মন্ডল, ৮) সফিকুল ইসলাম, ৯) সেলিনা বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১০ নং জরুর, ১১৮ নং তালাই ও ১১২ নং সাধুয়া মৌজাস্থিত আমাদের ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্তাংশ ষোলআনা সম্পত্তি হইতেছে।**

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে **B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I** অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

রমজান আলি, পিতা- মাহাতাব আলি, সাং- বানিপুর, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর **A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ১২।০৮। ২০২১ তারিখে Book- 1, 8836 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) সুকুরুদ্দিন সেখ, ২) ডালিম সেখ, ৩) সেলিম সেখ, ৪) ফুলসুন বিবি, ৫) দিল আফরোজা বিবি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২০ নং সিমলা মৌজাস্থিত এল. আর. ৮২৫ নং দাগের এল. আর. ২৩৪, ৮৪৪ নং খতিয়ানের মোট ৩০ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে **B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I** অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত সংক্রান্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৭৯-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে স্যুইচ রুমের সংস্কার/মানোন্নয়ন/পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪১,৮১,১৭২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮৩,৬০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বরঃ ইএলইজি-ওটি-১১৮০-২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** সোনারপুর ইএমইউ কারশেডে অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্লান্ট (এসিডব্লুপি)-এর ব্যবস্থার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩৪,৪৯,৯১৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬৯,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৮১-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** বজবজ স্টেশন ইয়ার্ড এলাকায় পরীক্ষার সুযোগসুবিধার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লাইন নং ৬-এর জন্য ন্যূনতম বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪০,৩৮,৪৬১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৮০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য) ও ০৬ মাস (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০২.২০২৫ বেলা ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৫, বেলা ২টা। **টেন্ডার বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২৩.০১.২০২৫। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-327/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬৩৫, তারিখঃ ১৭.০১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং. ১; টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮১; কাজের নাম ঃ** (১) ছাতরার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ - সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনের ছাতরায় গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ; (২) সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনের রাজগ্রাম পাবলিক সাইডিং গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ; (৩) সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনের সাঁইথিয়া গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ; (৪) সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনের কুলাপাহাড়ি (তিলভিটা) গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; (৫) সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনের পাকুড়ের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ৩,৬৬,৮৭,৯৬৯; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) ঃ ₹** ৩,৩৩,৪০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টায়। **ক্রম নং. ২; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৪১-এস৪; কাজের নাম ঃ** গীতাঞ্জলি মিউজিয়াম, বোলপুরে একটি যাত্রীবাহী লিফট [মেক - থাইসেনক্রুপ এলিভেটর (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড]-এর ৩৬ মাসের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ৩,৭৪,৭৮৭; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) ঃ ₹** ৭,৫০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রম নং. ৩; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৪৬-এস৪; কাজের নাম ঃ** কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসের সদর দপ্তরের জিএম ব্লকে অবস্থিত জিএম প্যাসেঞ্জার লিফটের (মেক - থাইসেনক্রুপ) ৬০ মাসের জন্য বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ৭,৭৭,১৭২; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) ঃ ₹** ১৫,৬০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬০ মাস। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ক্রম নং. ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য ১০.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ যে ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-551/2024-25

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Follow us at : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No-**10/IGP/(2024-25)**, Memo no-997/IGP, Dated- 16.01.2025, Date of submission of bid for above NIT are from **17.01.2025, 18.00 hours to 25.01.2025, 18.00 hours.** Date and time of opening of Technical bid **27.01.2025, 12.00 hours**. For details please visit GP Office on and from **17.01.2025, 18.00 hours.**

Pradhan
Indrani Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender

TenderRef: AMTA-I/SGP/e-NIT-01/24-25 LAST DT OF BID **25-01-2025 11:00 AM** TECH. OPENING DT **27-01-2025 11:00 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of Six (06) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

Office of the
SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
(under Beldanga-II Development Block)
NOTICE INVITING e-TENDER
No: 04/Sompara-I GP/2024-25

The Prodhan Sompara-I Gram Panchayat invites e-tender for the work of Const. of water treatment plant. Last date of submission of Bid Online up to **17:00 Hrs. on 23-01-2025.** Date of Opening of Tender on **25-01-2025 at 17.00 Hrs.** for other details visit website-**https://wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P.

Sd/- Prodhan
Sompara-I Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি.সিইই/পিআরএস/এনকেজি, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠান/পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ একই ধরনের কাজ করার পর্যাপ্ত শংসাপত্র, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য নথিপত্র রয়েছে এমন স্বনামধন্য সংস্থার থেকে নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-পিআরএস-এএমসি-ইউপিএস-০১-২০২৫; কাজের নাম ঃ** নিউ কয়লাঘাট রেলওয়ে প্রেমিসেসে ২ x ১১০ কেভিএ ইউপিএসের এএমসি; **টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ৩৮,০৫,৮৮১; **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ₹ ৭৬,১০০/-; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** এলওআই/এলওএ (অভিপ্রায় পত্র/স্বীকৃতি পত্র) প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩৬ মাস; **চুক্তির ধরণ ঃ** ওয়ার্ক কনট্রাক্ট; **বিডিং সিস্টেম ঃ** সিঙ্গেল প্যাকেট; **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ঃ** ১৭.০১.২০২৫; **বিড শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৩.০২.২০২৫ তারিখ এবং সকাল ১০টা; **বিড বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ এবং দুপুর ৩টায়; **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ এবং দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। ঠিকাদাররা এই টেন্ডারের জন্য টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য এবং বিড সিকিউরিটির জন্য শুধুমাত্র আইআরইপিএস পোর্টালে উপলব্ধ পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে পারবেন। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যেতে পারে। যদি কোনও অঘোষিত ছুটি বা বন্ধ ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে অফিস বন্ধ থাকে, তাহলে পরবর্তী কর্মদিবসে একই সময়ে টেন্ডার খোলা হবে।

MISC-312/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়ার ডিইএন/সি/হাওড়া**-র অধিক্ষেত্রে] নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। **এনআইটি নম্বরঃ ১৬০_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন)/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসন/অন্য ডিভিসন-এর যে কোন জায়গায় সাইটে ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশমতো ৩০ মিটার দূরত্বের ভিতর সকল লিড, লিফ্ট, মাল্টিপল ট্র্যাকের ক্রসিং সহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লোডিং, আনলোডিং ও স্ট্যাকিং, পৃথকীকরণ, ইত্যাদি সমেত টেলারের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে এরূপ সকল ধরনের পি.ওয়ে সামগ্রী যেমন- রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি এবং তাছাড়াও ইআরসি, বোল্ট ও নাট, বেয়ারিং প্লেট ও অন্যান্য পি.ওয়ে সামগ্রী এবং ট্র্যাক ব্যবহারের প্রয়োজন আছে এরূপ ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার পার্টস যেমন কনভেয়র বেল্ট, কাটার, চেইন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টার, ভাল্ভ, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদি পরিবহন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,০৪,৫৪,৮০৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৫২,৩০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। ক্র.নং.-২। **এনআইটি নম্বরঃ ৩০৫_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসন ঃ টিএসআর(পি)- ২৭.৪৪৯ টিকিমি., অবস্থান বালি-শক্তিগড় ডাউন-১ ১৮.৯৮৪-২১ = ২.০১৬ কিমি., ডাউন-১ ২২-২৩ = ১ কিমি., ডাউন-১ ২৪.২৫০-২৭ = ২.৭৫০ কিমি., ডাউন-১ ২৯-৩৩ = ৪ কিমি., ডাউন-১ ৩৪.৫০০-৩৭ = ২.৫০০ কিমি., আপ-১ ২২-২৭ = ৫ কিমি., আপ-১ ৩১.১৪৫-৩২ = ০.৮৫৫ কিমি., আপ-১ ৩২.৫৮২-৩৩.১৬৫ = ০.৫৮৩ কিমি., আপ-১ ৩৩.৩০৫-৩৭ = ৩.৬৯৫ কিমি., খানা-সাঁইথিয়া ডাউন ৫৮-৬২.০৫০ = ৪.০৫০ কিমি., আপ ৫২-৫৩ = ১ কিমি., কন্ট্র্যাক্টরের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) ও গ্যান্ট্রির মাধ্যমে টিএসআর(পি)-১৭ কিমি. এবং পিকিউআরএস/ম্যানুয়াল-এর মাধ্যমে ১০.৪৪৯ কিমি.। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,১৯,৩১,২১৭.৬৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৫৯,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। ক্র.নং.-৩। **এনআইটি নম্বরঃ ৩০৬_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসন ঃ সিটিআর (পি) -১৫.২৯২ টিকিমি., অবস্থান বালি-ব্যান্ডেল আপ-২ ১৯.৪১৮-২১ = ১.৫৮২ কিমি., কাটোয়া-আজিমগঞ্জ আপ ১০৮.৬০০-১২২.৩১০ = ১৩.৭১০ কিমি., মোট সিটিআর (পি)-১৫.২৯২ টিকিমি. এবং টিএসআর (পি) - ৩৫.১২২ টিকিমি., অবস্থান- ব্যান্ডেল-শক্তিগড় -রীভ. এমএল ৪৭.৩২৭-৫৫ = ৭.৬৭৩ কিমি., বালি-শক্তিগড় ডাউন-১ ১৮.৯৮৪-২১ = ২.০১৬ কিমি., ডাউন-১ ২২-২৩ = ১ কিমি., ডাউন-১ ২৪.২৫০-২৭ = ২.৭৫০ কিমি., ডাউন-১ ২৯-৩৩ = ৪ কিমি., ডাউন-১ ৩৪.৫০০-৩৭ = ২.৫০০ কিমি., আপ-১ ২২-২৭ = ৫ কিমি., আপ-১ ৩১.১৪৫-৩২ = ০.৮৫৫ কিমি., আপ-১ ৩২.৫৮২-৩৩.১৬৫ = ০.৫৮৩ কিমি., আপ-১ ৩৩.৩০৫-৩৭ = ৩.৬৯৫ কিমি., খানা-সাঁইথিয়া ডাউন ৫৮-৬২.০৫০ = ৪.০৫০ কিমি., আপ ৫২-৫৩ = ১ কিমি., কন্ট্র্যাক্টরের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) ও গ্যান্ট্রির মাধ্যমে। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৬,১১,০৭,০৮৯.১৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৫৫,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-550/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

e-Tender of Amta-I Panchayat Samity

Sealed % rate tenders are invited from bonafide outsiders regarding tender having Tender Id **2025_ZPHD_800993_1** To **6** Bid submission (start date **15/01/25 from 5:00 p.m**. & end date **24/01/25 5:00 p.m**.) **2025_ ZPHD_802559_1** To **10** Bid submission (start date **17/01/25 from 4:00 p.m**. & end date **24/01/25 5:00 p.m.**) **2025_ZPHD_802902_1** To **6** Bid submission (start date **17/01/25 from 5:00 p.m.** & end date **27/01/25 5:00 p.m.**) For details including corrigendum (if any) see wbtenders.gov.in and office notice board of this office.

Sd/-
Executive Officer
Amta-I Panchayat Samity

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-লিকুইডেশনে

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের** মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ এবং আইটেমগুলি-লিকুইডেশনে (**জিএনসিএল**), নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে 'ই-নিলামের মাধ্যমে' বিক্রি করা হচ্ছে। নিচে বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়

১।	নিলামের তারিখ এবং সময়	**সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত।** প্রতিটি নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিড করা হয়।
২।	সম্পদ / আইটেম বিক্রয়ের জন্য	**ব্লক এ**- ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এর মধ্যে কাঠামো সহ) হচ্ছে প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, কেআইএডিবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুড়, ধারওয়াড়- ৫৮০০১১, কর্ণাটক। **ব্লক বি**- তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.gujaratnrecoke.com** ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩।	রিজার্ভ মূল্য	**ব্লক এ**- আইএনআর ৩৩,৩২,৩৩,১৯০ /- (তেত্রিশ কোটি বত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার একশত নব্বই টাকা মাত্র) **ব্লক বি**-আইএনআর ১,১৩,৮২,৩০৮ /- (এক কোটি তেরো লাখ বিরাশি হাজার তিনশো আট টাকা মাত্র)
৪।	বায়না অর্থডিপোজিট	**ব্লক এ**- আইএনআর ৩,৩০,০০,০০০ /- (মাত্র তিন কোটি ৩০ লক্ষ টাকা) **ব্লক বি**-আইএনআর ১১,০০,০০০ /- (মাত্র এগারো লক্ষ টাকা)
৫।	অংশ গ্রহণ নিলাম	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **www.gujaratnrecoke.com** ওয়েবসাইটে হোস্ট করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি হতে পারে) মেনে চলতে হবে।
৬।	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২৫**
৭।	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**বুধবার, ফেব্রুয়ারি ০৫, ২০২৫**
৮।	ইএমডি জমা দেওয়ার জন্য শেষ দিন	**বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সন্ধ্যা ০৭.০০ বা তার আগে**

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আন্ডারসিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইমেলের দ্বারা **liquidator.gncl@gmail.com/ liquidator.gncl@decodereoolvency.com**

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ জানুয়ারি ১৮, ২০২৫

সুমিত বিনানী লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

e-TENDER Notice

Notice inviting e-Tender by the Prodhan Chorapahari G.P. R.N. Pur-I P.S. Purulia. **e-NST-No. 05/CGP/2024-25 Dt. 17/01/2025.** For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Chorapahari Gram Panchayat

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for:

1. NIT No:- **16/MDW-23-24/Dev(2nd Call)**, Date: 16.01.2025 under MDW, vide Memo No: 192(38)/Eng./Dev., Dated: 16.01.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **22.01.2025 upto 6.00 pm.**
2. NIT No:- **24/RIDF-XXX/Dev,** Date: 15.01.2025 under RIDF-XXX, vide Memo No: 191(39)/Eng./Dev., Dated: 15.01.2025, Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application : **22.01.2025 upto 6.00 pm.**
3. **NIT No:- 25/RIDF-XXX/Dev**, Date: 15.01.2025 under RIDF-XXX, vide Memo No: 190(39)/Eng./Dev., Dated: **15.01.2025**, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **28.01.2025 upto 6.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

Office of the
SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
(under Beldanga-II Development Block)
NOTICE INVITING e-TENDER
No: 03/Sompara-I GP/2024-25

The Prodhan Sompara-I Gram Panchayat invites e-tender for total 10 (ten) Nos. different works. Last date of submission of Bid Online up to **17:00 Hrs. on 22-01-2025.** Date of Opening of Tender on **24- 01-2025 at 17.00 Hrs**. for other details visit website-**https://wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P.

Sd/- Prodhan
Sompara-I Gram Panchayat

ই-প্রোকিউরমেন্ট সিস্টেম

টেন্ডার নং. পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/০২ তারিখ :১৭/০১/২০২৫

প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর (৫ম তলা), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নরূপে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা খোলা ই-টেন্ডারগুলি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: সকল টেন্ডারগুলি ১৪.০০ টায় বন্ধ করা হবে। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; জমা দেওয়ার তারিখ; সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; পরিমান; ইএমডির মূল্য; (১) ৬৫২৪৫০৫৮;** ১৮/০২/২৫; সিএনসি সারফেস হুইল লেদ (প্রিবিড মিটিং ২৩/০১/২৫, ১২.০০ টা পিসিএমএম মিটিং রুম/এসইআর/ জিআরসি/কোল-৪৩ -এ); ০১টি; ₹ ১৭,১৮,৪৮০.০০; **(২) ৬৫২৪৫০৩৯;** ১৪/০২/২৫; ৫০টি ট্র্যাভার্সারের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদন এবং সরবরাহ। (প্রিবিড মিটিং ২৩/০১/২৫, ১৩.০০ টা পিসিএমএম মিটিং রুম/এসইআর/জিআরসি/কোল-৪৩); ০১টি; ₹ ২,৩৬,৪৮০.০০; **(৩) ৪৭২৪৫০১৪;** ২৯/০১/২৫; সার্বিক এএমসি সহ যাত্রী লিফটের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন; ০৩টি; ₹ ২,৯৮,৯৪০.০০; **(৪) ৬০২৫৫০০৪;** ২৯/০১/২৫; প্রেস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার (প্রিটেনশনড টাইপ) ইত্যাদি উৎপাদন এবং সরবরাহ; ১০৫০ সেট; ₹ ১১,০১,৭৭০.০০; **(৫) ৩৩২৪৫০৩৭;** ০৫/০২/২৫; এএআর-এইচ টাইপ হেড ইত্যাদি সহ উন্নত হাই টেনসাইল টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলার; ৫০টি; ₹ ২,৪৯,০৪০.০০; **(৬) ৩৩২৪৫০৩৬;** ২০/০২/২৫; স্টেইনলেস স্টিলের ডাবল ফেরুল পাইপ ফিটিং ইত্যাদি; ৪১৫ সেট; ₹ ১,৩০,৪৮০.০০; **(৭) এইচবি২৪৭৫৩১;** ০৬/০২/২৫; সিলিং মাউন্ট করা স্বয়ংক্রিয় মডুলার অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ইনার্ট গ্যাস ভিত্তিক; ৭৫টি; ₹ ১,৫৬,৬৭০.০০; **(৮) ২৯২৫০০১৮;** ৩০/০১/২৫; উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রাফট গিয়ার/ ডব্লিউএজি-৯ লোকোর জন্য; ২১৫টি; ₹ ১,৯৪,৮৪০; **(৯) ২৯২৪৩৭৯৭;** ৩০/০১/২৫; ই৭০ ব্রেক সিস্টেমের ৯টি ভালভের বিবিধ কিটের সেট; ১১৭ সেট; ₹ ১,৫৯,৬৬০.০০; **(১০) ২৯২৪৫০১৮;** ৩১/০১/২৫; ৩ ফেজ লোকোমোটিভ ইত্যাদির ভেল প্রপালশন সিস্টেম; ১৬টি; ₹ ২,৩৯,৪৫০.০০; **(১১) ২৫২৪১২৪৬;** ৩১/০১/২৫; এমভিএমটি -এর জন্য ইম্পেলার ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্লোয়ার মোটর; ৬৩টি; ₹ ১,৪৬,৩৭০.০০; **(১২) ২৯২৪৩২৯০;** ০৩/০২/২৫; এফটিআরটিআইপিএল মেক এয়ার ড্রায়ারের আইওএইচ শিডিউলের ওভারহোলিং কিট; ৯৯টি; ₹ ১,১৩,১৬০.০০; **(১৩) ২৯২৪৪৫৮৮;** ০৫/০২/২৫; এন্ড ফ্রেম ড্রাইভিং এন্ড অ্যাসেম্বলি (পরিবর্তিত); ১২৫টি; ₹ ২,০০,৬০০.০০; **(১৪) ১৬২৪৫০০৪;** ০৭/০২/২৫; ইনভার্টার ফেজ মডিউল এমএইচএস৭২২পি(জি)এস; ০৯টি; ₹ ১,৪০,০০০.০০; **(১৫) ২৯২৫৩০১০;** ১৩/০২/২৫; অ্যাক্সেল গাইড লিঙ্কের জন্য স্ফেরিব্লক; ৯৩৫৪টি; ₹ ১৮,১০,১৯০.০০; **(১৬) ২৫২৪৩৫৬৫;** ২৫/০২/২৫; ১৫০০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য কন্টাক্ট সেগমেন্ট; ৭৮৭টি; ₹ ২,০৯,৬০০.০০; **(১৭) ২৯২৪৩২০৬;** ০৬/০৩/২৫; হেড লাইটের জন্য কন্টাক্টর; ২৭৯টি; ₹ ১,৬৯,৯২০.০০; **(১৮) ২৯২৪৩১৯৪;** ১০/০৩/২৫; ডব্লিউএজি-৯ লোকোর জন্য কন্টাক্টর ফিল্টার চালু/বন্ধ এবং এডাপটেশন; ২১টি; ₹ ১,৭৮,৪২০.০০; **(১৯) ২৯২৪৪৯৯৪;** ২৫/০৩/২৫; হল ইফেক্ট অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সর; ১৫৬টি; ₹ ১,১৬,৮৯০.০০; **(২০) ৬৬২৪৫০২৩;** ০৫/০২/২৫; বিভিন্ন আইটেম. প্লাসার -এর তৈরি; টেন্ডার অনুসারে; ₹ ৪,৪৫,৭২০.০০; **(২১) ৬০২৪০০১৮এ;** ০৬/০২/২৫; ফিশ বোল্টস ও নাট ২৫ x ১৪০ (টি-১৮৯৯) ৬০ কেজি রেল ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত; ৬৭৮৮৪টি; ₹ ১,০০,৯৩০.০০; **(২২) ৪৬২৪৫০৬৩;** ০৫/০২/২৫; ১৩০ বর্গ মিমি স্ট্র্যান্ডেড ক্যাডমিয়াম কপার লার্জ স্প্যান তার ইত্যাদি; ০৮ এমটি.; ₹ ১,৫৩,২১০.০০; **(২৩) ৪৬২৪৫০৬১;** ১৮/০২/২৫; ১৬০ বর্গ মিমি অ্যানিলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার তার ইত্যাদি; ০৬ এমটি.; ₹ ১,২৯,৬১০.০০। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই জিনিসপত্রের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সমস্ত টেন্ডার এবং পরে প্রকাশিত যেকোনো সংশোধনীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।**

(PR-1029)

প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/জিআরসি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works.

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/082/24-25

Name of the Work: **Renovation of Road by laying of Hot Mix along with ancillary works near Premises No. 897 Purbachal Road (N) in Ward No. 106**. Estimated Amount: **Rs. 3,07,646.55**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **45 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/080/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of U/G drainage system at slum area of Nonadanga Bijoy Colony near H/O Joydeb Dolui, Subrata Biswas etc. in Ward No. 108**. Estimated Amount: **Rs. 2,76,130.91**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/124/24-25

Name of the Work: **Renovation of Dilapidated Road near Premises No. 2203, 1101 Chakgaria etc. in Ward No. 109, BR-XII, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 2,95,934.92**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **135 days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/38/24-25

Name of the Work: **Restoration of damaged road during laying of W/S Pipe Line at various places of S.V. Road, Deshbandhu Road etc. in Ward No. 102, BR-XII**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,516.63**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/086/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of U/G drainage system at slum area near Premises No. 46 Gunamani Safui Road in Ward No. 106**. Estimated Amount: **Rs. 4,31,793.67**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **40 days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/091/24-25/ BUSTEE

Name of the Work: **Improvement of Road at Barough Ghar Bustee by providing Kerb & Channel near Premises No. 24/5 Behari Mondal Road in Ward No. 106**. Estimated Amount: **Rs. 4,03,506.45**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **40 days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/079/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of U/G drainage system at slum area of Chowbagha Majhi Para (Balir Math) near H/O Deshbandhu Mondal, Surya Kumar Roy in Ward No. 108**. Estimated Amount: **Rs. 4,88,461.05**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **75 days**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/081/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of storm water U/G drainage system at slum area near Premises No. 205, 390 etc. R. R. Plot in Ward No. 108**. Estimated Amount: **Rs. 4,34,619.37**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **75 days**.

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/083/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of storm water U/G drainage system at slum area near Premises No. 584, 606 etc. R. R. Plot in Ward No. 108**. Estimated Amount: **Rs. 3,41,587.74**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **75 days**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/084/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Development of storm water U/G drainage system at slum area near Premises No. 551, 546 etc. R. R. Plot in Ward No. 108**. Estimated Amount: **Rs. 3,41,989.51**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2025** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 10]**. Date and time of opening of bid: **27.01.2025** at **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 10]**. The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 10]**.

The Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work.

NIT No. : KMC/XIII/117/054/24-25/BS (1st Call)

Name of the Work: **Construction of sanitary latrines at 138/N, 238, S. N. Road and 26 Canal Road (Slum area) in Ward No. 117, BR-XIII**. Estimated Amount: **Rs. 2,99,580.57**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2025** up to **11 a.m.** Tender will be opened on: **27.01.2025** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.01.2025** from **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/132/039/24-25/R (1st Call)

Name of the Work: **Development of concrete passage at Mayadasi Road Bye Lane (Slum Area) near Premises No. 23/12/5, 23/1 etc. in Ward No. 132.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,37,381.09.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/XIV/132/042/24-25/BUSTEE (1st Call)

Name of the Work: **Construction of sanitary laterines at different slum areas of 10 No. Bustee, Co-Cola Bustee etc. in Ward No. 132.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,911.39.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No.: KMC/XIV/121/044/24-25/BS (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of bustee concrete passage in the Anandapally and Bhasapara Slum Area etc. in Ward No. 121.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,382.79.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/XIV/121/045/24-25/BS (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of bustee U/G sewer including replacement of Pit-covers etc. in the Maity Para, Sarada Pally, 18, Bigha and P. C. Sen Colony Slum Area etc. in Ward No. 121.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,700.35.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 days [For Sl. No. 3 & 4].** Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 upto 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** Tender will be opened on: **27.01.2025 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-V, Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/XIV/105/24-25/127/MKT

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at Sibarampur Super Market, KMC in Ward No. 127.** Estimated Amount: **Rs. 3,46,531.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2025** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/084/2024-2025/D

Name of the Work: **Restoration of C.C. passage disturbed by Water Supply Department, GRU at Jelia Para Road Bye Lane near Premises Nos. Z-4/46/1, Z-4/185 etc. in Ward No. 141, Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,72,452.42.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 at 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **01.02.2025** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2025 (5 p.m.)**

(2) NIT No.: KMC/XV/137/037/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of drainage system with allied work at Tel Mill Gali near H/No. R-80, 81, 79 and 78 in Ward No. 137 under Br.-XV Slum Area.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,77,271.42.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No.: KMC/XV/141/085/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of C.C. pavement and allied works at Dr. A. K. Road Bye Lane (Slum Area) near Premises Nos. Z-56 etc. in Ward No. 141, Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,414.34.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/XV/133/063/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the Work: **Removal of silt and slush from surface drain and sewer line at Akshay Kanan Lane and other location in Ward No. 133, Br.-XV under Slum Area.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,304.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Date of uploading of NIT and other documents (online): **20.01.2025 at 12 noon [For Sl. No. 2 to 4].** Documents download/sell start date (online): **20.01.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** Documents download/sell end date (online): **30.01.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** Bid submission start date and time (online): **20.01.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** Bid submission closing date and time (online): **30.01.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** Bid opening date and time for Technical proposals (online): **01.02.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

1254/24-25

চাষবাস

কীভাবে লোনের টাকা মেটাবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক

বিঘার পর বিঘা জমিতে চাষ হয়েছে আলু, শসা। দিব্যি বেড়ে উঠছিল তারা। কিন্তু আচমকাই -র ছাড়া জলে সব শেষ। জলের তলায় চাষের জমি। ফসলের ব্যাপক ক্ষতিতে মাথায় হাত হুগলির পোলবার বহু কৃষকের। কীভাবে লোনের টাকা মেটাবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁরা। হুগলির পোলবা থানার মহানাদ পঞ্চায়েতের মেঘসার গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বোরো ধান চাষ হয়। তার আশপাশের জমিতে কেউ ফলিয়েছেন আলু। তো কেউ চাষ করেছেন শসা। রবিবার সকালে কৃষকরা মাঠে গিয়ে দেখেন আলু এবং শসার জমি পুরো ভেসে গিয়েছে ডিভিসির ছাড়া জলে। সমবায় থেকে লোন নিয়ে আলু,শসা চাষ করেছিলেন কৃষকরা। ডিভিসির ছাড়া জলে চাষযোগ্য জমি ভেসে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। কারণ, কীভাবে লোনের টাকা মেটাবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বহু কৃষক। সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।ডিভিসির ছাড়া জলে এমন বিপদের কথা শুনে জলে ডোবা চাষের জমি পরিদর্শন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জানান, ‘‘ওখানকার চাষিরা আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমি শোনামাত্রই ঘটনাস্থলে যাই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০ বিঘা। চাষিরা লোন করে আলুর বীজ কিনে চাষ করেন। সেই আলু বিক্রি করে লোনের টাকা শোধ করবেন বলেই পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ডিভিসি হঠাৎ করে জল ছেড়ে দেওয়ায় পুরো জমি জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। দেখে যা মনে হচ্ছে একটি আলুও আর বাঁচবে না। চাষিদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। আমি বিষয়টি বিডিওকে জানিয়েছি। জেলাস্তরে কথা বলছেন। কৃষকরা যাতে ক্ষতিপূরণ পান, সে অনুরোধ জানিয়েছি। আমি বিডিওকে অনুরোধ করব একটা সরষে বিমার ক্যাম্প করতে, যাতে কৃষকরা উপকৃত হন।

ইমরানকে ১৪ ও বুশরাকে ৭ বছরের কারাদণ্ড

আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ১৯ কোটি পাউন্ডের দুর্নীতির এ মামলায় ইমরানকে ১৪ ও বুশরাকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। আদিয়ালা কারাগারে স্থাপিত অস্থায়ী আদালতকক্ষে বিচারপতি নাসির জাভেদ রানা শুক্রবার এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে তিনবার রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেও তা পেছানো হয়েছিল। এদিকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি ইমরান ও বুশরাকে জরিমানাও করেছেন আদালত।

ইমরানকে ১০ লাখ ও বুশরাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে ইমরানকে অতিরিক্ত ছয় মাস ও বুশরাকে তিন মাস কারাগারে থাকতে হবে। রায় ঘোষণা উপলক্ষে আদিয়ালা কারাগারের বাইরে আজ কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়। রায় ঘোষণার পর আদালতকক্ষ থেকে বুশরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। ১৯ কোটি পাউন্ড তছরুপের অভিযোগে তাঁর ও বুশরা বিবির বিরুদ্ধে আল-কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা করেছিল পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টাবিলিটি ব্যুরো (এনএবি)। মামলায় ২০২৩ সালের মে মাসে ইমরানকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর সাধারণ নির্বাচনের পরপর গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি মামলায় ইমরান ও বুশরাকে অভিযুক্ত করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইমরান ও বুশরা বাহরিয়া টাউন লিমিটেডের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা এবং অনেক জমি নিয়েছিলেন।

ইমরানের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী পিটিআই সরকারের সময় যুক্তরাজ্য পাকিস্তানকে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা অর্থ ফেরত দিয়েছিল, তা বৈধ করতে এসব লেনদেন করা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর ইসলামাবাদের অ্যাকাউন্টাবিলিটি আদালতে মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল। তবে শীতকালীন ছুটির কারণে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত রায় স্থগিত করা হয়।

৬ জানুয়ারি বিচারপতি নাসির জাভেদ রানা ছুটিতে থাকায় সেদিনও রায় ঘোষণা করা হয়নি। এরপর ১৩ জানুয়ারি রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ইমরান ও বুশরা আদিয়ালা কারাগারে স্থাপিত আদালতকক্ষে হাজির হতে পারেননি উল্লেখ করে সেদিনও রায় স্থগিত করা হয়। অবশেষে আজ রায় ঘোষণা করা হলো।

সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চার বছর পরপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অভিষেকের এ অনুষ্ঠান হয় জমকালো। আমন্ত্রণ পান অনেক অতিথি। থাকে অনেক আয়োজন। ২০ জানুয়ারি, সোমবার ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে যে আয়োজনগুলো থাকবে, তা জেনে নেওয়া যাক।

শপথ গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে, ২০ জানুয়ারি দুপুরে নতুন প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শুরু হয়। সেদিনই নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ নিয়ে থাকেন। তবে ২০ জানুয়ারি যদি রোববার (সাপ্তাহিক ছুটির দিন) পড়ে যায়, তবে শপথ অনুষ্ঠান এক দিন পড়ে হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা ক্যাপিটলের ওয়েস্ট লনে স্থাপিত অস্থায়ী প্ল্যাটফর্মে শপথ নিয়েছেন। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। আগামী সোমবার ট্রাম্পকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস। এ নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ পড়াবেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে নতুন প্রেসিডেন্ট বক্তব্যও দিয়ে থাকেন। ওই বক্তব্যে তিনি আগামী চার বছরে কী কী করার পরিকল্পনা করছেন, তার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন। সোমবার ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও শপথ নেবেন।

২ লাখের বেশি টিকিট বণ্টন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে বিশ্বনেতা, শীর্ষস্থানীয় ধনকুবেরসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া আইনপ্রণেতাদের কার্যালয় থেকে শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ২ লাখ ২০ হাজারের বেশি টিকিট বিতরণ করা হচ্ছে। তবে যাঁরা ওই টিকিট পাবেন না, তাঁদেরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ন্যাশনাল মল থেকে বিশালাকারের ভিডিও স্ক্রিনে হাজারো মানুষ ওই শপথ অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্যাপিটল থেকে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার রাস্তা পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউতে প্যারেড দিয়ে যাওয়ার সময় জনসাধারণ ট্রাম্পকে একনজর দেখতে পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর

ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে আভাস দিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই বেশ কয়েকটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের অধীন নেওয়া অনেক নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে এসব আদেশে স্বাক্ষর করা হবে। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর মধ্যে আছে অভিবাসীদের গণহারে বিতাড়িত করার কর্মসূচি চালু এবং তেল উত্তোলনের তৎপরতা বাড়িয়ে দেওয়া। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গাকারীদের ক্ষমা করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

সংগীত আয়োজন

২০১৭ সালে প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের অভিষেকের সময় তারকাদের উপস্থিতি কম ছিল। কারণ, বিতর্কিত রিয়েলিটি তারকা থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ইচ্ছুক কোনো প্রথম সারির তারকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী ক্যারি আন্ডারউড ‘আমেরিকা দ্য বিউটিফুল’ গানটি গাইবেন। মার্কিন সংগীতশিল্পী লি গ্রিনউডও ওই অনুষ্ঠানে গান গাইবেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য সমস্যাগুলো আমলে নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সমাধানের একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ইসরায়েলের স্থিতিশীলতার জন্য এটি প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন বাইডেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন । আগামী সোমবার রিপাবলিক পার্টি থেকে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন বাইডেন। নেতানিয়াহুকে বন্ধু সম্বোধন করে বাইডেন বলেন, ‘যদিও আমরা অনেক বিষয়ে পুরোপুরি একমত নই, তবু আমার বন্ধু বিবি নেতানিয়াহুকে আমি একটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই।’ বাইডেন আরও বলেন, ‘ফিলিস্তিনি হিসেবে অভিহিত একটা বড় অংশের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের কোনো জায়গা নেই। নেতানিয়াহুকে তাঁদের সমস্যা সমাধানের একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।’ ইসরায়েলকে সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দেওয়ার জন্য বাইডেনের সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার দল।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিজ্ঞাপন থেকে নন-ফেয়ার রাজস্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন

মালিগাঁও, ১৭ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৪-এর সময়কালে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নন-ফেয়ার রাজস্ব অর্জন করতে উল্লেখনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। নন-অপারেশনাল উৎস থেকে আয় অনুকূলকরণ করার উপর গুরুত্ব প্রদানের সাথে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লক্ষ্যযুক্ত কৌশলগুলি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে স্টেশন চত্বরে এবং ট্রেনগুলিতে বিজ্ঞাপন দ্বারা সামগ্রিকভাবে প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা অর্জন করেছে। গুয়াহাটি এবং কামাখ্যার মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনগুলি ব্যবসায়িকদের তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যের দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে এবং আকর্ষনীয় বিষয়বস্তু সহ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। অতিরিক্তভাবে, শিলিগুড়ি সিটি বুকিং অফিস ও নিউ জলপাইগুড়ি এবং কাটিহার স্টেশনের চার্কুলেটিং এরিয়ায় কৌশলগতভাবে বিজ্ঞাপনগুলির স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। হোর্ডিং এবং ফ্লেক্স বোর্ড সহ আউটডোর বিজ্ঞাপনগুলিও উচ্চ-দৃশ্যমানতাযুক্ত স্থানে বিশেষভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আউটডোর হোর্ডিং থেকে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১.৮২ কোটি টাকা অর্জন করেছে। গুয়াহাটি, নিউ জলপাইগুড়ি, রঙিয়া এবং নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হোর্ডিংগুলি স্থাপন করা হয়েছে। সিভক স্টেশন ব্রিজ এবং ডামডিমের মতো পরিকাঠামোগুলির পাশে থাকা কৌশলগত স্থানগুলিও এই অঞ্চলগুলিতে উচ্চ দৃশ্যমানতা এবং যাত্রী ভিড়ের সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রচেষ্টার দ্বারা ব্র্যান্ডগুলিকে বৃহৎ সংখ্যক দর্শকদের সাথে সংযোগ করার ব্যাপক সুযোগ প্রদান করেছে এবং রেলওয়ে সম্পদের মান বৃদ্ধি করেছে। পরম্পরাগত বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের কোচে ভিনাইল র্যাপিং-এর মতো উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা প্রায় ১ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছে। ট্রেন নং. ২২৫০২ (নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস), গুয়াহাটি-ওখা এক্সপ্রেস (১৫৬৩৬১৫৬৩৫) এবং আগরতলা করিমগঞ্জ ডেমু স্পেশাল (০৭৬৭৯০৭৬৮০)-এর মতো ট্রেনগুলিতে প্রাণবন্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য এগুলিকে মোবাইল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রচেষ্টায় ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (১৫৭১৩১৫৭১৪) এবং শতাব্দী এক্সপ্রেস (১২০৬৭১২০৬৮)-এর মতো ট্রেনের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের উভয় অংশে ভিনাইল র্যাপিংও করা হয়েছে, যার দ্বারা ট্রেনগুলি একাধিক অঞ্চল অতিক্রম করার ফলে ব্র্যান্ডগুলিকে ব্যাপক দৃশ্যমানতা প্রদান করে। আরও ডিজিটাল বিজ্ঞাপন এবং স্থান-নির্দিষ্ট চুক্তিগুলিও রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটির মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে ফুট ওভার ব্রিজে গ্লো সাইন বোর্ড এবং ডিজিটাল বিজ্ঞাপনগুলি স্থাপন করে আধুনিক বিজ্ঞাপনের বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগরতলা, লামডিং এবং বঙাইগাঁও-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির চার্কুলেটিং এরিয়ার জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদান করে, রেলের স্থানগুলির ধারাবাহিক মুদ্রায়ণ নিশ্চিত করা হয়। এইভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেল যাত্রীদের জন্য আধুনিকীকৃত বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মকে আরও উন্নত করার পাশাপাশি উদ্ভাবনী উপায়গুলি অন্বেষণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন টিউলিপ

সমালোচনার মধ্যে যুক্তরাজ্যের সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন টিউলিপ সিদ্দিক। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যু ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ কিছুদিন ধরে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম ছিলেন। তিনি ল মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি কী লিখেছেন, তা হুবহু তুলে ধরা হলো।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আপনি আমার ওপর যে আস্থা দেখিয়েছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিত্বের মানদণ্ডবিষয়ক আপনার স্বাধীন উপদেষ্টা যে দ্রুততা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করেছেন এবং আমার বর্তমান ও অতীতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনযাপনের বন্দোবস্ত নিয়ে পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যেমনটি আপনি জেনেছেন, আমার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে স্যার লাউরি নিশ্চিত করেছেন যে আমি মন্ত্রিত্বের বিধি (মিনিস্ট্রিয়াল কোড) লঙ্ঘন করিনি। তিনি উল্লেখ করেছেন, এমনটি বলার কোনো প্রমাণ নেই যে আমার যে সম্পদ রয়েছে বা যেখানে আমি বসবাস করেছি, সে বিষয়ে আমি অনুচিত কিছু করেছি। তা ছাড়া আইনসিদ্ধ উপায় ব্যতীত আমার কোনো সম্পদ এসেছে, এমনটি বলার কোনো প্রমাণও নেই। আমার পারিবারিক সম্পর্ক একটি প্রকাশ্য বিষয়। যখন আমি মিনিস্টার হয়েছিলাম তখন আমি আমার সম্পর্কের বিস্তারিত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়গুলো সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলাম। কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে আলোচনা করার পর আমি আমার স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ঘোষণায় এটা উল্লেখ করার পরামর্শ পেয়েছিলাম যে আমার খালা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্ববিষয়ক ধারণা এড়াতে বাংলাদেশসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি থেকে আমাকে সরিয়ে রাখার জন্য। আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি যে এসব বিষয়ে পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেছি এবং তা অব্যাহত রেখেছি। তা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইকোনমিক সেক্রেটারি হিসেবে আমার দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়াটা সরকারের কর্মকাণ্ড থেকে মনোযোগ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে পারে। এই লেবার সরকার এবং সরকার জাতীয় পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের যে কর্মসূচি নিয়েছে, তার প্রতি আমার আনুগত্য রয়েছে এবং সব সময় সেটা থাকবে। সুতরাং আমি আমার মন্ত্রিত্বের পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার সরকারে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পেছনের সারি থেকে যেভাবে পারি আপনার সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাব।

‘শিগগিরই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে’

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়া নিয়ে আশা ছাড়ছে না যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেন, ওয়াশিংটন বিশ্বাস করে চুক্তিটি সঠিক পথে আছে এবং শিগগিরই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। কারবি গতকাল বৃহস্পতিবার সিএনএনকে বলেন, ‘এ মুহূর্তে এটি (যুদ্ধবিরতি চুক্তি) লাইনচ্যু ত হতে চলেছে, এমনটা বলার মতো আমরা এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’ গতকাল ইসরায়েলি মন্ত্রিসভায় ভোটাভুটির কথা থাকলেও তা হয়নি। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার বা আগামীকাল শনিবার ভোট হতে পারে। তবে গাজা উপত্যকায় এখনো ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকাল রাতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলেছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার ঘোষণা আসার পরদিন ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৮৬ জন নিহত হয়েছেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে ইসরায়েলের মন্ত্রীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিভাজন রয়েছে। চুক্তিটি ঝুলে থাকার জন্য হামাসকে দায়ী করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় গতকাল নির্ধারিত ভোটাভুটি হয়নি। যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রথম ছয় সপ্তাহে গাজায় আটক ইসরায়েলি নাগরিকদের মধ্য থেকে ৩৩ জনকে ছেড়ে দেওয়ার কথা।

গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ খুনে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ খুনে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। দোষী অশোক সিংকে ফাঁসির নির্দেশ দিল আদালত। ৫৪ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা চুঁচুড়া পকসো আদালতের। শুক্রবার যখন অশোক সিংকে আদালতে পেশ করা হচ্ছিল, তখন বাইরে জড়ো হয়েছিলেন শিশুর বাবা-মা, পরিজন আর গ্রামবাসীরা। তাঁরা অশোকের ফাঁসির সাজার জন্য স্লোগান তোলেন। আদালতের বাইরে যে আইনজীবীরা ছিলেন, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাছে কাতর আবেদন করতে থাকেন। প্রসঙ্গত, শনিবারই তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনে সাজা শোনাবেন শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। তার আগে এই নির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত ২৪ নভেম্বরের ঘটনা। তিলোত্তমা কাণ্ডে যখন ফুঁটছে গোটা রাজ্য, ঠিক তার মধ্যেই হুগলির গুড়াপে ঘটে যায় আরও এক নৃশংস ঘটনা। পাঁচ বছরের ওই শিশুকন্যাকে চকোলেট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় অশোক। পাশের বাড়ি ‘জ্যেঠু’ অশোককে ভালভাবেই চিনত ওই শিশু। তাই তার ডাকে চলেও যায়। এদিকে মেয়ে মাংস খাবে বলে বায়না করেছিল, তাই মেয়ের জন্য বাজারে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন ওই শিশুর বাবা। তার মধ্যেই নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে বসে অশোক। শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন তো বটেই, প্রমাণ লোপাট করতে তাকে খুন করে অশোক। বাড়িতে মেয়েকে দেখতে পাননি শিশুর বাবা। খোঁজ শুরু করেন। এলাকাবাসীরাও খোঁজ করতে থাকেন। প্রতিবেশী অশোকের ঘরে খোঁজ করতেই শিউরে ওঠেন তাঁরা। খাটে মশারি পেঁচানো অবস্থায় পড়েছিল শিশুর রক্তাক্ত দেহ। গোটা ঘটনায় আরও তপ্ত হয় বাংলার পরিস্থিতি। অশোককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৯ ডিসেম্বর গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ খুনে চার্জশিট গঠন করে পুলিশ। ১১ ডিসেম্বর চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ৫৪ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা। শুক্রবার , ওই শিশুর জন্মদিন। জন্মদিনেই বিচার পেল সেই শিশু।

৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৭ জানুয়ারিঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ঘুটিয়ারী শরিফ গালর্স স্কুলের কাছে তিনজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। তারপরে পুলিশ ঐ তিনজন ব্যক্তিকে আটক করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তিরা জানান তাদের নাম মহাদেব বর্মন, কৃষ্ণ বর্মন ও নিশিকান্ত বৈদ্য। পুলিশ তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ তাদের নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি স্ব-প্রণোদিত মামলা রুজু করে। ধৃতদের শুক্রবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

মহা মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জানুয়ারিঃ হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নালিকুল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের সাবওয়ে নির্মাণের দাবীতে নালিকুল বটতলা থেকে নালিকুল স্টেশন অবধি এক বিশাল মহামিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সভায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন নালিকুল স্টেশন সহ হরিপাল সিঙ্গুর এবং চন্ডীতলা এলাকায় প্রায় ১৮ টি জায়গায় সাবওয়ে অথবা উড়ালপুল নির্মাণের দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি।

Name Change

I, Basudab Biswas S/O-Gangadhar Biswas resident of Vill+ P.O.- Chanchai, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713151, have changed my name and shall henceforth be known as 'BASUDEB BISWAS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 17/01/2025. That Basudab Biswas and Basudeb Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Smt. Tandrima Ghosh Bose, W/O- Sri Tapas Ghosh, R/O-B6/9 EKTP, Phase- II, P.S.-Kasba, P.O.- E.K.T., Kolkata-700107, have changed my name and shall henceforth be known as Tandrima Ghosh as declared before the Notary Public Alipore Court, West Bengal vide Affidavit No. 61, Dated : 15/01/2025, Tandrima Ghosh Bose and Tandrima Ghosh both are same and identical person.

Name Change

I, Aboul Hossain Molla(old name) S/o Mohsin Ali Molla(Old Name) resident of Bankra Paschim Para, Badam Tala, PS-Domjur, Dist-Howrah-711403 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Abul Hossain Molla (New Name) S/o Mahasin Molla (New Name), vide an affidavit sworn before the notary public at Howrah on 14/01/2025. Aboul Hossain Molla S/o Mohsin Ali Molla and Abul Hossain Molla S/o Mahasin Molla both are same and one identical person.

Name Change

I,DIPIKA DEBNATH (OLD NAME),W/O ABHIK CHAKRABORTY,RESIDING AT 135,PATHAGAR ROAD,PANIHATI, PS-KHARDAH,PIN-700114,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPIKA CHAKRABORTY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2025. DIPIKA DEBNATH(OLD NAME) AND DIPIKA CHAKRABORTY (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,ISRAT PARVEEN (OLD NAME),W/O IQBAL KADIR, RESIDING AT 40H/4,SHAMSUL HUDA ROAD, PS-KARAYA,PIN-700017,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISHRAT PARVEEN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2025. ISRAT PARVEEN (OLD NAME) AND ISHRAT PARVEEN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,QUADIR IQBAL (OLD NAME),S/O LATE ABDUL KADIR,RESIDING AT 40H/4, SHAMSUL HUDA ROAD,PS-KARAYA,PIN-700017,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IQBAL KADIR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2025. QUADIR IQBAL(OLD NAME) AND IQBAL KADIR (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, AYESA SULTANA BEGAM (OLD NAME), W/O LATE MD ABUTAHER RESIDENT OF VILL-MIRZAMOHALLA, PO-MIDNAPORE, PS-KOTWALI, DIST-PASCHIM MIDNAPORE, PIN-721101, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYESHA SULTANA (NEW NAME) VIDE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT MIDNAPORE ON 26/09/2024. AYESA SULTANA BEGAM(OLD NAME) AND AYESHA SULTANA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Change of Name

I,Sahjahan Sk & Shajahan (Old Name)S/O–Asrafuddin Sk residing at Begunbari, Uttarpar, Begunbari, Beldanga, Murshidabad, 742133. I have change my new name to Md Sahajahan Sk by notary public Berhampore court on 17/01/2025.My name Md Sahajahan Sk (new name) & (old name) Sahjahan Sk & Shajahan both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Md Aminul Haque (Old Name) S/O–Mohar Ali Sk residing at Vill & Po-Kashipur, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189. I have change my new name to Aminul Rahaman by notary public Berhampore court on 17/01/2025. My name Aminul Rahaman & Md Aminul Haque both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Hiru Sk (Old Name) S/O–Kaosar Sk residing at Chandrasinghbati, Khargram, Murshidabad, West Bengal, Pin-742138. I have change my new name to Hiro Sk by notary public Berhampore court on 17/01/2025. My Name Hiro Sk & Hiru Sk both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Fajal Sheikh & Patal Sheikh (Old Name) S/O–Ijahar Sk residing at Gunanandabati, Kandi, Murshidabad , West Bengal, Pin-742140. I have change my new name to Patal Sk by notary public Berhampore court on 17/01/2025. My Name Patal Sk (new name) & (old name) Fajal Sheikh & Patal Sheikh both are same and one indentical person.

Name Change

I,MADHU SUDHAN DEY(OLD NAME),S/O LATE SAILEN CHANDRA DEY,RESIDING AT VILL-TEJGANJ,PO-NUTANGANJ,PS-BURDWAN TOWN,PIN-713102, DIST-PURBA BARDHAMAN,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHU SUDAN DEY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2025. MADHU SUDHAN DEY(OLD NAME) AND MADHU SUDAN DEY (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NOTICE

It is hereby inform that I. Smt Padmarani Ghosh, Wife of Sri Susamoy Ghosh residing at Keota Ghoshpara, Natun Bagan, PO Sahaganj, PS Chinsurah, Dist. Hooghly, 712104, West Bengal. I already executed one affidavit before Ld. Court of Judicial Magistrate, first Class sadar Hooghly by stating that I Smt Padmarani Ghosh, wife of Sri Susamoy Ghosh & Smt Bandana Ghosh is the self, same, one and identical person. Dated 18/11/2024. And on this day I am addressing by above said two names. With permission of the above mentioned Santanu Nandy Advocate Distrct Judge's court Hooghly M-9734048759

জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৪০তম বার্ষিক মহা অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি ঃ সারা দেশের ৩৫০ জন ইতিহাসবিদকে নিয়ে শুক্রবার থেকে জলপাইগুড়িতে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৪০ তম বার্ষিক মহা অধিবেশন। এই প্রথম রাজ্যের কোনও কলেজে ইতিহাস গবেষকদের নিয়ে এত বড় মাপের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন দুপুরে অধিবেশনের সূচনা হয়। উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সম্পাদক

অধ্যাপক আশিসকুমার দাস, বঙ্গরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদ ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, কবি বিজয় দে, প্রসন্নদেব মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল সমাপ্তি সাহা, অধ্যাপক রূপন সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানকে ঘিরে কলেজ প্রাঙ্গণে অসংখ্য ইতিহাস বইয়ের স্টল খোলা হয়েছে। অধিবেশনে উপস্থিত বক্তাদের দাবি ইতিহাসকে বিকৃত করে আজকাল মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। এর ফলে সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে না বর্তমান প্রজন্ম। এজন্য এই অধিবেশনের মধ্য দিয়ে তথ্য ভিত্তিক ও সত্য ভিত্তিক ইতিহাস তুলে ধরাই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আজীবন সদস্য ড. আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে না বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে ত্রুটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে না।' জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা কলেজে শুরু হওয়া এই অধিবেশন চলবে আগামী তিনদিন।

সাফল্য পুলিশ প্রশাসনের! গ্রেপ্তার তিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুলিশের জালে আটক হয়েছে বহু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। নদীয়াতেও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বহু এলাকা থেকে প্রায় প্রতহ্যই পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। আর এবার আবারো পুলিশের জালে গ্রেপ্তার তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সূত্রের খবর নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাঁসখালি থানা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়, সেখান থেকেই দীর্ঘদিন থেকে গা ঢাকা দিয়ে থাকা তিন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে ভারতীয় দালাল চক্রের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশীরা গা ঢাকা দিয়েছিল।

অনুপ্রবেশকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে ভারতীয় দালাল চক্রের সাথে জড়িত থাকা শরিফুল মন্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গেছে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম অভি মিয়া, সুজ্জল মিয়া, তানিয়া আক্তার। শুক্রবার ধৃত চারজনকে রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। তবে তিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী কিভাবে ভারতের প্রবেশ করেছিল এবং তাদের সাথে আরও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছে কিনা তার তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে আদালতে। উল্লেখ্য গত কয়েকমাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করছে রানাঘাট পুলিশ জেলা। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হচ্ছে ভারতীয় দালাল চক্রের সাথে জড়িত থাকা মূল পান্ডাদের। একপ্রকার বলা যেতেই পারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করলেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারছে না। যার কারণে প্রতিদিনই একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছে এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীরা।

ট্রেনে ওঠার আগেই অসুস্থ হয়ে প্ল্যাটফর্মেই মৃত্যু ব্যক্তির

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৭ জানুয়ারি ঃ বাড়ি ফেরার জন্য এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠতে যাওয়ার আগেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এক ব্যক্তি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নদীয়ার চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। পুলিশ জানায়, মৃত ওই ব্যক্তির নাম দীপক কুমার মন্ডল (৫২)। বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর নতুন গ্রামে। সূত্রের খবর আদতে মালদা জেলার বাসিন্দা হলেও মায়াপুর ইসকনের ভক্ত হওয়ায় প্রায় সময়ই মায়াপুরে থাকতেন। জানা যায়, থাকার জন্য মায়াপুর বল্লালদিঘি এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। সেখানেই অস্থায়ীভাবে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসেন। অপেক্ষা করতে থাকেন ট্রেন আসার। যথা সময়ে ট্রেন এলেও ট্রেনে ওঠা আর হয়নি। ট্রেনে ওঠার আগেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি । বিষয়টি নজরে আসতেই জিআরপিও আরপিএফ কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। জিআরপি সূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তি ট্রেন ধরার জন্য তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। মালদাগামী তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে এলে, তিনি ট্রেনে উঠতে যান। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগেই প্ল্যাটফর্মেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর স্টেশনে কর্মরত জিআরপি ও আরপিএফ কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্য চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সামগ্রিক ঘটনা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

রেলওয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ , চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৭ জানুয়ারি ঃ নলহাটি দুই ব্লকের অধীন লোহাপুর রেলওয়ে স্টেশন লাগোয়া ফুটপাত দোকান উচ্ছেদে তৎপর হলো রেলওয়ে প্রশাসন। তার জেরে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ব্যাবসায়ীদের মধ্যে কেউ পনেরো, কেউ ত্রিশ বছর ধরে ব্যবসা করছিলেন। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তে অথৈ জলে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। মনিহারী দ্রব্য বিক্রেতা আব্দুল হালিম বলেন, আমার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ কী করে করবো, কী খাওয়াব জানি না। কেন্দ্র সরকারের উচিত সাধারণ মানুষের কথা ভাবা। আকবর আলি বলেন, ১৮, ২৮ ডিসেম্বর উচ্ছেদের নোটিশ দেয় রেলওয়ে দফতর। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করবো বিষয়টি দেখার। নলহাটি ২ ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস বলেন, এই বিষয়ে আমার কাছে কেউ কোনো আবেদন করেনি। তবে ব্যবসায়ীদের নিয়ে আগামী সোমবার বৈঠক ডেকেছি। এতদিন কাজ করার পর সবাই বেকার হবেন। এটা ঠিক না। এব্যাপারে সাংসদ শতাব্দী রায়কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

১১টি হরিণের শিং, ৭টি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৭ জানুয়ারি ঃ হরিণের সিং ও বনরুই বা প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে আসানসোল রেঞ্জের বনদপ্তরের আধিকারিকেরা। শুক্রবার আসানসোল আদালতে দুজনকেই পেশ করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম গণেশ প্রসাদ ও সুকুমার বাউড়ি। তারা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বনদপ্তরের আসানসোল রেঞ্জ অফিসার তমালিকা চন্দ জানান, আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত চলবলপুর এলাকার এক ম্যারেজ হলে রুম ভাড়া নিয়ে ছিল অভিযুক্তরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা ওই ম্যারেজ হলে হানা দিলে সেখান থেকে হরিণের শিংগুলি ও পেঙ্গলিনের আঁশ উদ্ধার করে। ১১ টি সম্বর হরিণের সিং ও ৭ টি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক ওজন প্রায় তিন কেজির মতো। এই সমস্ত

প্রানীদের মেরে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে এরা। যা বাজারে খুবই দুর্মূল্য। সাধারণত কয়লা অঞ্চলে কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া ও জমি মাফিয়ার পর এবার সাধারণত পশু ও পাখির স্বীকার করে বিক্রি করার ব্যবসা শুরু হয়েছে কয়লাঞ্চলে। অন্তরাজ্য গ্যাং চলছে আসানসোল থেকে। আগেও বহুবার এই ধরনের দুর্মূল্য জিনিস উদ্ধার করেছে বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে খবর পশুপাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু মূল্যবান। কয়লার থেকে তার মূল্য অনেকটাই বেশি রয়েছে। এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের জামিনও নাকি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এর আগে আসানসোলে গো সাপের যৌনাঙ্গ উদ্ধার করেছিল বনদপ্তর এর কর্মীরা। আসানসোল বাস স্ট্যান্ড থেকে উদ্ধার হয়েছিল বহু মূল্যবান যৌনাঙ্গ। তার আগে আসানসোলের কুমারপুর মোর থেকে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার হয়েছিল। তারও আগে কুলটি থানার সাঁকতরিয়া থেকে উদ্ধার হয়েছিল সাপের বিষ, যা বহু মূল্যবান। তারও কিছু আগে আসানসোলের রানিগঞ্জ এ এক জ্যোতিষীর বাড়ি থেকে গো সাপের যৌনাঙ্গ উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়া সাপের বিষ, শজারুর কাঁটা, মূল্যবান নিষিদ্ধ টিয়া পাখি উদ্ধার হয়েছিল। কাঠ পাচার বা মূল্যবান প্রাচীন গাছ কাটা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে বন পশু পাখি বা গাছ দস্যুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে কয়লাঞ্চলে।

ভূমিহীন উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করে দিতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ভূমিহীন উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই যাতে ওই উপভোক্তাদের প্রত্যেককে জমি সহ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক জেলাকে রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১২ লক্ষ প্রান্তিক মানুষকে নিজস্ব কোষাগার থেকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরির জমি না থাকায় প্রায় ১২ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, রাজ্য সরকার কোনও উপভোক্তাকেই বঞ্চিত হতে দেবে না। সেজন্য জেলা প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই তাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ছয় দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মুন্না সরকার, সঞ্জু দাস, রহিত ছেত্রী, পাপাই বর্মন, বিশ্বদীপ রায় এবং বিষ্ণু রায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে ভক্তিনগর থানার এলাকার ফৌজি মাঠের সামনে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে ১০ থেকে ১২ জন দুষ্কৃতী। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই বেশ কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ছয় জন দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানা সরঞ্জাম। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

Before the District Delegate (Civil Judge, Junior Division), Dakshin Dinajpur at Balurghat.

Misc. Petition No. 312023 (Succession)

মৃত ব্যক্তি ঃ Ashok Rabidas, S/o- Gayaprasad Rabidas, Vill.- Domran, P.O. Fatepur, P.S.- Hili, Dist.- Dakshin Dinajpur.

দরখাস্তকারীঃ

1. Sampa Rabidas, W/o.- Late Ashok Rabidas, D/o. Gobindra Rabidas,

2. Souvik Rabidas, Minor son of Late Ashok Rabidas, Both of Vill.- Domran, P.O. Fatepur, P.S.- Hili, Dist.- Dakshin Dinajpur, Presently residing at Vill.- Ajhair, P.O.- Batun, P.S.- Kumarganj, Dist.- Dakshin Dinajpur. Mob. No. 8942099491

প্রতিপক্ষঃ

1. Radhika Rabidas, W/o. Gayaprasad Rabidas,

2. Branch Manager, L.I.C.I Ltd., Balurghat Branch, Balurghat, P.O. & P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ গত ইং ০৬।০৬।২০২৩ তারিখে উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির নিম্নলিখিত ত্যক্ত অর্থ এবং ওয়ারিশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্রাদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। সে কারনে যদি উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির আর কেহ ওয়ারিশ থাকেন এবং উক্ত বিষয়ে আপনাদের কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা দাবী থাকে তাহা হইলে আগামী ইং ২৮-০২-২০২৫ তারিখে অত্রাদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত প্রমানাদি সহ কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

Schedule

Policy No. 998987015 in the name of life assured Ashok Rabidas, since deceased and Estimated Amount of Death benefit approximate of Rs. 2,40,000.00 (Rupees Two Lakh Forty Thousand) only in total as Principal Sum Assured plus vested bonus and personal accident benefit along with vested interest under the said policies lying in the L.I.C.I. Balurghat Branch on the life assured of Ashok Rabidas, since deceased.

সেরেস্তাদার
সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়
সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত,
বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর।

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/011/2025, Date:- 17/01/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 3 (Three) Nos. different works. Date of issue of tender form **17.01.2025 to 27.01.2025 from 11.00 AM to 3:00 PM**. Last date of receiving of tender from **27.01.2025 up to 3:00 PM**. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-**29.01.2025, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID-**29.01.2025, 4:00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of the PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE :: ONDA :: Bankura
NIeT No:- (1) 12/2024-25 Date:- 15.01.2025
(2) 13/2024-25 Date:-15.01.2025

e-Tenders are hereby invited by this office for total 18 (Eighteen) Nos. similar works. Last date of submission of technical Bid-On or before **25/01/2025 11.00 A.M**. Date of Opening of **Bid-27/01/2025 (From 11.00 A.M.)** (For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No- MSD/KAN/GOK-II/11/2024-25**. Last date of submission **24/01/2025 up to 16.00 Hrs**. Bid Opening Date: **27/01/2025 at 16:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram,
Dist-Murshidabad

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-11/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for the work of construction of community toilet. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **15.01.2025 at 12.00 Hours to 24.01.2025. up to 12.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **28.01.2025 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-12/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for two different works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in from 15.01.2025 at 12.00 Hours to 24.01.2025. up to 12.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **28.01.2025 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-10/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 2(Two)Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **15.01.2025 at 12.00 Hours to 24.01.2025. up to 12.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **28.01.2025 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
e-mail : mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305
NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Wednesday, the 12th day of February, 2025 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **December 31,2024.**

Further, as per the Company Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, The trading window for dealing in the securities of the Company will be / has been closed for all directors/officers/designated employees of the Company on and from 01.01.2025 and would re-open on 48 hours after the declaration of unaudited financial results for the quarter ended **December 31,2024.**

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-
Nitesh Jain
(Director)
Place : Kolkata
Date : 17.01.2025
DIN - 00454763

Corrigendum

This is to inform you that the advertisement of Shyampur-II Panchayat Samity Published on 17.01.2025 of NIT-17, the last date of tender submission should be read as 24.01.2025 at 10.00 AM instead of 24.01.2025 at 05.00 PM. Other details will remain unchanged.

Office of The HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. 432/Hat-1/XVFC 2024-25(UNTIED)/2 ND INSTALL/e-NIT-15/2024-25

For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for CONSTRUCTION OF PCC ROAD at 7 (Seven) different places. Last date of submission of Bid up to **20.01.2025 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date (Online): **22.01.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২ /১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

NIT no:- 07-TN/EE/B-VI/24-25 Date: 16.01.2025

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি কর্তৃক বরো-VI এর অধীনে সিমেন্ট কংক্রিটের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং বরো-VI এর অফিস থেকে পাওয়া যাবে। **https://wbtenders.gov.in** দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি- **2025_MAD_801859**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৪৮ (৩) /২৪-২৫
১৭.১.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

PUBLIC NOTICE

[SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED]
FORMERLY KNOWN AS 'PHILIPS LIGHTING INDIA LIMITED'
Registered Office: [P S ARCADIA CENTRAL, 3A 3RD FLOOR, 4A, ABANINDRANATH TAHKUR SARANI (CAMAC STREET), KOLKATA- 700017, WEST BENGAL]

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

NAME OF THE HOLDERS	KIND OF SECURITIES	FACE VALUE	CERTIFICATE NUMBER	NO. OF SECURITIES	DISTINCTIVE NUMBER
ANIS HASANALI MILLWALA	EQUITY	10/-	25345	385	56482075-56482459

Date: 18/01/2025
Place: Mumbai **ANIS HASANALI MILLWALA**

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি/ইএল/২৯/২৪-২৫ এর সংশোধনী

টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/২৯/২৪-২৫ তারিখঃ ০৭-০১-২০২৫ এর জন্যে সংশোধনী

কোড	ফিল্ড নাম	বিদ্যমান রাশি	সংশোধিত রাশি
সূচী-এসসিএইচ আইটেম-১	আইটেমের বিবরণ	এংকর প্লাট এবং টেমপ্লেট আদির সঙ্গে ফাউণ্ডেশন বোল্ট সহিত উপযুক্ত আকারের সুরক্ষা পিঞ্জরা এবং মই সহিত আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সম্পূর্ণ সহিত ১৪ টি এলইডি ফ্লাড লাইট আলোকসজ্জাসমূহ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমানের হেতু উপযুক্ত ফিক্সড হেড ফ্রেম সহিত ২৫ মিটার ষ্টেডিয়াম মাষ্টের ডি/এস/১/টি/সির যোগান এবং ফিক্সিং (কাম সম্পাদন করার পূর্বে বিভাগীয় সক্ষম কর্তৃপক্ষের দ্বারা ২৫ মিটার ষ্টেডিয়াম মাষ্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশ্বন অনুমোদিত হইতে হবে)। রাইটসের দ্বারা সামগ্রীর পূর্ব-নিরীক্ষণ প্রদান করতে হবে। মেক - বাজাজ, ফিলিপস, হেভেলস	জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি./আলিপুরদুয়ার জংশনের ডিআরজি. নং. জ্যেষ্ঠ ডিইই/এসটিডি/ডিআরজি/০১/এসএমের অনুসারে এংকর প্লাট এবং টেমপ্লেট আদির সঙ্গে ফাউণ্ডেশন বোল্ট সহিত উপযুক্ত আকারের সুরক্ষা পিঞ্জরা এবং মই সহিত আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সম্পূর্ণ সহিত ১৪ টি এলইডি ফ্লাড লাইট আলোকসজ্জাসমূহ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমানের হেতু উপযুক্ত ফিক্সড হেড ফ্রেম সহিত ২৫ মিটার ষ্টেডিয়াম মাষ্টের ডি/এস/১/টি/সির যোগান এবং ফিক্সিং (কাম সম্পাদন করার পূর্বে বিভাগীয় সক্ষম কর্তৃপক্ষের দ্বারা ২৫ মিটার ষ্টেডিয়াম মাষ্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশ্বন অনুমোদিত হইতে হবে)। রাইটসের দ্বারা সামগ্রীর পূর্ব-নিরীক্ষণ প্রদান করতে হবে। মেক - বাজাজ, ফিলিপস, হেভেলস, উৎকর্ষ

সহায়ক মাণ্ডলিক বৈদ্যুতিক অভিযন্তা/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: L65999WB1992PLCO55224
২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় তলা, কলকাতা, ডব্লুবি-৭০০০১২
ইমেল ঃ **rfsl.nbfc@gmail.com** ওয়েবসাইট ঃ **www.rfsl.co.in.**

ইজিএমের বিজ্ঞপ্তি - ইজিএমে ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০ টায় (১ ST) ভিডিও কনফারেন্স / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('MCA') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('SEBI') কর্তৃক জারি করা সকল প্রযোজ্য আইন এবং সাধারণ সার্কুলার অনুসারে সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্যের ইমেল আইডি ইজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইটেও এটি পাওয়া যাবে। সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, কোম্পানি তাদের উপরোক্ত নথিগুলির প্রকৃত কপি প্রদান করবে না। নোটিশ প্রেরণের কাজ ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১০৮ ধারা, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর ২০ নং নিয়মের সাথে পঠিত, মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের ইজিএম এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। **৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের কাট- অফ** তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা, ইজিএম (দূরবর্তী ই-ভোটিং) স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ৩২ তম ইজিএম এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়গুলিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম- এর নোটিশে দেওয়া আছে।

ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিতে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে 'আরটিএ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **মঙ্গলবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ

I. ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
II. রিমোট ই-ভোটিং ০৭ **ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা)** থেকে শুরু হবে।
III. রিমোট ই- ভোটিং ০৯ **ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা)** পর্যন্ত শেষ হবে।
IV. ই- ভোটিংয়ের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল **সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫**। নোটিশ প্রেরণের পরে যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি nichetechpl.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
V. যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা ই-ভোটিং এর জন্য লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেঃ

i) প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), PAN (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), AADHAR (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানির ইমেল ঠিকানা **rfsl.nbfc@gmail.com** অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট **nichetechpl.com** ঠিকানায় প্রদান করুন।

ii) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (CDSL- ১৬-সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি অথবা NSDL- ১৬- সংখ্যার DPID + CLID), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার অথবা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, PAN (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), AADHAR (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানির **rfsl.nbfc@gmail.com** ঠিকানায় ইমেল করে অথবা আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর মাধ্যমে প্রদান করুন।

NSDL ই- ভোটিং সিস্টেম থেকে ইজিএম এবং ই- ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি evoting@nsdl.com ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন।

VI. ভোটদানের যোগ্য সদস্যরা মনে রাখবেন যে ঃ

ক) **৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ রবিবার বিকেল ৫.০০ টার** পর রিমোট ই- ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না

খ) ইজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরাও ইজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না এবং

গ) কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম নথিভুক্ত থাকবে কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

ঘ) যদি কোনও সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোটদান প্রাধান্য পাবে এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

VII. কোম্পানিটি ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত-এ ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রহ্মণ্যম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, মুরুগেসা নাইকার কমপ্লেক্স, নং ৮১, গ্রীমস রোড, চেন্নাই- ৬০০০০৬-এ অফিসরত, কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

VIII. ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানি তার ওয়েবসাইট **www.rfslco.in.** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ **www.bseindia.in**-এ ঘোষণা করবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
মিঃ ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (BPS), KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/24-25/11/1st Call
Name of the work: **Restoration of pumping service by replacement of defective spares of 03 nos. submersible pump-motor set at Chetla BPS.** Estimated cost: ₹ **2,90,684.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **06 days.** Last date of submission of bid: **28.01.2025 - 2 P.M.** Tender will be opened on: **30.01.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **18.01.2025 - 2 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-64
Name of the work: **Maintenance for pump and pumping accessories at RWPS Ph-III, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,69,325.00.** Earnest money: ₹ **5,390.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-62
Name of the work: **Manufacturing, fabricating, supply & installation of LT control panel for operation of delivery side 900 mm dia. PDV against pump no.-5 at RWPS-II, GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,90,054.00.** Earnest money: ₹ **3,850.00.** Period of completion: **8 days.**

(3) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-61
Name of the work: **Supply, installation, testing and commissioning of 02 nos. 10HP capacity submersible slurry pump at Raw Water Pumping Station Ph-II of GRWW for dewatering purpose.** Estimated amount: ₹ **4,91,022.00.** Earnest money: ₹ **9,830.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-60
Name of the work: **Supply, fitting fixing of new components to replace damaged items of rotating assembly of pump no. 1 at RWPS Ph-II under GRWW.** Estimated amount: ₹ **4,68,681.00.** Earnest money: ₹ **9,380.00.** Period of completion: **12 days.**

(5) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-59
Name of the work: **Supply & fitting, fixing of new components i.e. sleeves, bearings with housing, impeller & casing ring in the rotating unit of pump no.-1 at RWPS-I of GRWW.** Estimated amount: ₹ **4,93,089.00.** Earnest money: ₹ **9,870.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-58
Name of the work: **Repairing of volute casing of pump no. 4 at RWPS-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **4,73,038.00.** Earnest money: ₹ **9,470.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-57
Name of the work: **Replacement of the damaged impeller by the ready standby impeller of pump no.-3 at RWPS Ph-I under GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,12,573.00.** Earnest money: ₹ **4,260.00.** Period of completion: **01 days.**

(8) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-56
Name of the work: **Installation of pump no. 5 with ready standby impeller at RWPS-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,94,203.00.** Earnest money: ₹ **5,890.00.** Period of completion: **12 days.**

(9) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-55
Name of the work: **Restoration of illumination system at RWPS Ph-II pump house of GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,79,350.00.** Earnest money: ₹ **5,590.00.** Period of completion: **10 days.**

(10) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-54
Name of the work: **Supply & fitting, fixing of new components to suit in the 10 MT EOT crane against damaged one at RWPS Ph-II of GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,67,013.00.** Earnest money: ₹ **3,350.00.** Period of completion: **7 days.**

(11) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-53
Name of the work: **Replacement of damaged 6 KV HT squirrel cage induction motor no.-1 with the ready standby including allied works at RWPS Ph-I of GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,35,562.00.** Earnest money: ₹ **2,720.00.** Period of completion: **2 days.**

(12) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-52
Name of the work: **Installation of 2 nos. 5 Ton capacity chain pulley block over the MS joists within the pump floor bay against pump no.-1 & 6 at RWPS-III under GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,97,891.00.** Earnest money: ₹ **3,360.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **31.01.2025 at 2 P.M./04.02.2025 at 2.30 P.M. (For Sl. No. 1 to 12).** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/100/2024-25
Name of the work: **Replacement of 100 mm dia. CI PI by laying of 100 mm dia. DI pipe from G132 to 43 (Gouranga Mandir Road) and G100 Baghajatin in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **2,66,548.22.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/99/2024-25
Name of the work: **Development of 100 mm dia. DI pipe by replacing 100 mm dia. existing worn out PVC & CI pipe from R-75 to 61/3 Kamdahari Purba Para (R-Block) in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **4,23,732.55.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/98/2024-25
Name of the work: **Development by replacement of 75 mm PVC pipe by laying of 100 mm dia. DI pipe from Brahmapur Shib Mandir to H/o Mohan Ghosh in Ghosh Para in Ward No.-111.** Estimated amount: ₹ **2,11,324.51.** Earnest money: ₹ **4,300.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **25.01.2025 - 5 P.M./28.01.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available from the website: **http://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/West/W84/T06/2024-25
Name of the work: **Development of filtered water supply along Prince Golam Md. Road adjoining the Premises Nos. 18A, 1/32N, 1/32G Prince Golam Md. Road & etc. in Ward No.-84.** Estimated amount: ₹ **3,83,551.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **28.01.2025 - 1 P.M./30.01.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (ARSM SQ.BPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/ARSM/79/2024-25
Name of the work: **Regular checking and cleaning of Carbon Brushes of H.T slip ring motor no.-1 at RSM Sq BPS.** Estimated amount: ₹ **2,16,669.00.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 up to 2 P.M.** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (1252/24-25)

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি থেকে শিক্ষা, ইংল্যান্ডে প্রস্তুতি ম্যাচ খেললে মিলবে একাদশের টিকিট!

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারিঃ ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে চাইছে ভারতীয় টিম। যে কোনও টেস্ট সিরিজের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এ বারের বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে ভারতীয় টিম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি। পারথ টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালরা। সেখানে অবশ্য বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরারা খেলেননি। এ বার থেকে আর তেমনটা হবে না। নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু হওয়ার আগে ইংল্যান্ডে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। আর সেখানে খেলা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের নিরিখে টেস্ট টিমে ঢোকার একটা সুযোগ থাকবে। গত বছরের শেষে টিম ইন্ডিয়ার অজি সফরে ভারতের

সিনিয়র টিম যাওয়ার আগে এ টিম সেখানে গিয়েছিল। অজি এ টিমের সঙ্গে খেলেছিল ভারত এ টিম। অন্যান্য টেস্ট সিরিজের আগে যেমন প্রস্তুতি ম্যাচকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেটা বর্ডার গাভাসকর ট্রফির সময় দেওয়া হয়নি। ডনের দেশ থেকে ঐতিহ্যের বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া করে দেশে ফিরেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সেই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকেও ছিটকে গিয়েছে ভারত। এ বার তাই বোর্ড চাইছে প্রস্তুতি ম্যাচেও জোর দিতে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়ায় যে ভারতের এ টিম পাঠানো হয়েছিল, তাতে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিলেন লোকেশ রাহুল। সেই অর্থে আর কেউ প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ম্যাচ সিচুয়েশনের পরিস্থিতিতে খেলেননি। এ বার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এ বছর যে টেস্ট সিরিজ হবে ভারতের, তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত-এ টিম। ২৫ মে আইপিএল শেষ হবে। এরপর ২০ জুন শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। তার আগে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে তিনটি চার দিনের ম্যাচ খেলবে ভারত-এ টিম। ইএসপিএনক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রস্তুতি ম্যাচে যাঁরা ভালো খেলবেন, তাঁরাই হয়তো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সুযোগ পাবেন।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র বাগানের

জামশেদপুর, ১৭ জানুয়ারিঃ ডার্বির পরের ম্যাচে তিন পয়েন্ট আসে না। যদিও এই মরশুমেই প্রথম ডার্বির পর হায়দরাবাদকে হারিয়ে সেই মিথকে ভুল প্রমাণ করেছিল মোহনবাগান। কিন্তু জামশেদপুরে ফিরে এল ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ। বরং সহজ ম্যাচ কঠিন করে ড্র করল মোলিনার দল। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা হচ্ছে না তাদের। একের পর এক গোল মিস করলেন লিস্টনরা। অন্যদিকে মাঝমাঠ থেকে উঠে এসে গোল করে গেলেন জামশেদপুরের স্টিফেন এজে। করেন কোলাসো, ম্যাকলারেনরা। নাহলে প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল মোহনবাগানের। কখনও বা সামাল দিলেন জামশেদপুরের ডিফেন্ডার স্টিফেন এজে। প্রথমার্ধেই মোহনবাগানের শট ছিল ১২টি। বিপদ বুঝতে পেরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একসঙ্গে তিনটি বদল করেন জামশেদপুরের কোচ খালিদ জামিল। সিভেরিও, লেন, মোবাশিরদের নামানোয় তাদের মাঝমাঠ খানিক সচল হয়। দুই উইং ক্রসের পরিমাণও বাড়ে। আর ৬০ মিনিটে পালটা আঘাত। এবার ডিফেন্স থেকে উঠে এসে গোল করে

ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। তবে ড্রয়ের পরও ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষেই রইল মোহনবাগান। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৫ মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ চলে এসেছিল মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারলেন না ডার্বির নায়ক ম্যাকলারেন। তার কিছুক্ষণ পরেই লিস্টনের ফ্রি-কিক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বল দখল থেকে গোলমুখে আক্রমণ, জামশেদপুরকে প্রায় কোণঠাসা করে রেখেছিল মোহনবাগান। ম্যাকলারেন-কামিংসরা বারবার উইং বদল করছিলেন। যার সুফল পাওয়া গেল ২৫ মিনিটে। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল অলড্রেড নামিয়ে দিলেন। জটলার মধ্যেও গোল করতে ভুল করলেন না শুভাশিস। তারপর মহম্মদ সালাহর ঢংয়ে সেলিব্রেশন সবুজ-মেরুনের অধিনায়কের। অবশ্য, তারপর সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট গেলেন এজে। নিজেদের বক্স থেকে একা বল টেনে নিয়ে গেলেন, মোহনবাগানের কোনও প্লেয়ার আটকাতেই পারলেন না। ৫ মিনিট পর কার্যত 'অদৃশ্য' কামিংসের বদলে নামলেন স্টুয়ার্ট। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচের রাশ অনেকটাই ধরে নিয়েছে জামশেদপুর। ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকে মোহনবাগানের রক্ষণের উপর। পেত্রাতোস নামার অবশ্য কিছুটা চেষ্টা করলেন। লিস্টনের জোরাল শট সেভ করলেন জামশেদপুরের গোলকিপার আলবিনো গোমস। আলবার্তোর শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলেই থামল দুদলের ম্যাচ। এই ম্যাচের আগে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছিল মোহনবাগান। জামশেদপুরে থামল মোলিনার দলের জয়রথ। লিগ টেবিলে যদিও শীর্ষে তারা। অন্যদিকে একম্যাচ কম খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জামশেদপুর।

কোর্টে ইনহেলার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে জকোভিচ

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারিঃ প্রথম সেটে জয়ের পর কোর্টে ইনহেলার নিতে দেখা গিয়েছিল নোভাক জকোভিচকে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সমস্যা তাঁকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে জেতা থেকে আটকাতে পারেনি। চেকিয়া টেনিস খেলোয়াড় টমাস মাচাচের বিরুদ্ধে জকোভিচ জিতলেন ৬-১, ৬-৪, ৬-৪। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জকোভিচের মতো দাপট দেখিয়ে জিততে খুব কম টেনিস খেলোয়াড়ই পারেন। শারীরিক ভাবে নিজের সেরা জায়গায় না থেকেও স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে নিতে পারেন তিনি। ১৭তম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন জকোভিচ। ২ ঘণ্টা ২২ মিনিটের মধ্যে ম্যাচ জিতে নিলেন। প্রথম দুই রাউন্ডে ম্যাচ জিততে চতুর্থ সেট খেলতে হয়েছিল। শুক্রবার সেটার প্রয়োজন পড়ল না। অথচ, এ দিন শ্বাসকষ্টের কারণে দ্বিতীয় সেট শুরুর আগে বসে পড়েছিলেন। ম্যাচ শেষে জকোভিচ বলেন, ''আমি খুবই ভাল খেলেছি। নিজের খেলা নিয়ে আমি খুশি। এই ফলাফল দেখে আমি অবাক। ভাবিনি স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেব ওকে। দ্বিতীয় সেটের শুরুতে ও আমার উপর চেপে বসছিল। শারীরিক ভাবেও আমি ঠিক জায়গায় ছিলাম না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এখন তো আর আমি ১৯ বছরের নই। তবে খেলা ঘোরাতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় সেট যদি মাচাচ জিতে নিত তা হলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত। তৃতীয় সেটে যদিও আমি আবার তরতাজা হয়ে যাই। এ বারের প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত এটা আমার সেরা জয়।''

দীর্ঘ বিরতিতে যাচ্ছেন লাল-হলুদের আরও এক ফুটবলার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ চোট সমস্যায় আনোয়ারের চোট চিন্তায় ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল শিবিরকে। প্রায় আরও ৩ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই তারকা ডিফেন্ডার আনোয়ার আলিকে। পায়ের হাড়ে চিড় ধরার কারণে মাঠ থেকে প্রায় ছিটকে গেলে আনোয়ার। মুম্বই এফসি'র বিরুদ্ধে ৯০ মিনিট শেষে খোড়াতে খোড়াতে মাঠ ছাড়েন আনোয়ার। পরবর্তীতে ফুটবলারদের টিম হোটেলে যাওয়ার সময় তাকে হুইল চেয়ারে বসে যেতে দেখা যায়। যার কারণে বড় ম্যাচেও থাকতে পারেন নি তিনি। ম্যাচে সেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনোয়ারের এই চোট সমস্যায় ফেলেছে কোচ ব্রুজোকে। আগামী রবিবার ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী ম্যাচ এফ সি গোয়ার বিরুদ্ধে, তাও আবার তাদের ঘরের মাঠে। এমত অবস্থায় আনোয়ারের পরিবর্তে ব্রুজো কাকে খেলাতে পারেন চোখ থাকবে সেই দিকে। কারণ হিজাজি মাহের এবং হেক্টর ইউস্তের ফর্ম নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে হিজাজির 'শিশুসুলভ' ভুলের মাশুল দিতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। এমনকি গত ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও একই জিনিস দেখা যায়। এবিষয়ে ইস্টবেঙ্গল ও জাতীয় দলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার অর্ণব মণ্ডল বলছেন, ''যদি পরিবর্তন করাই হয়,

তাহলে হিজাজিকেই করা উচিত। মুম্বই সিটি-র বিরুদ্ধে মারাত্মক ভুল করেছিল। ডার্বির দিনও আশিস রাইয়ের বাড়ানো বলটা ও বুঝতেই পারেনি। ফুটবলার মন্থর হতেই পারে। সেটা মানিয়ে নেওয়াও যায়। কিন্তু হিজাজি বড্ড ভুল করে বসছে। একই ভুল বারংবার হচ্ছে। ওর মধ্যে লিডারশিপ দেওয়ার ক্ষমতাও নেই।'' আশিয়ান জয়ী গোলকিপার সন্দীপ নন্দী বলছেন, ''গোলকিপারের আগে যে দু'জন ডিফেন্ডার রয়েছে ইস্টবেঙ্গলে, তারা কেউই প্রভসুখান গিলকে নির্ভরতা দিতে পারছে না। বারবার ভুল করছে ওরা। মোহনবাগান ছেড়ে দিল হেক্টরকে, ইস্টবেঙ্গল তাকেই নিয়ে নিল। আমার মতে, হেক্টরের পরিবর্তে নতুন কোনও বিদেশি খোঁজা উচিত। ওর বয়সও হয়েছে। হিজাজিও ভুল করছে। আমার মতে এভাবে খেলোয়াড় না খুঁজে প্রাক্তন ফুটবলারদের কাজে লাগানো উচিত। ডগলাস, ব্যারেটো রয়েছে। ওদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে ব্রাজিলীয় প্লেয়ার খোঁজা যায়। সুলে মুশা রয়েছে। ওঁর পরামর্শও নেওয়া যায়। দরকার পড়লে উগা ওপারাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়।'' কলকাতার তিন প্রধানে খেলা ডগলাস দ্য সিলভা আবার হিজাজির দিকে ভোট দিয়েছেন, প্রাক্তন ব্রাজিলীয় তারকা বলছেন, ''হেক্টর খুব স্লো। ডার্বির দিন দেখা গেল ম্যাকলারেন ওকে সহজেই পরাস্ত করে দিল। আর ওর পজিশনও ঠিক ছিল না। আমার মতে, যদি বাদ দিতে হয় হেক্টরকে বাদ দেওয়া উচিত। হিজাজি হয়তো আইএসএলের মান অনুযায়ী খেলতে পারছে না। কিন্তু ও বাঁ পায়ের ফুটবলার। দল যদি ৩-৫-২ পদ্ধতিতে খেলে, তাহলে ওকে লেফট ব্যাক হিসেবে খেলানো সম্ভব। সেট পিসের সময়ে প্রতিপক্ষের বক্সে গিয়ে গোল করার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে হিজাজিকে মাঝমাঠেও দেখে নিতে পারেন কোচ।'' অন্যদিকে অপর বিদেশি ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তেকে গতিতে পরাস্ত করে ম্যাকলারেন গোল করেন। তাই কাকে দলে রাখবেন তিনি তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশী ভেনেজুয়েলার রিচার্ড সেলিসের দিকেও নজর থাকবে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা আজ

প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকছেন ক্যাপ্টেনও

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারিঃ ফিরছে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আট দলের এই টুর্নামেন্টকে মিনি বিশ্বকাপও বলা হয়। ২০১৭ সালে শেষ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়েছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ভারত। যদিও ফাইনালে সেই পাকিস্তানের কাছে হার। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হচ্ছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। যদিও হাইব্রিড মডেলে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের সব ম্যাচই হবে দুবাইতে। একটি সেমিফাইনাল এবং ভারত ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও দুবাইতেই। কাল স্কোয়াড ঘোষণা করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড জমা দেওয়ার সময়সীমা ছিল ১২ জানুয়ারি। ভারতীয় বোর্ড কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছিল আইসিসির কাছ থেকে। জসপ্রীত বুমরার চোট, মহম্মদ সামির ফিটনেস, রোহিত-বিরাটদের নিয়ে দ্বিধা। অনেক কিছুই কাজ করছিল এই দেরির নেপথ্যে। জসপ্রীত বুমরাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুরুর দিকে পাওয়া যাবে না, এটুকু নিশ্চিত। তিনি পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যেতে পারেন এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। একই সঙ্গে ক্যাপ্টেন্সি নিয়েও দ্বিধা কারণেই রোহিতকে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। যদিও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ২০২৩ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে রানার্স, গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

ছিল। মাঝে জল্পনা হয়েছিল, রোহিত নয় বরং হার্দিক পান্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে। জসপ্রীত বুমরা ফিট থাকলে তাঁরও সম্ভাবনা ছিল। এমনকি বিরাট কোহলির নামও ভাসছিল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ক্লিনসুইপ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে হার। সে চ্যাম্পিয়ন করা রোহিত শর্মার উপরই ভরসা রাখা হচ্ছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাল অর্থাৎ শনিবার দুপুর ১২.৩০ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড ঘোষণা। উপস্থিত থাকবেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এবং দল নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকরও। নানা প্রশ্নেরও উত্তর দেবেন।

আর রাখঢাক নয়, ১০ নির্দেশিকা নিয়ে হাজির বোর্ড, নিয়ম ভাঙলেই কড়া শাস্তি!

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারিঃ শৃঙ্খলার সঙ্গে কোনওরকম আপোশ নয়। ভারতীয় টিমে বিশৃঙ্খলতা রুখতে এ বার ১০ দফা ফতোয়া জারি করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এই ১০ দফার নিষেধাজ্ঞা না মানলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের শাস্তিও দিতে চলেছে বিসিসিআই। ভারতীয় টিমে তারকা পুজো আর হওয়ার নয়, তা আকারে ইঙ্গিতে পরিষ্কার করে দিতে চাইছে ভারতীয় বোর্ড। যে কারণে এ বার বড় বদলের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। জানেন ঠিক কী কী বলা হয়েছে বিসিসিআইয়ের নয়া নির্দেশিকায়? বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে যে ১০টি নির্দেশিকা জারি হয়েছে, সেগুলি হল- ১) ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা এ বার থেকে বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ক্রিকেটারকে এ বার থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং বার্ষিক চুক্তিতে থাকার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে। ২) কোনও সফর বা সিরিজ চলাকালীন কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার এ বার থেকে আর অ্যাড শ্যুট করতে পারবেন না। দলের ফোকাস ঠিক রাখার জন্য এবং ক্রিকেটারদের টিমের প্রতি দায়িত্ববান হওয়ার জন্য বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩) কোনও সফরে স্ত্রী বা বান্ধবীদের নিয়ে যাওয়াতে ফতোয়া জারি করেছে বোর্ড। ৪৫ দিনের কোনও সফরে ১৪ দিনের বেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রী বা বান্ধবীরা থাকতে পারবেন না। ৪) সিরিজের মাঝপথে কোনও ক্রিকেটার আগে ভাগে ঘরে ফিরতে পারবেন না। ব্যক্তিগত জরুরি অবস্থা না হলে পুরো সিরিজ ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গে থাকতে হবে। ৫) কোনও ক্রিকেটার এ বার থেকে ভারতীয় দলের ডিউটিতে থাকাকালীন ব্যক্তিগত ম্যানেজার বা নিজের কোনও কর্মীকে নিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন না। যদি কেউ যান ও, সেক্ষেত্রে তাঁকে আলাদা থাকতে হবে। ৬) কোনও সফরে অতিরিক্ত মালপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না। লাগেজের ওজন ১৫০ কেজির (৩টে স্যুটকেস আর ২টো কিট ব্যাগ) বেশি হলে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হবে। ৭) ভারতীয় টিমের কোনও সফরে কোনও

ক্রিকেটার বাড়তি জিনিস নিলে, নিজেকে সেই খরচ দিতে হবে। কোনও ক্রিকেটারের বাড়তি ব্যাগ নেওয়া প্রয়োজন হলে, তা প্রথমে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পাঠাতে হবে। সেখান থেকে অনুমি পেলে তবেই তা নিয়ে যাওয়া যাবে। ৮) কোনও সিরিজের আগে বা মধ্যে এ বার থেকে আর অনুশীলন সেশন মিস করা চলবে না। আসলে, প্র্যাক্টিসেও শৃঙ্খলা চাইছে বোর্ড। তাই প্র্যাক্টিস সেশনেও কোনও ক্রিকেটার আর আগে ভাগে টিম হোটেলে ফিরতে পারবেন না। বোর্ডের অপশনাল ট্রেনিং সেশন থাকলে বিষয়টা আলাদা। ৯) এ বার থেকে বোর্ডের কাজে ভারতের সকল ক্রিকেটারকে উপস্থিত থাকতেই হবে। আসলে বিসিসিআইয়ের যে আনুষ্ঠানিক শুটিং হয়, বা প্রচার হয়, তাতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের এ বার থেকে হাজিরা বাধ্যতামূলক। ১০) কোনও সফর চলাকালীন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আর আলাদা করে ভ্রমণ করতে পারবেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সে বিষয়েও বোর্ড নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

কলকাতায় খেলতে আসছে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন গোরান ইভানিসেভিচের পুত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ কলকাতায় খেলতে আসছে এমানুয়েল ইভানিসেভিচ। ২০০১ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন গোরান ইভানিসেভিচের ছেলে। এই শহরে হবে ছোটদের আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা। সেখানেই খেলবে এমানুয়েল। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি চলবে প্রতিযোগিতা। বালক এবং বালিকা দু'বিভাগে সিঙ্গসলে খেলবে ৩২ জন করে। ডাবলসে থাকবে ১৬টি করে জুটি। শুক্রবার খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করল। প্রতিযোগিতার আকর্ষণ এমানুয়েল। ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ফেডারেশন (আইটিএফ) অনুমোদিত এই প্রতিযোগিতা জে ২০০ পর্যায়ের। অর্থাৎ, সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নেরা ২০০ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পাবেন। কলকাতার কোর্টে খেলতে দেখা যাবে বেশ কিছু বিদেশি খেলোয়াড়কে। তাদেরই অন্যতম এমানুয়েল ইভানিসেভিচ। নাম শুনে টেনিসপ্রেমীরা ক্রোয়েশিয়ার কিশোর খেলোয়াড় সম্পর্কে একটা ধারণা পেতেই পারেন। ২০০১ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন গোরান ইভানিসেভিচের পুত্র এমানুয়েল। কিছু দিন আগেও নোভাক জকোভিচের কোচ ছিলেন ইভানিসেভিচ। এখন তিনি এলিনা রিবাকিনার কোচ। ক্রোয়েশিয়ার ডেভিস কাপ এবং হপম্যান কাপজয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি। বিশ্বের প্রাক্তন ২ নম্বর টেনিস খেলোয়াড়কে ডেভিস কাপে সিঙ্গলস ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছিলেন লিয়েন্ডার পেজ। আইটিএফ ক্রমতালিকা অনুযায়ী এমানুয়েল এখন বিশ্বের ১৪২ নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড়।

১২০ মিনিটে ৫ গোল করে কোপা দেল'রের শেষ আটে রিয়াল মাদ্রিদ

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে ভরাডুবির রেশ কাটতে না কাটতে আরেকটি ধাক্কা খেতে বসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ঘটনাবহুল ম্যাচে তাদের কাঁপিয়ে দিল সেল্তা ভিগো। তবে অতিরিক্ত সময়ের তিন গোলে স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল কার্লো আনচেলত্তির দল।

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ৫-২ গোলে জিতেছে রিয়াল। কিলিয়ান এমবাপে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিউস জুনিয়র। জোনাথান বাম্বা ব্যবধান কমানোর পর পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নেন মার্কোস আলোনসো। সেখানে নিষ্প্রাণ প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল করে সেল্তা ভিগোর হৃদয় ভেঙে জয়ে ফিরল রেয়াল। জোড়া গোল করেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এন্দ্রিক, অন্যটি উরুগুয়ের মিডফিল্ডার ফেদে ভালভের্দে। সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৫-২ গোলে হেরেছিল রিয়াল। সেই ম্যাচের পর প্রথমবার মাঠে নেমে একই ব্যবধানে জিতল তারা। তবে হান্সি ফ্লিকের দলের মতো দাপুটে নয় তাদের জয়। সেল্তা ভিগো সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নেওয়ায় অনেক বেশি ভুগতে হয়েছে আনচেলত্তির দলকে। প্রতিপক্ষের মাঠে পঞ্চম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় সেল্তা ভিগো। খুব কাছ থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি কার্ল স্টারফেল্ট। পরের মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে লুকা মদ্রিচের শট ঠেকান সেল্তা ভিগো গোলরক্ষক ইভান ভিয়ার। চতুর্দশ মিনিটে অহেলিয়া চুয়ামেনির জোরাল শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি। ৩০তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন ব্রাহিম দিয়াস। পা দিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে দেন ভিয়ার। ৩৭তম মিনিটে আর পারেননি সেল্তা ভিগো গোলরক্ষক। প্রতি-আক্রমণে মাঝমাঠে বল পেয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন এমবাপে। পায়ের কারিকুরিতে সঙ্গে লেগে থাকা খেলোয়াড়কে এড়িয়ে জোরাল শটে তিনি

খুঁজে নেন জাল। এই গোল নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট সুযোগ আছে। সেল্তা ভিগোর আক্রমণে উইলিয়ট সুইডবারি ডি-বক্সে ঢুকে পড়লে বল ঠেকাতে ঝাঁপ দেন গোলরক্ষকের আন্দ্রি লুনিন। কিন্তু বলের নাগাল পাননি তিনি, তার হাতে লেগে পড়ে যান সুইডিশ ফরোয়ার্ড। পেনাল্টির আবেদন সাড়া দেননি রেফারি। সেখান থেকেই রিয়ালের আক্রমণের সূচনা, যার পরিণতি ওই গোল। এগিয়ে যাওয়ার পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ায় তারা। দিয়াসের দারুণ পাস পেয়ে ৪৮তম মিনিটে জাল খুঁজে নেন ভিনিসিউস। ৫৭তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন এমবাপে। খুব কাছ থেকেও হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। পরের মিনিটে ভিনিসিউসের চিপ শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন স্টারফেল্ট। ৬৯তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে সেল্তা ভিগোর উগো সোতেলোর বুলেট গতির শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন লুনিন। আট মিনিট পর জালে বল পাঠান আর্দা গিলের। তবে তাকে বল দেওয়া ভিনিসিউস অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার উপহার কাজে লাগিয়ে ৮৩তম মিনিটে ব্যবধান কমায় সেল্তা ভিগো। নিজেদের ডি-বক্সের পাশে ভুল পাস দিয়ে বসেন ফরাসি মিডফিল্ডার। বল পেয়ে অরক্ষিত বাম্বাকে খুঁজে নেন পাবলো দুরান। ঠাণ্ডা মাথায় বাকিটা সারেন কোত দি ভোয়ার ফরোয়ার্ড। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান আলোনসো। ডি-বক্সে বাম্বাকে রিয়ালের রাউল আসেন্সিও ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল সেল্তা ভিগো। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কর্নার থেকে একটুর জন্য গোল পায়নি রিয়াল। আন্টোনিও রুডিগারের গায়ে লেগে পোস্ট ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় বল। ভিনিসিউসের বদলি নেমে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুযোগ তৈরি করেন রদ্রিগো। তবে সেল্তা ভিগোর গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি তিনি। ১০৮তম মিনিটে বুলেট গতির শটে রিয়ালকে এগিয়ে নেন এন্দ্রিক। গিলেরের কাছ থেকে ডি-বক্সের বাইরে বল পেয়ে ঘুরে, গতিময় শটে তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড পরাস্ত করেন ভিয়ারকে। চার মিনিট পর ডি-বক্সের বাইরে থেকে তীব্র গতির শটে ব্যবধান আরও বাড়ান ভালভের্দে। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। ১১৯তম মিনিটে ব্যবধানে আরও বাড়ান এন্দ্রিক। কর্নারের পর গিলের ক্রসে খুব কাছ থেকে ব্যাকহিলে জাল খুঁজে নেন এই তরুণ। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে এটি তার চতুর্থ গোল।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellence in Assessment
(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, GoI

সর্বভারতীয় সৈনিক স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষার (AISSEE-2025) জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বানের ঘোষণা

জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য সারা দেশের সৈনিক স্কুল/নতুন সৈনিক স্কুলগুলিতে ষষ্ঠ এবং নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য সৈনিক স্কুল সোসাইটির (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের অধীনে) পক্ষ থেকে AISSEE-2025 পরিচালনা করতে চলেছে।

অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়া	২৪.১২.২০২৪ থেকে ২৩.০১.২০২৫	
পরীক্ষার তারিখ	পরবর্তীতে এনটিএ ওয়েবসাইটে ঘোষণা করা হবে।	
পরীক্ষার ধরণ	পেন পেপার মোড (ওএমআর)	
পেপার প্যাটার্ন	মাল্টিপেল চয়েজ প্রশ্ন (এমসিকিউ'স)	
পরীক্ষার ফি	**বিভাগ**	**প্রদেয় ফি**
	কেন্দ্রীয় তালিকা অনুসারে প্রতিরক্ষা কর্মী এবং প্রাক্তন সৈনিক/ওবিসি (এনসিএল) এর জেনারেল/ওয়ার্ড	৮০০/- টাকা
	তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি	৬৫০/- টাকা

পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহ তথ্য পুস্তিকা জাতীয় পরীক্ষা সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট(গুলি) www.nta.ac.in; https://exams.nta.ac.in/AISSEE/-এ উপলব্ধ করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের শেষ তারিখের আগে আবেদন করার এবং সর্বশেষ আপডেটের জন্য নিয়মিতভাবে উপরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলি দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যদি কোনও প্রার্থী AISSEE 2025-এর জন্য আবেদন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন, তাহলে তিনি ০১১ - ৪০৭৫৯০০০ / ০১১ - ৬৯২২৭৭০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা aissee@nta.ac.in-এ ইমেল করতে পারেন।

স্বা/-
(ডিরেক্টর)

CBC 21354/12/0004/2425

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com